উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৬ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 1 January 2026 Thursday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 223

MADE WITH PRIDE IN INDIA

CUSTOMER CARE NO 080-6000 4411

Shop Online on judgeappliances.com

*শর্তাবলি প্রযোজ্য, কেটে দেওয়া মূল্য গুলি নির্ধারিত MRP মূল্য (ট্যাক্স সমেত) ; তার নীচে উল্লেখিত মূল্যগুলি অফারমূল্য । অফারগুলি অন্য কোন প্রমোশন, ব্যাংক সহ এক্সচেঞ্জ অথবা কুপনের অফারে বৈধ নয়। সারা ভারতে শুধুমাত্র বাছাই করা মডেলের ওপরই অফার স্টক থাকা অবধি বৈধ। ACE নন্-স্টিক 3 পিস সেটে পাবেন ফ্রাই প্যান 20cm , ওমনি তাওয়া 25cm ওবং 20cm ঢাকনা সহ কড়াই। JUDGE® ভারতে হরউড হোমওয়্যার্স লিমিটেড কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেডমার্ক। সম্পূর্ণ নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য আপনার নিকটবর্তী প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ / ডীলার আউটলেটে পরিদর্শন করুন । শুধুমাত্র বাছাই করা উৎপাদানগুলিতে 55% অবধি ছাড় ,স্টক থাকা অবধি প্রযোজ্য। অফারগুলি 13 ডিসেম্বর 2025 থেকে 20 জানুয়ারী 2026 অবধি বৈধ।

Prestige® Xclusive **Berhampore :** 6297018384; **Siliguri PaniTanki More:** 9434007070; **Jaigaon:** 9800072350; **Balurghat:** 8116109940; **Nagrakata:** 9775888737 **Siliguri Sevoke More:- 8372915345 For Franchise Enquiry please contact Mob –9903329820 / 7003070567**

Also Available at Siliguri: Mahakali Stores 9474583722; Nadia Stores 9932026652; Pranab Stores 9434327298; Royal Suppliers 9832073734; G.N. Variety Stores 9475837488; Jony Enterprise 8250725810; Abiskar 8637898647; Maruti Electric & Appliances 9531563049; Crockery Palace 9800279759; Anurag Enterprise 9800006868**; Champasari:** Mega Basket 7001007500; Naxalbari: Charu Enterprise 9932707325; **Coochbehar:** S. P. Trading 9434686111;New Jain Sales 8116877336; Muskan Enterprise 9474521627; Tolaram Dalimchand 03582230251; **Dinhata:** Joarder & Co. 9832374284 ; Saha Bros 9475118237; Jaigaon: Sharma Brothers 94343 49769; Crockery House 9233780167; Apna Bazaar 9232052304; Vikash Enterprise 9609990903; **Malbazar:** North Bengal Metal Stores 6297777504; **Birpara:** Ganesh Metal 9832409730; Darjeeling: Anup Sales agency 98320-91247; Jyoti Enterprise 9641057482; **Islampur:** Durga metal Stores 9933889549 ; Islampur Metal 7384429290; Ananda Basanalaya 9832005305; Uttam Basanalaya 9434557143; Banik Basanlaya 9641337983; **Alipurduar:** Kundu & Sons 7980233484; Variety Gas Oven 9434184967; Dooars Appliances 7001170324; Metal Palace 7501557223; **Falakata:** Bhubaneswari Enterprise 9932460645; Maa Kali Plastic 7318657846; **Jalpaiguri:** Prasadiram Prabhudayal 6294584613; Sanghai Brothers 9434044430; **Dhupguri:** Ghar Sansar 97343-39739; Kundu Variety 9832488838;Malbazar: Maa store 9474589514; **Malda:** Bengal Varaiety Stores 9851414493; Malda Electric House (Chata Bhandar) 9434680562; Shree Bishownath Stores (Koushik Dutta)9093881463; The Shailo Bhandar 9641385967; Natun Ghar Sansar 73848 08880; Laxmi Aluminium Stores 82503 52023; Akansha Enterprise 70011 49519 **; Kaliachak**: Alumunium Shoping House 9851740686**; Chanchal:** Sharma Sound & Service 8513077592; N&N Das And Sons 94346 83511; **Kaliaganj**: Ashirbad 9434373897; Subhasini Stores 743215638; **Balurghat**: M/S S Kumar Steel Traders 9434194161; Shree Balaji Steel 7278688010; New Tirupati Steel Furniture 9800531986**; Raiganj**: Bharat Glass Stores 8100401145; Laxmi Tredars 9475719038; Bisweswar Stores 9434246931; Radha Krishana Enterprise 7364019068; Parnasree Kundu 9474790175; **Gangarampur:** VIP House 7872109404; Manorama 9474434218; **Baharampur:** New Griho Sova 9735663326; Joy Guru Luggage House 97325 15210; Chaudhari 79 -94744 76508; Farakka: Das Brothers 9434530472; Madhobi Basanalaya 89187 50274; **Umarpur:** Shyam Traders 7501199272; Srimaa Gift House 99337 72121; **Basudebpure:** M S Mart (Musa) 81168 45937; **Raghunathganj:** Prabhati Stores 6294746546; New Trank Stores (Moti Da) 97325 72717; **Dhuliyan:** Chakrabarty Basanalaya 7908307110; **For Distributor & Institutional enquiries Call +919230335256**

লক্ষ্যভেদ

‘লক্ষ্যভেদ’-এর উদ্বোধনী সংখ্যায় স্বাগত! উত্তরবঙ্গের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীর স্বপ্নের ডানায় সাহস জোগাতে আমাদের এই নতুন পথ চলা। কেরিয়ারের বিভ্রান্তি দূর করে, সঠিক স্কিল ও গাইডেন্সের হাত ধরে সাফল্যের শিখরে পৌঁছোতে এই পাতা হবে আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। আসুন, একসঙ্গে নতুন ভবিষ্যৎ গড়ি।

স্কিল অফ দ্য উইক

পেশাদার সিভি (CV) তৈরির প্রথম পাঠ

চাকরি পাওয়ার দৌড়ে আপনার প্রথম হাতিয়ার হল আপনার সিভি (CV)। নিয়োগকারীরা একটি সিভিতে চোখ বোলাতে গড়ে মাত্র ৬ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় নেন। তাই ফ্রেশার হিসেবে আপনার সিভি হতে হবে ছিমছাম, তথ্যবহুল এবং আকর্ষণীয়।

কী লিখবেন?

১. হেডার: সিভির একদম ওপরে আপনার পুরো নাম, ফোন নম্বর, একটি পেশাদার ই-মেল আইডি (যেমন: rahul.das@email.com) এবং লিংকডইন প্রোফাইলের লিংক। ২. কেরিয়ার অবজেক্টিভ: ২-৩ লাইনে লিখুন আপনি কেমন কাজ খুঁজছেন এবং আপনার কোন দক্ষতা কোম্পানিকে সাহায্য করতে পারে। ৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বশেষ ডিগ্রিটি সবার আগে লিখুন (Reverse Chronological Order)। ডিগ্রির নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, পাশের সাল এবং জিপিএ/শতাংশ উল্লেখ করুন। ৪. স্কিল বা দক্ষতা: এটি ফ্রেশারদের জন্য সবচেয়ে জরুরি। এমএস অফিস, কোডিং, বা অন্য কোনো টেকনিক্যাল স্কিল জানা থাকলে লিখুন। পাশাপাশি 'সফট স্কিল' (যেমন—টিমওয়ার্ক, কমিউনিকেশন) উল্লেখ করুন। ৫. প্রজেক্ট ও ইন্টার্নশিপ: কলেজের অ্যাসাইনমেন্টে করা কোনো সার্ভে, ফিল্ড ওয়ার্ক বা ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা থাকলে তা অবশ্যই হাইলাইট করুন।

কী বাদ দেবেন?

১. অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য: বাবার নাম, ধর্ম, জাতীয়তা, বৈবাহিক অবস্থা—এগুলো আধুনিক কর্পোরেট সিভিতে লেখার প্রয়োজন নেই (যদি না বিশেষভাবে চাওয়া হয়)। ২. অপেশাদার ছবি: সেলফি বা বিয়েবাড়ির ছবি দেবেন না। দিলে ফরমাল পোশাক পরা ছবি দিন, নতুবা ছবি দেওয়ারই দরকার নেই। ৩. অদ্ভুত ইমেল আইডি: coolboy_raj@... বা angel_priya@... জাতীয় ইমেল আইডি ব্যবহার করবেন না। ৪. বানান ভুল: একটি বানান ভুলও আপনার সিভি বাতিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

২৬-এ চাকরির বাজারে টিকে থাকতে যা যা জানতেই হবে

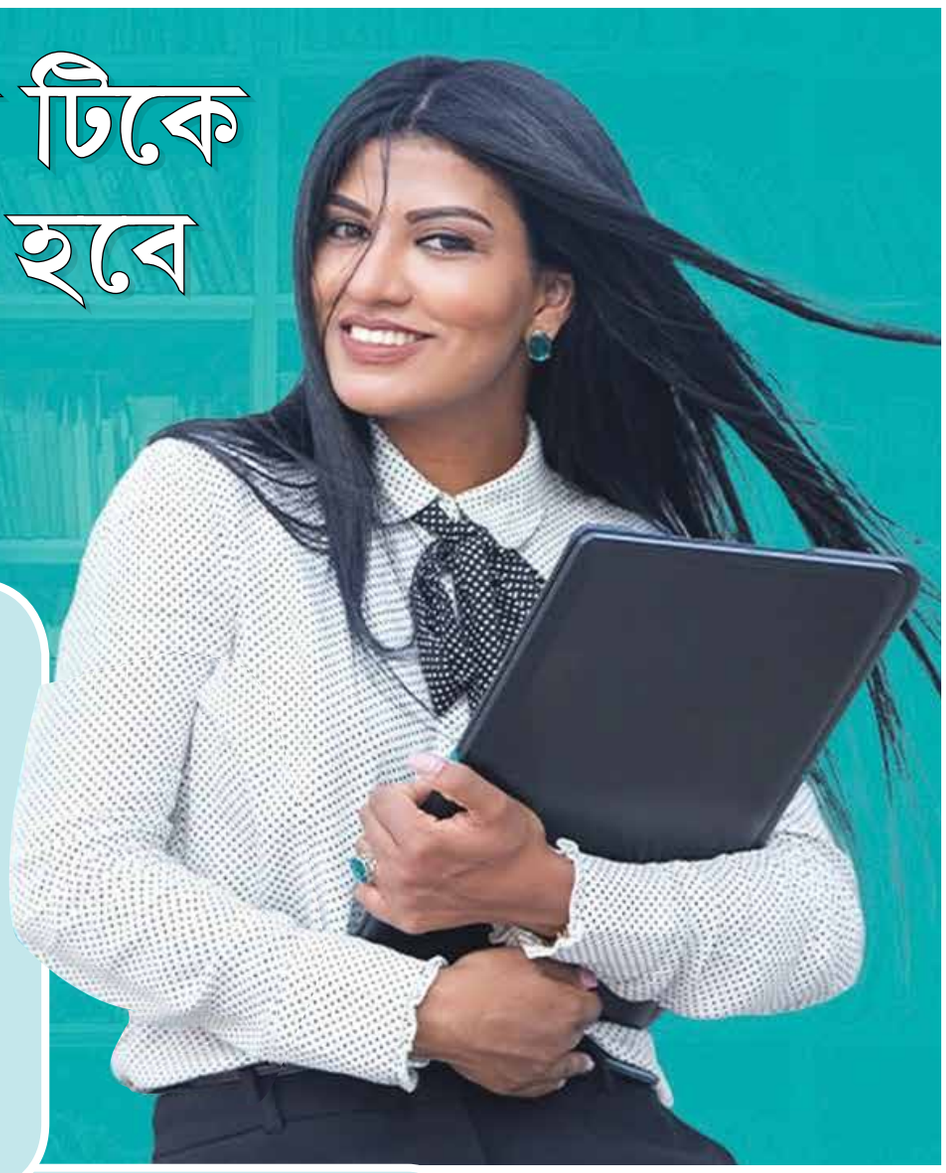

পৃথিবী পাল্টাচ্ছে চোখের পলকে। আজ যা ‘ট্রেন্ড’, কাল তাই ইতিহাস। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং অটোমেশনের ঝড়ে চাকরির বাজারের চেনা সমীকরণগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন আর "বড় হয়ে কী হবে?"-তে সীমাবদ্ধ নেই; বরং প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছে, "কীভাবে আগামী দিনে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখব?" একটা সময় ছিল যখন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই ছিল চাকরির নিশ্চিত পাসপোর্ট। কিন্তু আজকের স্মার্ট রিক্রুটাররা শুধু সার্টিফিকেটের দিকে তাকান না। তারা জানতে চান—আপনার 'পোর্টফোলিও' কী বলছে? আপনি বাস্তবে কী সমস্যা সমাধান করতে পারেন

নতুন বছরে নিজেকে আপগ্রেড করার ৫টি মন্ত্র

২০২৬-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এই ৫টি মন্ত্রকে শুধু পড়া নয়, অভ্যাসে পরিণত করতে হবে:

টেক-স্যাভি (Tech-Savvy) ৩.০ : স্মার্ট হওয়ার নতুন সংজ্ঞা আগে কম্পিউটার জানা মানে ছিল ওয়ার্ড বা পাওয়ারপয়েন্ট জানা। এখন স্মার্টফোন শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য নয়, এটি আপনার প্রোডাক্টিভিটি টুল।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** শুধু এক্সেল জানলে হবে না, শিখতে হবে 'প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং'। চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) বা জেমিনি (Gemini)-কে সঠিক নির্দেশ দিয়ে কীভাবে নিজের কাজ করিয়ে নিতে হয়, এটি এখন একটি আলাদা দক্ষতা। ক্যানভা দিয়ে ডিজাইন বা নোশন দিয়ে প্রোজেক্ট ম্যানেজ করার মতো 'নো-কোড' টুলগুলোর ব্যবহার শিখুন।

সফ্‌ট স্কিলস ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স: মেশিন লজিক বোঝে, কিন্তু আবেগ বোঝে না। এখানেই মানুষের জয়। যোগাযোগ দক্ষতা, দলবদ্ধভাবে কাজ করা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী অর্জন করুন।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** শুধু ডেটা পড়াই নয়, শিখুন 'ডেটা স্টোরিটেলিং'। অর্থাৎ, জটিল সংখ্যা বা গ্রাফকে সহজ কথায় গল্পের মতো করে বস বা ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা। পাওয়ার বিআই (Power BI) বা ট্যাবলু (Tableau)-র মতো টুলের প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে আপনার সিভি অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে।

আনলার্ন ও রিলার্ন : 'লাইফ লং লার্নিং' বা আজীবন শেখাই হলো টিকে থাকার মূল মন্ত্র। কলেজ শেষ মানেই শেখা শেষ নয়। তবে শেখার চেয়েও কঠিন হলো পুরনো বা অচল ধারণা ভুলে গিয়ে (Unlearn) নতুন পদ্ধতি শেখা (Relearn)।

কোন চাকরি কমছে, কোনটি বাড়ছে?

ভবিষ্যৎ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে বাজারের গতিপ্রকৃতি বোঝা জরুরি। অটোমেশনের সহজ নিয়ম হলো—যে কাজ বারবার একই নিয়মে করতে হয়, সেই কাজ মেশিনের দখলে চলে যাবে।

● **বিপদসীমার মধ্যে:** ডেটা এন্ট্রি, সাধারণ মানের টেলি-কলিং, বেসিক ট্রান্সলেশন, ক্যাশিয়ার বা রুটিন মাফিক হিসাবনিকাশের কাজগুলো এখন সফটওয়্যার অনেক দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করছে। ফলে এই ধরনের গতানুগতিক 'হোয়াইট কলার' জবের সুযোগ কমছে।

● **উত্থানের পথে:** অন্যদিকে, যে কাজগুলোতে মানুষের বিচারবুদ্ধি, সহানুভূতি, জটিল সৃজনশীলতা এবং স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োজন, সেই চাকরিগুলোর চাহিদা আকাশছোঁয়া। যেমন—এআই এথিসিস্ট (AI Ethicist), গ্রিন এনার্জি এক্সপার্ট, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং, জেরিয়াট্রিক কেয়ার (বয়স্কদের সেবা), ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং অবশ্যই সাইবার সিকিউরিটি। সোজা কথায়—যন্ত্রের সঙ্গে গায়ের জোরে পাল্লা দেওয়া নয়, বরং যন্ত্রকে 'সহকারী' হিসেবে ব্যবহার করে যারা কাজ করতে পারবে, ভবিষ্যৎ তাদেরই।

ডেটা লিটারেসি: তথ্যের ভাষা বোঝা বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। রাশিবিজ্ঞান বা ডেটা দেখে তার মর্মার্থ বোঝার ক্ষমতা অর্জন করুন। আপনি সেলসে থাকুন বা সাংবাদিকতায়—সিদ্ধান্ত নিতে ডেটার ব্যবহার জানা এখন যেকোনো চাকরিতে বড় প্লাস পয়েন্ট।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** জোর দিন 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং' এবং 'নেগোসিয়েশন স্কিল'-এর ওপর। কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (Crisis Management) আপনাকে মেশিনের চেয়ে এগিয়ে রাখবে। চাকরির বাজারে এখন IQ-এর চেয়ে EQ (Emotional Intelligence)-এর দাম বেশি।

নেটওয়ার্কিং ও পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং: মানুষের সাথে মানুষের সংযোগই আসল শক্তি। তবে শুধু 'চেনা-জানা' থাকলেই হবে না, নিজেকে একটি 'ব্র্যান্ড' হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** লিংকডইনে শুধু প্রোফাইল খুলে ফেলে রাখবেন না। সেখানে নিজের ফিল্ডের বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করুন। আপনার ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের পোস্টে গঠনমূলক মন্তব্য করুন। মনে রাখবেন, "Your Network is your Net Worth." অনলাইন পরিচয়ের পাশাপাশি অফলাইন সেমিনার বা ওয়ার্কশপে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলার জড়তা কাটান।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** 'মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়ালস' বা ছোট ছোট সার্টিফিকেটের যুগে প্রবেশ করুন। ৩ বছরের ডিগ্রির অপেক্ষায় না থেকে Coursera, Udemy বা Swayam-এর মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে ৩-৬ মাসের স্পেশালাইজড কোর্স করে নিজেকে আপগ্রেড করতে থাকুন।

● **অ্যাডাপ্টাবিলিটি কোশেন্ট (AQ):** ভবিষ্যতের এক্স-ফ্যাক্টর আইকিউ (IQ) এবং ইকিউ (EQ)-এর পর এখন বিশেষজ্ঞরা গুরুত্ব দিচ্ছেন AQ বা -এর ওপর। অর্থাৎ, পরিস্থিতি বদলালে আপনি কত দ্রুত নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন। ২০২৬ সালে কোম্পানিরা এমন কর্মী খুঁজবে না যারা সব জানে, বরং এমন কর্মী খুঁজবে যারা যেকোনো নতুন পরিস্থিতি দ্রুত শিখে নিতে পারে।

ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অন্ধকার যারা পরিবর্তনকে ভয় পায়, আর তাদের জন্য উজ্জ্বল যারা পরিবর্তনের ঢেউয়ে সার্ফিং করতে জানে। আজ থেকেই আপনার প্রস্তুতি শুরু হোক। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করুন যাতে আপনি চাকরির খোঁজ না করেন, বরং চাকরি আপনাকে খুঁজে নেয়।

দ্বাদশ শ্রেণির পর কী? বিভ্রান্তি কাটানোর পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ

দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা শেষ হলেই, ফলাফল বেরোবার আগে থেকেই, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মনে একটাই প্রশ্ন—"এর পর কী?" এই সময়টা যেন জীবনের এক কুয়াশাচ্ছন্ন চৌরাস্তা। একদিকে বাবা-মায়ের প্রত্যাশা ও আত্মীয়দের চাপ, অন্যদিকে নিজের চাপা স্বপ্ন, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একরাশ বিভ্রান্তি। একটা সময় ছিল যখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা সরকারি চাকরি—এই তিন-চারটে পেশার বাইরে বাঙালি মধ্যবিত্তের পৃথিবীটা খুব ছোট ছিল। কিন্তু আজ? আজ আকাশটা অনেক বড়। ২০২৬ সালের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্ট্রিম বা বিভাগ যাই হোক না কেন, গতানুগতিক পথের বাইরে অজস্র সাফল্যের রাস্তা তৈরি হয়েছে। দরকার শুধু সঠিক তথ্যের এবং একটু সাহসের।

বিজ্ঞান : ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের বাইরেও বিশাল জগৎ

যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন, তাদের অনেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা নিট (NEET)-এর ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত। মনে রাখবেন, এখানেই সব শেষ নয়। বরং পিওর সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাইরে এখন 'অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স'-এর যুগ।

● **ডেটা ও টেকনোলজি:** বর্তমান বিশ্ব চলে ডেটার ওপর। ইঞ্জিনিয়ারিং না করেও 'বি.এসসি ইন ডেটা সায়েন্স', 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা 'স্ট্যাটিসটিক্স' পড়লে চাকরির বাজার আপনার হাতের মুঠোয় থাকবে।

● **বায়ো-সায়েন্সের নতুন ধারা:** বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স বা ফুড টেকনোলজি—এই বিষয়গুলোতে গবেষণা ও কর্পোরেট চাকরির বিশাল সুযোগ। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এই ডিগ্রিগুলোর কদর এখন আকাশছোঁয়া।

● **হেলথকেয়ারের বিকল্প পথ:** মূল ধারার ডাক্তারি না করেও প্যারামেডিক্যাল বা 'অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্স' (যেমন—ফিজিওথেরাপি, অপটোমেট্রি, কার্ডিয়াক কেয়ার টেকনোলজি, নিউট্রিশন) পড়েও স্বাস্থ্য পরিষেবায় উজ্জ্বল ও সম্মানজনক কেরিয়ার গড়া সম্ভব। এমনকি 'ভেটেরিনারি সায়েন্স' বা পশুচিকিৎসাও এখন অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন পেশা।

● **মিডিয়া ও কমিউনিকেশন:** মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম এখন শুধু খবরের কাগজ বা টিভিতে সীমাবদ্ধ নেই। ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, পিআর (PR) বা জনসংযোগ, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং অ্যাডভার্টাইজিং এখন মূল ধারার পেশা।

আর্টস ও হিউম্যানিটিজ

সৃজনশীলতার 'ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' "আর্টস নিয়ে পড়েছ, এবার তো শুধু মাস্টারি"—এই ধারণা এখন প্রস্তর যুগের। হিউম্যানিটিজের ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills) ও সৃজনশীলতা সাধারণত বেশি হয়, যা অটোমেশনের যুগে মেশিনের চেয়ে বেশি দামি।

● **ডিজাইন ও আর্ট:** ডিজাইনিং (ফ্যাশন, ইন্টেরিয়র, গ্রাফিক, জুয়েলারি) অত্যন্ত লোভনীয় ও হাই-পেইং কেরিয়ার। ইউআই/ইউএক্স (UI/UX) ডিজাইনিং এখন আর্টসের ছাত্রদের টেকনোলজি সেক্টরে ঢোকার সেরা দরজা।

● অন্যান্য পেশাদার কোর্স: হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বা সোশ্যাল ওয়ার্ক (BSW)-এর মতো পেশাদার কোর্সগুলো দ্রুত চাকরির সুযোগ করে দেয়। পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ল (BA LLB) তো চিরকালীন ভালো অপশন।

● **পরিবেশ ও ভূতত্ত্ব:** জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে 'এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স', 'জিওলজি' বা 'জিওফিজিক্স' পড়া ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা আন্তর্জাতিক স্তরে বাড়ছে।

বাণিজ্য : হিসাবের খাতা থেকে গ্লোবাল ফিন্যান্স

শুধুই সাধারণ বি.কম পাস বা সিএ (CA)-এর কঠিন পথে না হেঁটে কমার্সের ছাত্রছাত্রীরা এখন নতুন দিকে ঝুঁকছে।

● **প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন:** প্রথাগত ডিগ্রির পাশাপাশি ACCA (গ্লোবাল সিএ), CMA (কস্ট ম্যানেজমেন্ট), বা CS (কোম্পানি সেক্রেটারি)-এর মতো প্রফেশনাল কোর্সগুলো এখন কর্পোরেট দুনিয়ায় অত্যন্ত মূল্যবান।

● **ফিন্যান্স ও অ্যানালিটিক্স:** ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, স্টক মার্কেট অ্যানালিসিস, এবং 'বিজনেস অ্যানালিটিক্স' এখন দারুণ জনপ্রিয়। যাদের অঙ্কে ভালো দখল আছে, তারা 'অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স' (Actuarial Science) নিয়ে ভাবতে পারেন—বীমা ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সেক্টরে এর চাহিদা প্রচুর এবং বেতনও ঈর্ষণীয়।

● **ম্যানেজমেন্ট:** বিবিএ (BBA) এখন অনেক স্পেশালাইজড হয়েছে। লজিস্টিকস, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা ফিন-টেক স্পেশালাইজেশনসহ বিবিএ করাটা ভবিষ্যতের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।

স্মার্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৫টি ‘অ্যাডভান্সড টিপস’

১ **SWOT অ্যানালিসিস করুন:** খাতা-কলম নিয়ে বসুন। নিজের Strength (শক্তি), Weakness (দুর্বলতা), Opportunity (সুযোগ) এবং Threat (বাধা)—এই চারটি বিষয় লিখুন। বন্ধুর দেখাদেখি নয়, নিজের এই ছক মিলিয়ে বিষয় বাছুন।

২ **প্ল্যান 'বি' তৈরি রাখুন:** সবসময় একটি বিকল্প রাস্তা খোলা রাখুন। যদি জয়েন্ট বা নিট না হয়, তবে আমি কী পড়ব—সেই ব্যাকআপ প্ল্যান থাকলে মানসিক চাপ অর্ধেক হয়ে যায়।

৩ **ইন্টার ডিসিপ্লিনারি শিক্ষা:** এখন শিক্ষার দেওয়ালগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আপনি ফিজিক্স নিয়েও মিউজিক শিখতে পারেন, আবার ইতিহাস নিয়েও কোডিং শিখতে পারেন। কলেজের ডিগ্রির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অন্য কোনো স্কিল (যেমন—ভিডিও এডিটিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স বা বিদেশি ভাষা) শিখতে থাকুন।

৪ **গ্যাপ ইয়ার ট্যাবু নয়:** যদি সত্যিই খুব বিভ্রান্ত থাকেন বা এন্ট্রান্সের জন্য আর এক বছর ভালো করে পড়তে চান, তবে এক বছর বিরতি বা 'গ্যাপ' নেওয়া কোনো অপরাধ নয়। তবে সেই সময়টা যেন প্রোডাক্টিভ কাজে লাগে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫ **পেশাদার পরামর্শ:** ইন্টারনেট রিসার্চের পাশাপাশি প্রয়োজনে পেশাদার কেরিয়ার কাউন্সিলরের সাহায্য নিন বা লিংকডইনে সেই ফিল্ডের সিনিয়রদের সাথে কথা বলুন। যারা বাস্তবে ওই কাজটা করছেন, তাদের অভিজ্ঞতা আপনাকে সঠিক দিশা দেখাবে।

আসল কথা হলো, স্রোতে গা ভাসাবেন না। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে কোনো বিষয়ই 'ভালো' বা 'খারাপ' নয়। যে বিষয়ে আপনার আগ্রহ এবং দক্ষতা—দুটোই আছে, একমাত্র সেই বিষয়েই আপনি আপনার সেরাটা দিতে পারবেন।

এক্সপার্ট কর্নার

রাতুল সরকার, বালুরঘাট: আমি অঙ্কে দুর্বল, কিন্তু টেকনোলজি নিয়ে পড়তে চাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কী উপায় আছে?

উত্তর: টেকনোলজি মানেই শুধু কঠিন অঙ্ক বা ইঞ্জিনিয়ারিং নয়। অঙ্কে ভীতি থাকলে তুমি বিসিএ (BCA), মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স, UI/UX ডিজাইন বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে এগোতে পারো। এছাড়া প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে 'পাইথন' (Python) বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারো, যেখানে অঙ্কের চেয়ে লজিক বা যুক্তির ব্যবহার বেশি।

নবনীতা বিশ্বাস, দিনহাটা: আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি। সবাই বলছে সরকারি চাকরি ছাড়া নাকি গতি নেই। প্রাইভেট সেক্টরে আমার জন্য কী কী সুযোগ আছে?

উত্তর: এই ধারণা ভুল। কর্পোরেট জগতে আর্টসের ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চাহিদা। তুমি মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আইন (Law) বা সোশ্যাল ওয়ার্ক (BSW) নিয়ে পড়তে পারো। এছাড়া কন্টেন্ট রাইটিং, অ্যাডভার্টাইজিং এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট—এই ক্ষেত্রগুলোতে ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল মানুষের কদর সবচেয়ে বেশি।

সৌরভ রায়, ফালাকাটা: এখন শুনছি ডিগ্রির চেয়ে 'স্কিল'-এর দাম বেশি। তাহলে কি কলেজ ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রফেশনাল কোর্স করব?

উত্তর: একদমই না। ডিগ্রি হল 'পাসপোর্ট', যা তোমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢোকার যোগ্যতা দেয়। আর স্কিল হলো তোমার 'পারফরম্যান্স', যা চাকরি পেতে সাহায্য করে। গ্রাজুয়েশন চালিয়ে যাও, তার পাশাপাশি অনলাইন বা অফলাইন কোর্সের মাধ্যমে নতুন স্কিল (যেমন—অ্যাডভান্সড এক্সেল, ভিডিও এডিটিং বা স্পোকেন ইংলিশ) শিখতে থাকো। দুটোরই গুরুত্ব অপরিসীম।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ই-মেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,২২০.৬০ (+৫৪৫.৫২)

নিফটি : ২৬,১২৯.৬০ (+১৯০.৭৫)

লাখো মানুষের ভিড়ে খালেদাকে শেষ বিদায় ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৪°	১১°	২৫°	১১°	২৫°	১২°	২৩°	১১°

২৮-এ শা'র লক্ষ্য ২০ ৪

বছরের শেষ ম্যাচেও গোল রোনাল্ডোর ১৮

শিলিগুড়ি ১৬ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 1 January 2026 Thursday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 223

উদয়ন গড়ে অদৃশ্য কাঁটা

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দিনহাটা, ৩১ ডিসেম্বর : 'শোনও শোনও বন্ধুগণ শোনও দিয়া মন, বাংলার উন্নয়ন...' - দূর থেকে ভেসে আসা পাঁচালির সুরে মুখেচোখে বিরক্তি ফুটে ওঠে মদনের, 'এই যে, সাতসকালে চালু হয়া গেইল। হামরা কাজ করি তাল না পাই আর উমার খালি উন্নয়ন। কোটে উন্নয়ন হইছে কায় জানে।' (এই যে সাতসকালে চালু হয়ে গেল। আমরা কাজ করে তাল পাই না, ওদের খালি উন্নয়ন। কোথায় উন্নয়ন হয়েছে কে জানে) টোটোতে ধূপকাঠি দেখিয়ে প্রণাম করে বিড়বিড় করতে থাকেন মদন। রওনা হওয়ার আগে স্ত্রী এসে মনে করান ছেলের স্কুলে ইউনিফর্ম, বইয়ের টাকা দেওয়ার তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে। অস্ফুট স্বরে 'দেখছি' বলে টোটো স্টার্ট দেন তিনি। পাশের চায়ের দোকানে বাইকে বসেই হাঁক দেন এক ব্যক্তি, 'ওই মদন, মিটিংয়ের কথা মনে আছে তো? বাবুনদা আসবে কিন্তু।' হাত নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে যান মদন। শীতের সকালের কুয়াশা তখনও কাটেনি। নেতার সামনে মদনের সম্মতি ধোঁয়াশাই তৈরি করে।

খেরবাড়িহাট বাজারে চায়ের আসর জমে এসআইআর-এর আলোচনায়। সেখান থেকে রাজ্য ও দেশের রাজনীতি নিয়ে তর্ক জমান বাবলু দাস, ইয়াকুব মিয়াঁরা। উদয়ন গুহ না তাঁর ছেলে এবার দিনহাটা বিধানসভায় প্রার্থী হবেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণও চলে। নিশীথ প্রামাণিক মাঠে নামলে খেলা ঘুরে যেতে পারে বলেও জানান কেউ কেউ। সেই আলোচনার কোনও শেষ নেই। একজন উঠে যায় তো অন্যজন এসে আসরে যোগ দেন।

জনসংযোগে উদয়ন।

এরপর দশের পাতায়

আজ কি রাত...

মাটিগাড়ার একটি ক্লাবে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

নতুন বছরে আমাদের সংকল্প

প্রতিদিন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় কেবল অস্থিরতা আর বঞ্চনার খবর পড়তে পড়তে আপনি কি ক্লান্ত? তবে এবার সময় এসেছে বদলানোর। উত্তরবঙ্গ সংবাদ বিশ্বাস করে, খবরের কাগজ কেবল ঘটনার দলিল নয়, তা হওয়া উচিত আগামীর স্বপ্ন আর লড়াইয়ের প্রেরণা। তাই নতুন বছরের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের সংকল্প 'আমরা বদলে যাব ঠিক ততটাই, যতটা আমাদের পাঠকরা চান'। আজ থেকে আপনার চেনা খবরের কাগজ সাজছে এক সম্পূর্ণ নতুন সাজে। নেতিবাচকতার শিকল ভেঙে আমরা আপনার টেবিলে পৌঁছে দেব একরাশ তাজা সুবাস। আমরা খুঁজব সেইসব খবর, যা আপনার মুখে হাসি ফোটাবে, যা আপনাকে ভাবাবে এবং বলবে- 'সব শেষ হয়ে যায়নি'।

উচ্ছ্বাসে, হুল্লোড়ে নববর্ষ বরণ শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। উত্তরায়ণের একটি ক্লাবের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অতনু দাস, বিশ্বজিৎ বণিক। অতনু বলছিলেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করে নতুন বছরকে স্বাগত জানাব। তাই একসঙ্গে সব বন্ধু এসেছি টিকিট কাটতে।'

বর্ষবরণের সন্ধ্যায় ঠিক এমনটাই ছিল শিলিগুড়ি শহরের মেজাজ। সকাল থেকেই পাবগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছিল, আসনসংখ্যা সীমিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। সন্ধ্যা নামতেই তাই সেবক রোডের একটি পাবের ভেতরে চলে এসেছিলেন নিকিতা শর্মা, জেনিফার লেপচা।

নিকিতা বললেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখছিলাম, কোথায় সবচেয়ে জমজমাট নাইট পার্টি হবে। সেইমতোই টিকিটের খোঁজ করছিলাম।'

রাত বাড়তেই বর্ষবরণের ভরপুর মেজাজ পাব, রাস্তা থেকে বাড়ির ছাদে। কোথায় ধুরন্ধর সিনেমার 'লুট লে গ্যয়া', কোথাও আবার বহু পুরোনো 'সাত সমুন্দর' গানের সঙ্গে উল্লাস। সেইসঙ্গেই চলল খাওয়াদাওয়া। এসবের মধ্যেই ঘড়ির দুটো কাঁটা বারোটা ছুঁতেই শহরজুড়ে রব উঠল, হ্যাপি নিউ ইয়ার।

বড়দিনের রেশ ধরেই নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল শহরের বিভিন্ন পাব, হোটেল।

এরপর দশের পাতায়

2026
নববর্ষের উপহার
ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৬ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আজ পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না।
প্রকাশক
ইংরেজি নববর্ষে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সি, পত্রিকা বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

জীবনের দাবিতে নিরুত্তর কেন্দ্র

বঙ্গ রাজনীতির অঙ্ক দিল্লিতে, গুরুত্ব দিচ্ছে না রাজ্য

নিউজ ব্যুরো

৩১ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করলেও কেএলও প্রধান জীবন সিংহের দাবি, তাঁদের সঙ্গে নয়াদিল্লির তিনদিনের আলোচনা হয়েছে। কেএলও'র সহযোগী সংগঠন কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল নিজেদের ওই আলোচনার অন্যতম শরিক বলে দাবি করেছে। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বুধবার প্রেস বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, খুব শীঘ্র তাঁদের দাবি পূরণের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র।

যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র রাজকুমার সিং বলেন, 'এই ধরনের কোনও বৈঠকের খবর আমার জানা নেই। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল অবশ্য বিবৃতিতে জানিয়েছে, যে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল আলাদা কামতাপুর রাজ্য গঠন। কোন রাজ্য ভেঙে আরেকটি রাজ্য গঠন করতে হলে সংবিধান অনুযায়ী প্রথম রাজ্যটির সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু নয়াদিল্লিতে গত তিনদিনের আলোচনায় রাজ্য সরকারকে ডাকাই হয়নি। ফলে বৈঠকটি সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন এড়ানো যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের পক্ষে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলা থেকে পালিয়ে থাকা এক নেতা

এরপর দশের পাতায়

হোটেল থেকে টয়ট্রেন, ফুল বুকিং পাহাড়ে

পাহাড়ে গাড়ি চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আশঙ্কা ছড়িয়েছিল পর্যটকদের মধ্যে। সেই মেঘ কাটিয়ে স্বমেজাজে ফিরল শৈলরানি।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষশেষে জমজমাট শৈলশহর দার্জিলিং। ম্যালের চৌরাস্তা থেকে গ্লেনারিজ, টয়ট্রেনের স্টেশন থেকে চিড়িয়াখানা- সর্বত্রই থিকথিকে ভিড় পর্যটকদের। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দার্জিলিংজুড়ে আলোকমালায় সেজে উঠেছে। হোটেল, রেস্তোরাঁয় লাইভ মিউজিক, ডিজে বাজিয়ে রাতভর পার্টির আয়োজন হয়েছে।

ক'দিন আগেই পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে গাড়ি চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। পাহাড় ও সমতলের গাড়িচালকদের টানাপোড়েনে বেশ কিছুদিন যান চলাচল ব্যাহতও হয়। আর তাতেই ইংরেজি নববর্ষে পাহাড়ে এসে টাইগার হিল দেখতে না পারার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল পর্যটকদের মধ্যে। জিটিএ ও পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত সমস্যা মেটে। আর তাতেই প্রাক ইংরেজি নববর্ষে পর্যটকের ঢল নামে পাহাড়ে।

হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেও দার্জিলিংয়ে বেড়াতে এসে খুশিতে ডগমগ বাঙালি পর্যটকরা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী এদিন বলেছেন, 'টয়ট্রেনে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরো বুকিং রয়েছে। নতুন করে প্রচুর পর্যটক আসছেন, কিন্তু তাঁদের আর টয়ট্রেনে চাপানো যাচ্ছে না।'

বড়দিন এবং ইংরেজি বর্ষবরণের মরশুম ঘিরে প্রচুর পর্যটক বর্তমানে দার্জিলিংয়ে রয়েছেন। এর মধ্যে বাঙালি পর্যটকই বেশি। শহরের প্রায় প্রতিটি হোটেলই কানায় কানায় পূর্ণ। দার্জিলিংয়ের হোটেল ব্যবসায়ী স্বপন বিশ্বাসের বক্তব্য, '৫ জানুয়ারি পর্যন্ত হোটেল পুরো বুকিং রয়েছে। নতুন করে কোনও পর্যটককে আমরা আর জায়গা দিতে পারছি না।' তাঁর বক্তব্য, 'মাঝে পাহাড়-সমতলের গাড়ি নিয়ে কিছু সমস্যা চলছিল,

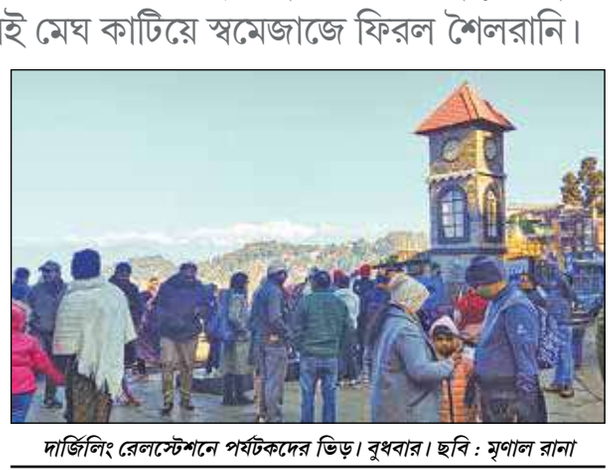

দার্জিলিং রেলস্টেশনে পর্যটকদের ভিড়। বুধবার। ছবি : মৃণাল রানা

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের এই সুবিশাল জনপদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন এমন অসংখ্য মানুষ, কেউ হয়তো নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে অনাথ শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন, কেউ মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিতে মাঝরাতে ছুটে যান মাইলের পর মাইল, আবার কেউ হয়তো একা হাতে গড়ে তুলেছেন একটি আস্ত অরণ্য। এঁরাই আমাদের সমাজের 'আনসাং হিরো' বা আলোর সারথি

১০ হাজার সাপ উদ্ধার নন্দুর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : ২০০৭ সাল। ওই বছরে একদিন প্রতিবেশীর ঘরে বিষধর এক সাপ ঢুকে পড়েছিল। তিনি সাহস করে সেই ঘরে ঢুকে সাপটিকে বের করে এনেছিলেন। তারপর থেকেই ময়নাগুড়ি রোডের নন্দু রায়ের জীবনটা একদম বদলে যায়। সাপ ধরায় প্রথাগত শিক্ষা নেই। নিজেকেই নিজে শিখিয়ে ক্রমে এই বিদ্যায় সড়োগড়ো হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির ১০ হাজারের বেশি সাপ উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে ৫০টি কিং কোবরা, প্রায় ছয় হাজার গোখরো, হাজারখানেক অজগর রয়েছে। প্রাপ্তির অদ্ভুত ঝুলিতে রেড কোরাল কুকরি, সি বোল্ট ওয়াটারের মতো বিরল প্রজাতির সাপ উদ্ধারের সত্যিকারের গল্পও রয়েছে।

গভীর রাত হোক বা শীতের হাড়কাঁপানো ভোর, ডাক পেলেই নন্দু সেখানে ছুট লাগান। হাতের কায়দায় একটি ছোট্ট লোহার লাঠির সাহায্যে বিষধর সাপকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলাটা তাঁর যেন বাঁ হাতের খেলা। সাপ উদ্ধারে দারুণ দক্ষ হলেও মূল লক্ষ্য অবশ্য এই প্রাণীদের খুব ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা। রবিবার রাতে ময়নাগুড়ি আসাম মোড় এলাকায় পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কের উপর প্রায় আট ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ দেখা গিয়েছিল। সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে নন্দু সেখানে গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে বনকর্তাদের হাতে তুলে দেন। নিজের হাতে সেটির চিকিৎসাও করেন। পরে সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নন্দুর কথায়, 'সাপের ছোবল থেকে মানুষকে রক্ষা করা যতটা জরুরি, মানুষের আঘাত থেকেও সাপকে রক্ষা করা ঠিক ততটাই জরুরি।' কোনও সরকারি সাহায্য ছাড়াই ১৯ বছর ধরে নন্দু তাঁর এই অভিনব কাজ চালিয়ে চলেছেন। কোনও পারিশ্রমিক নেন না। উলটে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে মোটরবাইকে তেল ভরে ছুট লাগান। প্রায় ৬০ বছর বয়সি মানুষটির পরিবহণ ব্যবসায় যা লাভ হয় তার বেশ কিছুটা এতেই খরচ হয়ে যায়। মানুষটির একনিষ্ঠতা দেখে অমল রায়, সাহেব দাস, পুরঞ্জন নাগ, পার্থসারথি রায়ের মতো অনেকেই নন্দুর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজে সাপ উদ্ধারের পাশাপাশি ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠন খুলে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী উদ্ধারকাজের পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। এই সংগঠনে এখন ৪০ জন সদস্য। ময়নাগুড়ির পরিধি ছাড়িয়ে ডুয়ার্সজুড়েই সংগঠনের আজকাল দারুণ নামডাক।

বিষধর সাপ উদ্ধারে ব্যস্ত নন্দু রায়।

আলোর সারথি

এককভাবে এত সাপ উদ্ধারের নজির উত্তরবঙ্গে তো বটেই, গোটা রাজ্যেই তেমন নেই। নন্দুর প্রায় দুই দশকের সাপ উদ্ধারের অভিজ্ঞতাকে বন দপ্তরও কাজে লাগাচ্ছে। দপ্তরের নীচুতলার কর্মীদের সাপ উদ্ধারের বিভিন্ন পদ্ধতি, সাপ চেনানোর প্রশিক্ষণ দিতে সরকারি তরফে মাঝেমধ্যেই নন্দুর ডাক পড়ে।

সর্পপ্রেমী মানুষটি বললেন, 'শুধু সাপ উদ্ধার নয়, বিগত কয়েক বছর ধরে সাপ রক্ষার কাজে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাওয়ার কারণে এখন গ্রামীণ এলাকায় সাপ মেরে ফেলার ঘটনা অনেকটাই আটকানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও সাপ ছোবল দেবার পর কুসংস্কারবশত অনেকেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে ওঝার কাছে নিয়ে যেতেন। এই ধরনের ঘটনাও অনেকটা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।' নন্দুর এই কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভির বার্তা, 'ওঁর এই কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত হোক।'

এসআইআর আতঙ্কে মহিলার মৃত্যু

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩১ ডিসেম্বর : সারা রাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে একাধিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই তালিকায় নাম জড়াল কুশমণ্ডির। এক মহিলার মৃত্যু নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম জয়ন্তী সরকার (৫০)। তাঁর বাড়ি কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিকুল সংসদের রণডাঙা গ্রামে। গত ২৭ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু বুধবার পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁর নামে এনুমারেশন ফর্ম না আসায় আতঙ্কের জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে ছিল জয়ন্তীর পরিবার।

মৃতার স্বামী নাটারু সরকার বলেন, 'পরিবারের সকলের এনুমারেশন ফর্ম এলেও জয়ন্তীর আসেনি। এরপর থেকেই সে ভেঙে পড়ে। এই নিয়ে বিডিও অফিসে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও সদুত্তর খুঁজে পায়নি।' এদিকে নিয়ম অনুসারে ওই মহিলাকে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল সাহা। তবে পরিবারের দাবি, তাতেও আতঙ্ক যায়নি জয়ন্তীর। জয়ন্তীর ছেলে তাপস সরকার বলেন, 'মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দুই লক্ষ টাকা ছিল। তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। প্রতিবেশীদের কাছে নানান কথা শুনে মা ভেবে নিয়েছিলেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন না। টাকা তুলতে না পারলে পরিবারের কী হবে ভেবে চিন্তায় থাকতেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মা বাড়িতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যান। মায়ের মৃত্যুর জন্য এসআইআর দায়ী।' তবে যে যে কারণে মহিলা আতঙ্কে ভুগতেন বলে পরিবারের দাবি সেগুলি সম্পর্কে কোনও সরকারি নির্দেশিকা ছিল না। এদিন দুপুরে মৃতার বাড়িতে যান পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমালা রায় বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আবদুল কাদের মিয়াঁ।

- মহিলা ভেবে নিয়েছিলেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ব্যাংক থেকে আর কোনওদিন টাকা তুলতে পারবেন না
- কষ্ট করে জমানো টাকা তুলতে না পারলে পরিবারের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করতেন তিনি
- ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যান

পরিবারের সকলের এনুমারেশন ফর্ম এলেও জয়ন্তীর আসেনি। এরপর থেকেই সে ভেঙে পড়ে। এই নিয়ে বিডিও অফিসে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও সদুত্তর খুঁজে পায়নি।

নাটারু সরকার
মৃতার স্বামী

নয়া চেয়ারম্যান নির্বাচনের দাবি

ডালখোলা, ৩১ ডিসেম্বর : ডালখোলা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদকে, ১৭ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ৯ জন কাউন্সিলারের স্বাক্ষর করা চিঠি দেওয়া হয় বুধবার। চিঠির কপি উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসক ও ইসলামপুর মহকুমা শাসককে পাঠানো হয়েছে। ওইদিন ১৬ জন কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলি রেজা খানের প্রস্তাবে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তনয় দে ওরফে পিংকুকে চেয়ারম্যান করা হয়। তার কপিও জেলা শাসক ও ইসলামপুর মহকুমা শাসককে জমা করার পরে হঠাৎ ওই নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে ৯ জন কাউন্সিলার কেন নতুন করে চেয়ারম্যান নির্বাচনের দাবি তুলেছেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

শোকে ব্যবসা বন্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশে ঘোষিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় শোক। এই কারণেই বুধবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর থেকে যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের কার্যক্রম বন্ধ থাকে।

ওপারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ থাকলেও ভিসাধারী যাত্রীদের যাতায়াত ছিল অব্যাহত।

e-TENDER NOTICE
Matiali Block Development Office
Chalsa :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/47/BDO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 07-01-2026 upto 18:00 Hours.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Matiali Development Block

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Race Course Para
P.O. & Dist.- Jalpaiguri, PIN- 735101
E-Mail : eemedjal@gmail.com

TIME EXTENSION

e-Tender is invited from Interested Bonafied bidders / Govt Contractors for 'Construction/Repair of Roads within in Mekhliganj and Maynaguri Municipality under Pathashree Urban Scheme.' as per the detail below :

Sl No	Tender ID No.	Tender Ref No.	Location
1	2025_MAD_5002144_5 2025_MAD_5002144_6 2025_MAD_5002144_8 2025_MAD_5002144_9 2025_MAD_5002144_12	WBMAD/e-NIT/19 of EE/MED/JAL/2025-26 Dt. 12.12.2025.	Maynaguri Municipal Area
2	2025_MAD_5001871_1	WBMAD/e-NIT/18 of EE/MED/JAL/2025-26 Dt. 12.12.2025.	Mekliganj Municipal Area

Bid Submission end date **06.01.2026, 12:00 Noon.** Interested Bonafide bidders and requested to visit **https://tenders.wb.gov.in/.**

Sd/-
Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E. Dte.

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Race Course Para
P.O. & Dist.-Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: eemedjal@gmail.com

TIME EXTENSION

e-Tender is invited from Interested Bonafide bidders / Govt Contractors for **'Construction/Repair of Roads within in Dhupguri Municipality under Pathashree Urban Scheme'** as per the detail below :

Sl No	Tender ID No.	Tender Ref No.	Location
	2025_ MAD_ 5002208_5 2025_ MAD_5002208_6 2025_ MAD_5002208_8 2025_ MAD_5002208_9 2025_ MAD_5002208_10 2025_ MAD_5002208_11 2025_ MAD_5002208_12 2025_ MAD_5002208_13 2025_ MAD_5002208_14	WBMAD/e-NIT/ 20 of EE/MED/ JAL/2025-26 Dt. 13.12.2025.	Dhupguri Municipal Area

Bid Submission end date **06.01.2026, 12:00 Noon.** Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in/.

Sd/-
Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte.

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/১৭/২০২৫/এমএলজি, তারিখ: ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং: ডিসিবিএল২৬২০২৫এমএলজি। কাজের নাম: ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বঙ্গাইগাঁওয়ের নবনির্মিত গার্ডার উপাদান এবং ইস্পাত নির্মিত কাজের শুধুমাত্র গ্রিট ব্লাস্টিংয়ের দ্বারা ধাতুকরণ। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য : ২,৪৬,২৫,৪৪২.৮৯ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৭৩,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ: ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০৫ ঘন্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৫৯_২০২৫/কে/১২৮৭; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৫৯_২০২৫; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে- তিন (০৩) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচে সরবরাহ করা আইসিইপিএল -এর তৈরী আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) -এর সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ত্রুটি মেরামতের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৩০,০৩,২৫৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬০,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৭৪ অব ২০২৫, তারিখ: ২৬-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এবিএসএস:- কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন ভবনের সফট আপগ্রেডেশন-এর সাথে পিপি শেডের ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠের উন্নয়ন এবং এফওবি সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১৭,৪০,৫৭,৪৫৬.১৯ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১০,২০,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনে অসম অঞ্চলের ১২টি স্টেশনে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ অসম অঞ্চলের ১২ টি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের অধিকার এবং কোকরাঝার স্টেশনের পিআরএস ভবনে ক্যাটারিং সেবা পরিচালনের সঙ্গে সম্পর্কিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি (রি-টেন্ডার)। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১৮২৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এমআইএসসি-সিএএনকেওজে২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-কেওজে-পিআরকিয়স্ক-১৯-২৪-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিস-প্রোমোসনেল কিয়স্ক)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ কোকরাঝার স্টেশনের পুরোনো যাত্রী সংরক্ষণ সেবার (পিআরএস) ভবনে যা এসবিআই/এটিএম-এর সামনে অবস্থিত বাজার-নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় রন্ধন প্রণালী সহ শাকাহারী-অশাকাহারী খাবার, হালকা জলখাবার, গরম ও ঠান্ডা পানীয় সামগ্রীর যোগানের সঙ্গে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার জন্য লাইসেন্স।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবে: ১২.৩০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বামনহাট, কোচবিহার, চ্যাংরাবান্ধা, বানারহাট, নিউ ময়নাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, মালবাজার এবং ধুবরি স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: সি-এপি-পার্ক-৪৩-৮; বিবরণ : দুই, তিন, চার এবং চার চাকার অধিক যানবাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ১২-০১-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লটনং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনডি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স -এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি -এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় : ১২-০১-২০২৬ তারিখে ১২:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লটগুলের নিলাম বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজ মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৫১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 30-10-2020 তারিখে Ram Krishna Bahadur ও Ram Krishna Bahadur Chhetri একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/119895)

•

আমি Jahirul Islam পিতা Md. Fayjer Ali, গ্রাম- বোয়ালীমোহন পার্ট- ২, পো- বারকোদালী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার। আমার পিতার নাম নানা স্থানে নানা রকম থাকায় 31/12/25 তুফানগঞ্জ ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 10 নং অ্যাফিডেভিট বলে Fajar Ali,, Fayjer Ali, Sekh Fayrej Ali, Fayjer Ali Mahammad থেকে Md. Fayjer Ali করিলাম। (D/S)

Quotation

Chairman, Jalpaiguri Municipality invited Quotation : APAS Quotation no : 11/2025-26 Memo: 4981/M Date : 31/12/2025 Last date of bidding dated : 07/01/2026 at 3.00 P.M Details which are available in the official notice board.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Govt. of West Bengal
Office of the
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

N.I.Q No:- 03/2025-2026 Dated :- 31.12.2025 invited by the undersigned for the work at Sadar Block, Jalpaiguri. Last date of Submission of Quotation is **09.01.2026 up to 2:00 pm.**
Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block :: Jalpaiguri

শুভেচ্ছা

কলাশ্রী সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি, অধ্যাপক শ্রী প্রলয় সাহা অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঝুমা সাহা চক্রবর্তী। Happy New Year-2026. Phone-9749565089.

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35-এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No. 8016140555. (C/119892)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Mahek Jindal (old name) W/o Ankur Bansal ঠিকানা M.G. Road, Khalpara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist- Darjeeling, Pin-734005 নোটারি পাবলিক-শিলিগুড়ি কোর্ট, WB/Darjeeling -এর Affidavit দ্বারা (Mahak Jindal) new name নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No- 11 AC 942174 Dated 31-12-25 Mahek Jindal (Old name) ও Mahak Jindal (New name) একই ব্যক্তি। (C/113657)

•

পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 23.12.2025 তারিখে J.M. 1st class কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Julekha Begam এবং Parbati (Singh) Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/119265)

•

I, Gautam Mandal, S/O Anil Chandra Mandal. My name on my driving licence have been wrongly recorded as Goutam Mandal, therefore before the First Class Judicial Magistrate at Jalpaiguri court vide Affidavit on 26/12/2025 I declare that Gautam Mandal and Goutam Mandal is the same person. (C/119894)

আসাম অঞ্চলের ১২টি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের স্বত্বাধিকার

আসাম অঞ্চলের ১২টি স্টেশন ও সঞ্চালন এলাকায় একক বিজ্ঞাপন স্বত্বের জন্য ই-নিলামের আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-এডিভিটিএনডিটিএল২৫; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ০৩-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	লট বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-একজেএম-ওএইচ-৫২২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-বাড়ির বাইরে)	০৩-০১-২০২৬তারিখে ১২:৩০ টায়

পরপর লট বন্ধের হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধের সময় আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে দেখা যাবে। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

বর্ষবরণ স্পেশাল পর্ব

আজ সাদা ঘন্ট রাঁধবেন দিগন্তিকা চৌধুরী এবং মৌমিতা দত্ত। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি, দুপুর ১২.৪৫ রকি, বিকেল ৩.৩০ গোলমাল, সন্ধে ৬.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৯.৩০ হামি-টু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বাদশা দ্য ডন, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৩.৪৫ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ৯.৪৫ রণক্ষেত্র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর
জি সিনেমা : দুপুর ২.০২ সিকন্দর, বিকেল ৪.৩১ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৯ শিবম ভজে, রাত ১১.০০ ইয়মন
জি বলিউড : বেলা ১১.১০ সত্যপ্রেম কি কথা, দুপুর ২.০৫ চালবাজ, বিকেল ৫.২২ কুলি, রাত ৯.০০ সুহাগ, ১১.৪২ গদর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৩০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৫০ হম আপকে দিল মে রহতে হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.৪০ অস্থ
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.৪৩ অনাড়ি, বিকেল ৪.৫৮ রং, সন্ধে ৭.৫০ জওয়ানি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৫৩ অহংকার
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ শাদি মে জরুর আনা, ২.২৬ সনম তেরি কসম, বিকেল ৫.১৩ রিয়েল টেভর
স্টার মুভিজ : বেলা ১১.৩০ টাইটানিক, বিকেল ৫.১৫ গডজিলা ভার্সেস কং : দ্য নিউ এম্পায়ার, সন্ধে ৭.০০ আলাদিন, রাত ৯.০০ দ্য নিউ মিউট্যান্টস

রাশিয়াজ ওয়াইল্ড টাইগার বিকেল ৩.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

সিকন্দর দুপুর ২.০২ জি সিনেমা

আলাদিন সন্ধে ৭.০০ স্টার মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় হবে। শান্ত মাথায় ভেবে তবে ব্যবসায় লগ্নি করুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমে অভিমান। মিথুন : কোনও পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে সমস্যা থেকে মুক্তি। কর্কট : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে শুভ। সিংহ : আজ কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অতিভোজনে সমস্যা। কন্যা : কোনও প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝে অপমান করতে পারেন। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শ কাজে লাগবে। বৃশ্চিক : আজ লোভ সংবরণ করুন। অর্থক্ষতির আশঙ্কা। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মকর : ব্যবসার কারণে দূরে না যাওয়াই ভালো। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। জনসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে তৃপ্তি পাবেন। মীন : সামান্য কারণে সাংসারিক ঝামেলা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে

১৬ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ পৌষ, ১ জানুয়ারি, ২০২৬, ১৬ পুহ, সংবৎ ১৩ পৌষ সুদি, ১১ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৪।৫৯। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৪০। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৮। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৪।২৮। কৌলবকরণ দিবা ৯।৫০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৪০ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।৪৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৪০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।২০ গতে ৪।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪১ গতে ১।২১ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৯।৪৮ গতে যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২০ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৮।৪০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)। ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইংরাজি নববর্ষ বা নিউ ইয়ার্স ডে। কল্পতরু উৎসব উদযাপন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেশি খরচ ও প্রচারের অভাবে শোচনীয় হাল

পর্যটক কমছে গরুমারায়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : দিন-দিন গরুমারায় কমছে পর্যটকের সংখ্যা। ছুটির ভরা মরশুমে শীতের আমেজ গায়ে মেখে প্রচুর পর্যটক উত্তরবঙ্গমুখী হলেও তার প্রভাব পড়ছে না গরুমারায়। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের এবং বিভিন্ন বনবস্তির বাসিন্দাদের আয়ের হিসাব অন্তত তাই বলছে। গত কয়েক বছর আগেও ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র গরুমারায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ত। বন দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালে গরুমারায় প্রায় ৬০ হাজারের ওপর পর্যটক বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর সেই সংখ্যাটা ধীরে ধীরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে। এদিকে, গরুমারাকে কেন্দ্র করে একের পর এক রিসর্ট-হোটেল ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে সরকারি তরফে গরুমারাকে নিয়ে প্রচারের অভাব রয়েছে।

পাশাপাশি, জলদাপাড়ায় জঙ্গল সাফারি ও নজরমিনার একসঙ্গে একই টিকিটে দেখা যায়, গরুমারায় সেই সুযোগ নেই। সাফারি করতে ও নজরমিনারে উঠে বুনোদের দেখতে আলাদা আলাদা মূল্য দিতে হয় পর্যটকদের। তাই জলদাপাড়ায় ভিড় বাড়লেও গরুমারা ক্রমশ খালি হচ্ছে বলেই আক্ষেপ পর্যটন ব্যবসায়ীদের। গরুমারাকে কেন্দ্র করে আশপাশের বিচাভাঙ্গা, সরস্বতী, রামশাই, মূর্তি, পানঝোরা সহ বিভিন্ন বনবস্তির মহিলাদের দল আদিবাসী নৃত্য প্রদর্শন করে বা হস্তশিল্প বিক্রি করে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করত। এখন তা কমে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকায় এসে পৌঁছেছে।

বিচাভাঙ্গার স্থানীয় আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠীর দলনেত্রী সবিতা পাইক এবিষয়ে বলেন, ‘বনবস্তির এমন অনেক মহিলা রয়েছেন যাঁরা নৃত্যে বা হস্তশিল্পের কাজ শিখে স্বনির্ভর হয়েছিলেন।

পুরুষদের থেকে বেশি রোজগারও করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি পালটেছে। মহিলাদের রোজগার কমে যাওয়ায় এখন তাঁদের চা বাগানে কাজ করতে হচ্ছে। অনেকেই আবার জঙ্গলে জ্বালানির খোঁজে যাচ্ছেন বারবার।’ পরিস্থিতি এমন যে রামশাই এলাকায় আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠীর তিনটি দলের বদলে এখন শুধুমাত্র চটুয়া বনবস্তির একটি দলের নাচ চালু রয়েছে। বাকি দুই কালীরাম ও বুধুরাম বনবস্তির দল নাচ বন্ধ করে দিয়েছে। এনিয়ে স্থানীয় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সম্পাদক সুবল পাইকও পর্যটক কমার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এমনকি প্রশাসনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলেও জানান তিনি।

একই বক্তব্য পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও। গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হকও এলাকায় পর্যটনের প্রসারে আরও সরকারি উদ্যোগের দাবি জানান। এদিকে, ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, ‘গত কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সজুড়েই পর্যটকদের আগমন কমেছে। ডুয়ার্স পর্যটনকে সেভাবে প্রচারের আলোয় আনা যাচ্ছে না।’

পাশাপাশি জলদাপাড়ায় সাফারি ও নজরমিনার একসঙ্গে দেখতে যা খরচ, গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলে আলাদা আলাদা টিকিটে দ্বিগুণ খরচ হয়। ফোরামের আরেক সম্পাদক বিপ্লব দে জানান, জঙ্গল সাফারি ও নজরমিনারে যেতে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলে ছয়জনের প্রায় পাঁচ হাজার টাকা লাগে। সেখানে জলদাপাড়ায় লাগে ২০০০-এরও কম। তাই অনেকে জলদাপাড়ায় ঘোরাই বেশি পছন্দ করেন। যদিও এনিয়ে বন বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির কথায়, ‘পরিবেশগত কারণেই জলদাপাড়া ও গরুমারায় সাফারি ও নজরমিনার দেখার ব্যবস্থা আলাদা। এতে কিছু করার নেই।’ তবে সরকারি তরফে বিভিন্ন রাজ্যে এখানকার পর্যটনের প্রচার চলে বলে জানান জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন) হরিশ রশিদ।

বিশেষ দিনে জঙ্গল সাফারিতে ভিড় হলেও সামগ্রিকভাবে পর্যটকের আনাগোনা কমেছে গরুমারা-লাটাগুড়িতে।

- ২০১৮ সালে গরুমারায় প্রায় ৬০ হাজারের ওপর পর্যটক বেড়াতে এসেছিলেন
- করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর সেই সংখ্যাটা ৩০ থেকে ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে
- সরকারি তরফে গরুমারাকে নিয়ে প্রচারের অভাব রয়েছে

পরিবেশগত কারণেই জলদাপাড়া ও গরুমারায় সাফারি ও নজরমিনার দেখার ব্যবস্থা আলাদা। এতে কিছু করার নেই।

-ভাস্কর জেভি
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল

JIS GROUP
Educational Initiatives
#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS

ADMISSIONS OPEN

COURSES OFFERED

- ENGINEERING & TECHNOLOGY
  M.TECH | B.TECH | B.TECH LATERAL
  DIPLOMA | DIPLOMA LATERAL
- MEDICAL
  MBBS
- DENTAL
  MDS | BDS
- COMPUTER APPLICATION
  MCA | BCA
- PHARMACY
  M.PHARM | B.PHARM | B.PHARM LATERAL | D.PHARM
- MANAGEMENT
  MBA | BBA | BBA - HOSPITAL MANAGEMENT
- SCIENCE
  B.Sc (H)
  BIOTECHNOLOGY | GENETICS | MICROBIOLOGY
  MEDICAL LAB TECHNOLOGY | DATA SCIENCE
  CYBER SECURITY
  M.Sc
  BIOCHEMISTRY | GENETICS | BIOTECHNOLOGY
  MICROBIOLOGY | MEDICAL LAB TECHNOLOGY
  DATA SCIENCE | REMOTE SENSING & GIS
  PHYSICS | CHEMISTRY | ENVIRONMENTAL SCIENCE & SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  PHD
- AGRICULTURAL SCIENCE
  B.TECH
  B.SC (H)
- LAW
  LLM | LLB | BBA-LLB INTEGRATED
- HOSPITALITY & HOTEL ADMINISTRATION
  MBA | B.SC | BA | DIPLOMA
- VETERINARY SCIENCE & ANIMAL HUSBANDRY
  BACHELOR OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL HUSBANDRY (BVSC & AH)

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | AICTE | PCI | DCI | MCI | NCHMCT | BCI | NCTE | MAKAUT
WBUHS | WBSCT&VE&SD | NAAC | NBA | NIRF | ALU | UNAI

JIS UNIVERSITY
86977 43361/62 | www.jisuniversity.ac.in
JIS SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE & RESEARCH
81007 49669 | www.jismsr.org
JIS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES & RESEARCH
98743 75544 | www.jisiasr.org
JIS COLLEGE OF ENGINEERING
86977 43363 | www.jscollege.ac.in
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
89024 96651 | www.nit.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
90733 22523 | www.gnit.ac.in
SCHOLARSHIP AVAILABLE*
*T&C APPLY
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX
62919 77707/08 | www.surtech.edu.in
GURU NANAK INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
98361 06964 | www.gnihm.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY
89024 96653 | www.gnipst.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH
94320 11488 | www.gnidsr.ac.in
JIS SCHOOL OF POLYTECHNIC
93309 06160 | www.jissp.ac.in
JIS INSTITUTE OF PHARMACY
93309 06162 | www.jisiop.org
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY
9433371907 | www.dsipst.ac.in
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE
90736 83912 | www.aecwb.edu.in
GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
90736 83914/15 | www.gkcem.ac.in
SCAN HERE
ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
62919 77705/06 | www.abacusinstitute.org
GARGI MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
83369 42309 | www.gmitkolkata.org
JIS COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
81700 08553 | www.jiscovas.org

TRANSFORMING EDUCATION
411+ RECRUITERS IN 2025
47.88 LPA HIGHEST PACKAGE OFFERED IN 2025
92% PLACEMENT IN 2025

81007 49670 | 90733 70470

NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK
JIS COLLEGE OF ENGINEERING | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ARE NIRF RANKED IN ENGINEERING CATEGORY
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY | JIS UNIVERSITY ARE NIRF RANKED IN PHARMACY CATEGORY

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A+'
JIS COLLEGE OF ENGINEERING - NAAC GRADE 'A'
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A'
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX - NAAC GRADE 'A'
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH - NAAC GRADE 'A'
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE - NAAC GRADE 'A'

SILIGURI OFFICE ADDRESS
Dr. Ambedkar Building, Hill Cart Road
Pradhan Nagar, Siliguri - 734 003
JIS HO OFFICE ADDRESS
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
www.jisgroup.org

ALLEN SILIGURI

Every Talent Deserves a Platform

Start your NEET, JEE & Foundation journey towards success

Siliguri Champions – NEET UG 2025

AIR 785 | Maahir Hasan | Classroom Course | AIIMS, Bhubaneswar

AIR 2802 | Sankalan Roy | Classroom Course | AIIMS, Guwahati

AIR 5287 | Deboleena Hazarika | Classroom Course | GMCH, Guwahati

AIR 9739 | Prathama Banerjee | Classroom Course | NRSMC&H, Kolkata

Siliguri Champions – JEE ADV. 2025

AIR 892 | Pranshu Goyal | Classroom Course | IIT, BHU

AIR 965 | Vatsal Varenya | Classroom Course | IIT, BHU

AIR 1584 | Pritish Nandy | Classroom Course | IIT, Bombay

AIR 1688 | Mayank Khoria | Classroom Course | IIT, Indore

ADMISSIONS OPEN
NEET | JEE | OLYMPIADS | CLASS 7th TO 12th & 12th PASS

Don't Miss Your Change

ASAT
SCHOLARSHIP TEST
GET UP TO 90% SCHOLARSHIPS*
TEST DATES 4 JANUARY
SCAN TO REGISTER
*Subject to T&Cs of scholarship, rewards and other fee benefits.

ALLEN SILIGURI
9513784242
allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA
8690660111
allen.ac.in/siliguri

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid and full time classroom course.

খুনে ধৃত

খড়্গপুরের সিভিক ভলান্টিয়ার খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোনু সোনকারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৬ ডিসেম্বর রাতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে খুন করা হয়। তারপর থেকেই সোনুর খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ।

ঝুলন্ত দেহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মহেশতলায় বুধবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে বাবা ও ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত বাপ্পা নস্কর পেশায় গাড়িচালক। ছেলে নাবালক রূপম বাবার সঙ্গেই থাকত।

নাটকে সেরা

আন্তঃবিদ্যালয় বাংলা ছোট নাটক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হল খেয়াদহ হাইস্কুল। আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাট্যচর্চার জন্য নাটকের প্রযোজক আদিবাসী অভিনেত্রী সুস্মিতা উরাংকে পুরস্কৃত করেন রাজ্যপাল।

ক্ষুব্ধ রচনা

সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিবাদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বুধবার রচনা জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী দিনে অসিতের কর্মসূচিতে তিনি উপস্থিত থাকবেন না।

২৮-এ শা'র লক্ষ্য ২০

সাংসদ, বিধায়কদের ভোটে জেতার টিপস

অরূপ দত্ত

বৈঠক শুরুর আগে শা-কে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন শমীক। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : ২৬-এ রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য তৈরি আছে বাংলার মানুষ। তবে নিজেকে লড়ে জিততে হবে। সবসময় দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে দলের বিধায়কদের উদ্দেশে একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের নির্বাচনের অন্যতম কান্ডারি অমিত শা। বুধবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে দলের বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন অমিত শা। বৈঠকে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ দলের সাংসদ, বিধায়করা। সেই বৈঠকেই এখন থেকে নির্বাচনের জন্য ঝাঁপাতে দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের নির্দেশ দেন তিনি। দলীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করার পাশাপাশি জনসংযোগ এবং প্রচারে বিশেষ জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বুধবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শা। বৈঠকে দলের প্রাক্তন সাংসদ, বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়ার লক্ষ্যে দলের বিধায়কদের উজ্জীবিত করতে অমিত শা বলেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকারকে আনতে মানুষ তৈরি আছে। জিততে হবে। জেতার পরিবেশ তৈরি আছে। গতবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগোতে হবে।' বৈঠকে সাংসদ, বিধায়কদের একগুচ্ছ হোম টাস্ক দিয়েছেন শা। তার মধ্যে অন্যতম হল স্থানীয় এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ। সাংসদ, বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেন, 'প্রতিদিন নিয়ম করে দলীয় কার্যালয়ে বসুন। মানুষকে সময় দিন। মানুষের অভাব- অভিযোগের কথা মন দিয়ে শুনুন, তার প্রতিকার করার চেষ্টা করুন। যেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সেটাও মানুষকে বুঝিয়ে বলুন। মানুষের পাশে থাকাটাই সবথেকে বড় কথা। নিয়ম করে প্রতিটি এলাকায় স্ট্রিট কর্নার মিটিং করে জনমত গড়ে তুলতে হবে। তৃণমূল যে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, তা মানুষকে বোঝাতে হবে।' এই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে মতুয়া এবং সিএএ প্রসঙ্গ। এসআইআর-এর জেরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় মতুয়ারা আতঙ্কিত। দলের মতুয়া সাংসদ, বিধায়করা এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগের কথা শা-কে জানালে জবাবে তিনি বলেন, 'সিএএ নিয়ে সরকার ও কমিশন যা করছে তা আইন মেনেই হচ্ছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নাম বাদ গেলে ২৬-এ ভোট দিতে না পারলে পরের বার দেবে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবেই বিজেপি।'

দলের মতুয়া বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেন, 'প্রত্যেক মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীরা যাতে সিএএ-তে আবেদন করেন, তার ওপর জোর দিতে হবে।' সিএএ নিয়ে তৃণমূল যে অপপ্রচার করছে, বিভ্রান্তি তৈরি করছে, রাজনৈতিকভাবে তার জবাব দিতে হবে। বৈঠকে উপস্থিত এক মতুয়া বিধায়কের মতে, নাগরিকত্বের শংসাপত্র দেওয়ার কাজ যাতে আরও দ্রুত করা যায় তার জন্য আমরা শা-র কাছে আবেদন জানিয়েছি। জবাবে তাঁদের আশ্বস্ত করে শা বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রতিদিনই নিয়মের অনেক সরলীকরণ করছে। ফলে অধিকাংশ আবেদনই স্বীকৃতি পাচ্ছে।

প্রচারে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশ এবং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে দ্রুত জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার ব্যাপারে আরও উদ্যোগী হতে বলেছেন শা।

২৬-এর বিধানসভা ভোটে দলের আদি-নব্য দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠীকোন্দল দূর করতে ইতিমধ্যেই শা-র নির্দেশে সক্রিয় হয়েছেন সুনীল বনশল। সম্প্রতি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের নিষ্ক্রিয় কর্মী-সদস্যদের ডেকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তারপরও এদিন দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেছেন, 'আপনার এলাকায় যাঁরা দল থেকে দূরে আছেন, সেই নিষ্ক্রিয় দলীয় কর্মীদের বাড়িতে যান। তাঁদের সঙ্গে সহভোজ করুন। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করুন।'

বিশেষ নজর ভবানীপুরে

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার ২৮টি বিধানসভা থেকে ২০টি আসনে জিততে চায় বিজেপি। বুধবার সায়েন্স সিটিতে দমদম, যাদবপুর, উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতার মণ্ডলস্তর পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এই লক্ষ্য বেঁধে দিলেন অমিত শা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার গড়তে শুধু উত্তরবঙ্গের দিকে চেয়ে থাকলে হবে না। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও দলকে ভালো ফল করতে হবে বলে মনে করে বিজেপি। তবে এদিনের বৈঠকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় ২০ মিনিট ধরে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে জোর সওয়াল করেন অমিত শা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে সরব হওয়া কতটা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। বুধবার সায়েন্স সিটির সভা সেরে উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভের মুখে পড়েন অমিত শা। অমিত শা-র উদ্দেশে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে গো-ব্যাক স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। শা-র নিরাপত্তায় থাকা গার্ড রেলের ওপর উঠে তাঁকে কালো পতাকা দেখান কংগ্রেস কর্মীরা।

দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহল, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর-আসানসোলের মতো শিল্পশহরে দাঁত ফোটাতে পারলেও কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনা কার্যত এখনও অধরা বিজেপির কাছে। '২৬-এর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসনে জেতার লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন অমিত। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে রাজ্যে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন অমিত শা। সেক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ১৫০-র বেশি আসনে জিততে হবে বিজেপিকে। একুশের বিধানসভায় দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির জেতা আসন ৫০-এর কম। কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় শূন্য। এই পরিস্থিতিতে অমিতের লক্ষ্যপূরণ কতটা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

তবে এদিনের সভায় কলকাতা সহ দলের ৪টি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে বুথভিত্তিক রণনীতি নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন অমিত। এই চার জেলায় দলের সক্রিয় সদস্য প্রায় ৯ হাজার। এদের উদ্দেশে অমিত বলেন, 'প্রত্যেকে ৫টি করে বাড়ির দায়িত্ব নিন। তাহলেই ৪৫ হাজার পরিবারের কাছে আমরা পৌঁছোতে পারব। অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাঁদের সমর্থন চাইতে পারব।'

এমনিতেও দক্ষিণ কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরকে পাখির চোখ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে অমিত শা। -পিটিআই।

শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল...

কলকাতা ময়দানে। ছবি- রাজীব মণ্ডল।

সংখ্যালঘু সমর্থন নিয়ে চিন্তা তৃণমূলে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : সংখ্যালঘু ভোটই এতদিন তুরুপের তাস ছিল তৃণমূলের কাছে। ২০১১ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের সিংহভাগ তৃণমূলের দখলে আসায় মসনদ দখলে অসুবিধা হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু একের পর এক মন্দির স্থাপন ও অন্যদিকে ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিদ্রোহে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কালীঘাটে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও কোচবিহারের ২৩টি সংখ্যালঘু বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তাই বিশেষভাবে নজর দিতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।

সংখ্যালঘু এলাকায় একাধিক কর্মসূচির পাশাপাশি তাঁদের কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, তা নিয়ে রোডম্যাপ তৈরি করতে শুরু করেছে কালীঘাট। কারণ, দিঘার জগন্নাথ মন্দির, শিয়ালদার মহাকাল মন্দির ও সম্প্রতি নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন তৈরি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। শুধুমাত্র মন্দির কেন? মসজিদ বা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা কেন ভাবা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে।

উত্তর দিনাজপুরে গত বিধানসভা নির্বাচনে ৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি দখল করেছিল তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি তৃণমূল দখল করেছিল। আবার মালদার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি গিয়েছিল তৃণমূলের ঘরে। কোচবিহারে তিনটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রের মধ্যে দুটি তৃণমূল দখল করতে পেরেছিল। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারের তিনটি সংখ্যালঘু কেন্দ্রেই তৃণমূল এগিয়ে ছিল। কিন্তু এই ২৩টি কেন্দ্র এবার সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করছেন না তৃণমূলের ভোট ম্যানেজাররা। কারণ, সংখ্যালঘুদের মধ্যেও বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে।

এরই মধ্যে বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের কোরান শরিফ নিয়ে মন্তব্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে আরও ক্ষোভ তৈরি করেছে। কেন তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করেনি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা। সেই কারণে সংখ্যালঘুদের এখন সন্তুষ্ট করাই তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য।

নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, 'তৃণমূল সরকার ধর্মনিরপেক্ষ বলেই আমরা জানি। কিন্তু শুধু মন্দির কেন তৈরি হবে? সর্বধর্ম সমন্বয় কেন বজায় রাখা হবে না? বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের পর কেন নীরব রাজ্য সরকার। ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে একজন অপমানজনক বক্তব্য রাখার পর পুলিশ কেন পদক্ষেপ করেনি? আমরা বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলকে এনেছি। কিন্তু এই সরকার সর্বধর্ম সমন্বয় রাখছে না।'

যদিও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সর্বধর্মকে নিয়েই এই সরকার চলছে। আমরা যেমন মন্দিরে যাই, তেমন মসজিদ ও গির্জাতে যাই। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা সবাইকে নিয়ে চলি। কিন্তু কেউ ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা করলে তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।'

'অভিমান' কাটিয়ে ফিরলেন দিলীপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : কাজ করতে হবে তৈরি থাকুন। বৈঠকে দিলীপ ঘোষকে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দীর্ঘ ৮ মাস পরে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে বুধবার সল্টলেকে বিধায়ক, সাংসদদের বৈঠকে যোগ দেন দিলীপ। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

মঙ্গলবার রাতে শা-র নির্দেশে বুধবার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য দিলীপকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। তারপরেই এদিন সল্টলেকে বৈঠকে যোগ দেন দিলীপ। তবে দিলীপ নিজে থেকে কোনও কথা বলেননি। অমিত শা'ই তাঁকে দলের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর, অমিত শা দিলীপকে বলেন, 'কাজ করতে হবে তৈরি থাকুন।' জবাবে দিলীপ অমিত শা'কে অভিযোগের সুরে বলেন, তিনি তো কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দল না বললে কাজ করবেন কীভাবে। জবাবে অমিত শা বলেন, 'পার্টি আপনার সঙ্গে কথা বলবে।' দিলীপকে শা বলেন, 'রাজনীতিতে থাকতে গেলে এরকম অনেক কথা শুনতে হয়। সবকিছু মাথায় রাখলে চলে না। এই কান দিয়ে শুনবেন, ওই কান দিয়ে বের করে দেবেন। কাজ করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।' যদিও বৈঠক থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে দিলীপের মন্তব্য ছিল, 'আমি শুনতে এসেছিলাম।' স্রেফ এইটুকু। এর বাইরে সেভাবে আর কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। দিলীপের ঘনিষ্ঠমহলের মতে, বৈঠকে শুধু দিলীপ ঘোষই নন, উপস্থিত সাংসদ-বিধায়কদের বলা হয়েছিল বৈঠক নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে যেন কোনও মন্তব্য না করা হয়। সম্ভবত সেই কারণে সাংবাদমাধ্যমকে কিছুটা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। বৈঠকের পর ঘনিষ্ঠ মহলে দিলীপ বলেছেন, শা'র সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, '২৬-এর নির্বাচনের প্রচারে তাঁকে কাজে লাগাতে চায় দল। সেই উদ্দেশ্যেই প্রাক্তন সাংসদ এবং বিধায়ক হিসেবে তাঁকে ডাকা হয়েছিল।

অতীতে ২০১৯ ও ২০২১-এর নির্বাচনে নিজে প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সভাপতি হিসেবে রাজ্যজুড়ে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করেছেন তিনি। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী দিলীপ। তব এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি তো তৈরি আছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত তো নেবে দল।' তিনি আরও বলেন, 'কাজ করতে গেলে প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক কোনও একটা দিকে তো থাকতে হবে আমাকে। না হলে কাজটা করব কী করে?'

এপ্রিলে দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনে মমতার ডাকে সাড়া দিয়ে মন্দির উদ্বোধনে যাওয়ার পর থেকেই দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় দিলীপের। তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় নিয়েও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন তিনি। এরপর ক্রমশই পার্টিতে ব্রাত্য হয়ে পড়েন দিলীপ। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে শুরু করে কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোরে অমিত শা'র সভাতেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়নি দল। তবে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বারবারই বলেছেন, দিলীপ ঘোষ বিজেপিতেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। সম্প্রতি কলকাতার ভাষা ভবনে প্রাক্তনীদের সভায় তাঁকে যোগ দেওয়ার জন্য দলের কল সেন্টার থেকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু দিলীপ সেই আমন্ত্রণকে অসম্মানজনক বলে মনে করে গ্রহণ করেননি। এরপরেই 'অভিমানী' দিলীপের মানভঞ্জন করে দলে সক্রিয় করতে শা'এর নির্দেশে তৎপর হন বনসল।

বুধবার বৈঠকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে দিলীপ ঘোষ।

আন্দোলনের ডাক ৩৭১৯ শিক্ষকের

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরে নতুন আন্দোলনের ডাক দিলেন ৩৭১৯ জন শিক্ষক। সমকাজে সমবেতন ও সরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার দাবি তুলে ইনফর্মেশন কমিউকেশন টেকনলজি (আইসিটি)-র শিক্ষকদের অভিযোগ, সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথীর মতো সরকারি প্রকল্পগুলি বছরের পর বছর তারা সামলালেও তাঁরা কম বেতন পান। এমনকি একাধিক সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। ডিআই অফিস, ডিএম অফিস, শিক্ষা দপ্তর ও নবান্নের আধিকারিকদের নিজেদের সমস্যা জানিয়ে তাঁরা সুরাহার দাবি তুলেছেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় নিযুক্ত আইসিটি শিক্ষকদের প্রশ্ন, 'প্রথম থেকে পঞ্চম দফায় নিযুক্ত শিক্ষকরা চাকরিকালীন সবরকম সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন। ২০২১ সালের পর নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন মাত্র ৮-১০ হাজার টাকা। আমরা কেন অন্য সকলের মতো সুবিধা পাব না?' পুরুলিয়ার শিক্ষক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবিগুলি কেন পৌঁছোচ্ছে না বুঝতে পারছি না। এজেন্সি মুক্ত করে আগের ধাপগুলির মতো আমাদেরও সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হোক। ১৯২ আইটি অর্ডারে অন্তর্ভুক্তি করে শীঘ্রই সরকারিকরণের ব্যবস্থা করুক রাজ্য।'

একটি বছর পুরোটাই কেটে গেল শিক্ষকদের আন্দোলনে। কখনও এসএসসির চাকরিহারা, কখনও বা টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী। সকলের দাবিই ছিল, বৈষম্য দূরীকরণ। একইভাবে নিজেদের চাকরির অধিকার নিয়ে সরব হয়ে নতুন বছরের শুরুতেই আইসিটি শিক্ষক শর্মিষ্ঠা রায় বিশ্বাস বলেন, 'সব সরকারি কাজের দায়িত্ব তো আমাদেরই। এদিকে সরকার আমাদের বঞ্চনা করছে। দ্রুত দাবি পূরণ না হলে দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বাছব।' ২০১২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পাঁচ দফায় ৫৫৯১ জন আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ২০২০ সালে তাঁদের সরকারি সুযোগসুবিধার অধীনে আনা হয়। কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় নিযুক্ত শিক্ষকরা এই সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত বলেই তাঁদের দাবি।

উত্তরে শুভেন্দুর সভায় সবুজ সংকেত

রিমি শীল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের উৎসবের মাঝেই উত্তরবঙ্গে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। প্রশাসনের 'নিরাপত্তা'ও 'ব্যস্ততা'র যুক্তি ধোপে টিকল না। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে সাফ হয়ে গেল মালদা ও কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর সভার পথ। শর্তসাপেক্ষে হলেও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী জানিয়ে দিলেন, বিরোধী পরিসরকে আটকাতে পারে না প্রশাসন।

আগামী ২ জানুয়ারি মালদার চাঁচোল ও কোচবিহারের ওল্ড পোস্ট অফিস পাড়া গ্রাউন্ডে সভা করবে বিজেপি। মালদায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কোচবিহারে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিত

থাকার কথা। তবে আদালতের বেঁধে দেওয়া 'লক্ষ্মণরেখা' মেনেই সভা করতে হবে—চাঁচোলে দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৯ হাজার জমায়েত এবং ৭০টি লাউডস্পিকার। অন্যদিকে, কোচবিহারে দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ৩ হাজার জমায়েত ও ২০টি লাউডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি মিলেছে।

এদিন আদালতে রাজ্যের তরফে বর্ষবরণের ডিউটি ও দেরিতে আবেদনের যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের পালটা সওয়াল ছিল সোজাসাপটা—একুশে জুলাই বা পুজোর কার্নিভালে পুলিশি ব্যস্ততা বাধা হয় না, যত 'নিয়ম' কেবল বিরোধীদের বেলায়? শেষমেশ রাজ্যের আপত্তি খারিজ করে বিচারপতির নির্দেশ, গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রশাসনের অসহযোগিতাকে ইস্যু করে উত্তরবঙ্গে জমি শক্ত করতে মরিয়া বিজেপি, আর আদালতের এই রায় তাদের মনোবল বাড়াল।

বর্ষবরণে বর্ণময় কলকাতা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের জন্য সেজে উঠেছে তিলোত্তমা। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ সহ রাস্তাগুলিতে আলোর রোশনাই। রাতভর পার্টিতে মেতেছে মানুষ। সবুজ আতশবাজির মেলা বসেছে অলিতে-গলিতে। তার ওপর পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব। দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বেলুর মঠ ও কাশীপুর উদ্যানবাটিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে।

বুধবার পুলিশ নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে, রবীন্দ্র সরণি ও কেকে ঠাকুর স্ট্রিট ক্রসিং, বিবেকানন্দ রোড ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ক্রসিং, বিকে পাল অ্যাভিনিউ ক্রসিং ও গ্রে স্ট্রিট, মানিকতলা ক্রসিং, নিউ সিআইটি রোড ক্রসিং সহ কিছু রাস্তায় উত্তরমুখী পণ্যবাহী কোনও যানবাহন বৃহস্পতিবার চলাচল করতে পারবে না। কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বর্ষবরণের রাত থেকে পার্ক স্ট্রিটে প্রায় ১৫০০ বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে বো ব্যারাক, ধর্মতলা, চাঁদনি চক, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, ভিক্টোরিয়া, জাদুঘর, ময়দান, মিলেনিয়াম পার্ক ও প্রিন্সেপ ঘাট সহ সম্ভাব্য জনবহুল এলাকাগুলির ওপর। উৎসবের দিনে মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বুধবার সন্ধে থেকেই কলকাতা পুলিশের উইনার্স বাহিনী নামানো রয়েছে। রাতের শহরে টহল দিচ্ছেন তাঁরা। ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইনস্পেকটর র‌্যাংকের আধিকারিকরা সহ সাদা পোশাকে পুলিশরাও দায়িত্বে থাকবেন। মত্ত চালকদের দৌরাত্ম্য রুখতে এবং কোনও ঝামেলার সমাধানের জন্য কুইক রেসপন্স টিম, অ্যাম্বুল্যান্স, পিসিআর ভ্যান, ওয়াচ টাওয়ার ও নজরদারি চালানোর জন্য ড্রোনও মোতায়েন থাকছে।

বৃহস্পতিবার শহরে রেকর্ড ভিড়ের আশঙ্কা পুলিশের। বৃহস্পতিবার সাধারণত বন্ধ থাকে চিড়িয়াখানা। কিন্তু বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে পর্যটকদের জন্য তা খোলা থাকছে। বাড়তি মেট্রোও চালু করা হয়েছে। বুধবার রাতে এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, দমদম, দক্ষিণেশ্বর সহ গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া শিয়ালদা ও হাওড়া ডিভিশনে বৃহস্পতিবার থেকে মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার ও লোকাল মিলিয়ে বহু ট্রেনের সময়সূচিতে সংশোধন করা হচ্ছে। যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী কিছু ট্রেনের রুটও বাড়ানো হয়েছে। তবে বছর শুরুর ব্যবসা নিয়ে হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের মুখে। বেলুন বিক্রেতা বেলওয়াড় হোসেনের কথায়, 'খুচরো ও ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে এগুলিই আশার দিন। এই দিনগুলিতে শপিং মল ছেড়ে আমাদের কাছে মানুষ একটু কেনাকাটি করে। ওটাই ভরসা!'

বছরের শেষ দিনে ভিড় চিড়িয়াখানায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

মরশুমের শীতলতম দিন

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষশেষে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় জবুথবু দক্ষিণবঙ্গ। দার্জিলিংকে রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে বীরভূম, কালিম্পংয়ের থেকেও বেশি ঠান্ডা আসানসোলে। গত ৪ বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বুধবার বর্ষশেষের দিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

২০২১ সালের পর এত ঠান্ডা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে পড়েনি। একই সঙ্গে সকালের দিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে প্রায় সর্বত্র। রোদ উঠলেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রির ওপরে না ওঠায় দিনভরই জবুথবু অবস্থা সর্বত্র। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা একইরকম থাকবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে অসুস্থতাও বেড়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। এছাড়া কেরলের ওপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। জোড়াফলায় প্রবল ঠান্ডা ও কুয়াশার দাপট রয়েছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিন ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। তবে উপকূলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা শুক্রবার থেকে কিছুটা বেড়ে ১৩ থেকে ১৬ ডিগ্রি হতে পারে।

বিবাদী বাগে বুধবার।

বর্ষবরণের রাতে পিকনিক, পার্টি, দেদার খানাপিনা, কেনাকাটা সহ রীতিমতো উৎসবের মেজাজে রয়েছে দক্ষিণবঙ্গ। একই সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডাও সঙ্গ দিচ্ছে এই উৎসবকে। গত কয়েক বছরে এত ঠান্ডা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে পড়েনি। উত্তর থেকে দক্ষিণে পারদ পতন হচ্ছে হু হু করে। বছরের শেষ দিন মরশুমের শীতলতম দিনের সাক্ষী থাকল বঙ্গবাসী।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কালিম্পংয়ে যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৩ ডিগ্রি, সেখানে বীরভূমের সিউড়িতে ৭.২ ডিগ্রি। আসানসোলে ৭.৮ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ৮ ডিগ্রি, কল্যাণীতে ৭ ডিগ্রি, পানাগড়ে ৯.২ ডিগ্রি, খড়্গপুরে ৯.২ ডিগ্রি, হুগলির চুঁচুড়ায় ৯.৫ ডিগ্রিতে নেমেছে তাপমাত্রা। বীরভূমের শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৫ ডিগ্রিতে। সকালের দিকে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নীচে নেমে গিয়েছে। দার্জিলিং যদি এই মরশুমে এদিন ফার্স্ট বয় হয়, তাহলে সেকেন্ড অবশ্যই বীরভূমের শ্রীনিকেতন।

চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায় অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ইভিএমে নয়, ভোটার তালিকাতেই চুরি হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে। বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ভাষাতেই হুংকার দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর সংক্রান্ত মোট ১০ দফা প্রশ্ন নিয়ে কমিশনের দপ্তরে গিয়েছিল অভিষেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল। কিন্তু সেই বৈঠক যে নিষ্ফল হয়েছে সেটা অভিষেকের কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'এদিনের বৈঠকে আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পেরে মেজাজ হারিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আমার দিকে আঙুল তুলে কথা বলেছেন। আমি তখন পালটা বলি, আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। আমি জনতার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। মনোনীত নই। সাহস থাকলে এদিনের বৈঠকের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। এরা আঙুল তুলে যা বলবে তা মানা হবে না। আমরা কি বন্ডেড লেবার? আমরা কি ক্রীতদাস?' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হচ্ছে। ভোট চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায়, ইভিএমে নয়।'

ফের কমিশনের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'কো-অপারেটিভ মন্ত্রী কে? অমিত শা। তাঁর সচিব কে ছিলেন? জ্ঞানেশ কুমার। এটা কি কাকতালীয়? ওঁকে একটি নির্দিষ্ট মিশন দিয়েই এই প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে, সংবিধান, প্রতিষ্ঠান এবং দেশকে ধ্বংস করার মিশন।' তিনি বলেন, 'আমরা আড়াই ঘণ্টা ছিলাম। শুধু জ্ঞানেশ কুমার কথা বলেছেন। বাকি কমিশনারদের কি ৩০ সেকেন্ড কথা বলতে দেওয়া যেত না?'

শুনানির নামে বয়স্ক ও অসুস্থ ভোটারদের হয়রানির অভিযোগও তোলেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমার বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি তৃণমূলের। তাঁর প্রশ্ন, এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা এই তথ্য প্রকাশ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এর আগে ভোট চুরি নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। এদিন নাম না করে সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, 'মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, বিহার, দিল্লিতে কংগ্রেস, আপ, আরজেডি এই চুরি ধরতে পারেনি। সেই জন্য তাদের হারতে হয়েছে। তৃণমূল কমিশনের এই ভোটার তালিকায় চুরি ধরে ফেলেছে।' রাহুলকে তাঁর পরামর্শ, 'শুধু সমাজমাধ্যমে রাজনীতির জ্ঞান দিলে হবে না। চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করলেই হবে না। মাঠে নেমে চুরি ধরতে হবে।'

খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে মানুষের ঢল। বুধবার ঢাকায়।

জয়শংকর-তারেক সাক্ষাৎ

লাখো মানুষের ভিড়ে খালেদাকে শেষবিদায়

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : লাখো মানুষের অশ্রু ও গুমরোনো কান্নার মধ্যেই বুধবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্য। মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বুধবার বিকাল পাঁচটার কিছু আগে খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর স্বামী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। তার আগে সংসদ ভবন থেকে কড়া নিরাপত্তায় খালেদার মরদেহ জিয়া উদ্যানে নিয়ে আসা হয়। তাঁর শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন তারেক রহমান, স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, ছোটভাই আরাফাত রহমানের স্ত্রী শামিলা, ছোট মেয়ে জাফিরা রহমান প্রমুখ। প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ এদিন যেভাবে খালেদার শেষকৃত্যে শামিল হয়েছিলেন তেমনটা অতীতে বাংলাদেশের আর কোনও নেতা বা নেত্রীর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। শেষযাত্রায় এদিন শামিল হয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসও।

খালেদার বিদায়বেলায় শামিল হয়েছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বুধবার সকালেই ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তিনি ঢাকায় পৌঁছোন। দেখা করেন প্রয়াত নেত্রীর ছেলে তথা বিএনপি-র কার্যনির্বাহী চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সঙ্গে। তাঁর হাতে ভারত সরকারের তরফে একটি শোকবার্তা তুলে দেন জয়শংকর। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'ঢাকায় পৌঁছে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ব্যক্তিগত চিঠি তুলে দিয়েছি। ভারত সরকার ও জনগণের তরফে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি গভীর শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।' মঙ্গলবার প্রয়াত হন খালেদা। তাঁর প্রয়াণের খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও কূটনৈতিক দৌত্যে ভারতকে টেক্কা দিতে তারেকের সঙ্গে দেখা করেন পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিকও। খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে তিনিও এদিন হাজির ছিলেন। তাঁর এই উপস্থিতি শুধু প্রয়াত নেত্রীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, দুই দেশের মধ্যে সৌজন্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

> তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ব্যক্তিগত চিঠি তুলে দিয়েছি। ভারত সরকার ও জনগণের তরফে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।
>
> -এস জয়শংকর

বুধবার বেলা পৌনে ১২টার পর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রবেশ করে পতাকায় মোড়ানো খালেদা জিয়ার মরদেহবাহী গাড়িবহর। তার আগেই মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউ কানায় কানায় ভরে ওঠে। বুধবার দুপুর ২টোয় মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত খালেদার শেষকৃত্যে অন্তত ৩২টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ কূটনীতিকরা অংশগ্রহণ করেন। বিশ্লেষকদের মতে, এত বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক কূটনীতিকের উপস্থিতি বেগম খালেদা জিয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাবেরই প্রতিফলন।

গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ

ফরিদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর : পার্ক স্ট্রিটে গণধর্ষণের ছায়া এবার বিজেপি শাসিত হরিয়ানায়। ফরিদাবাদে গভীর রাতে লিফট দেওয়ার নাম করে বছর পঁচিশের এক তরুণীকে চলন্ত ভ্যানে তুলে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুধু নির্মম অত্যাচারই নয়, অভিযুক্তরা নির্যাতিতাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মূল দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে মারুতি সুজুকি ইকো ভ্যানে দুষ্কার্য হয়, সেটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সোমবার রাতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওই তরুণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেক্টর ২৩-এ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাত ১২টা নাগাদ সেখান থেকে ফেরার পথে 'মেট্রো চক' এলাকায় একটি ইকো ভ্যানে থাকা দুই ব্যক্তি তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে উঠে পড়েন। কিন্তু গাড়িটি গন্তব্যের দিকে না গিয়ে গুরুগ্রাম-ফরিদাবাদ রোডের নির্জন এলাকার দিকে চলে যায়। সেখানেই চলন্ত গাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়।

রাত ৩টে নাগাদ অভিযুক্তরা তাঁকে 'রাজা চক' এলাকার কাছে চলন্ত ভ্যান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মাথায় ও মুখে গুরুতর চোট পান ওই তরুণী। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর মুখে ১২টি সেলাই পড়েছে।

মমতার নিন্দা সম্বিতের মুখে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে দুঃশাসন বলে আক্রমণ করায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করল বিজেপি। দলের মুখপাত্র সম্বিত পাত্র থেকে শুরু করে মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট কড়া ভাষায় নিন্দা করেন তৃণমূল সুপ্রিমোর। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, অমিত শা লুকিয়ে হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করছেন। তাঁরা চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোটেলের বাইরে বেরোতে পারবেন না। এই ধরনের কথাবার্তা উনি আসলে অমিত শা-কে নয়, ভারতকে হুমকি দিচ্ছেন। আমরা এবার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করব।' নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের যে হুঁশিয়ারি তৃণমূল দিয়েছে, তাকেও হিটলারি শাসন, স্বৈরতন্ত্রী বলে কটাক্ষ করেছেন সম্বিত। অপরদিকে রাজু বিস্ট বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে ধরনের কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত অসম্মানজনক। একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ধরনের কথাবার্তা মানায় না।

থমকে ডেলিভারি

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের রাতে সবাই যখন উৎসবে মাতোয়ারা, ঠিক তখনই থমকে গেল পছন্দের বিরিয়ানির অর্ডার। আটকে গেল নৈশ পার্টির জন্য মুদিখানার জিনিসপত্রের শেষ মুহূর্তের ডেলিভারি। নেট-বিপর্যয় বা সাইবার হানা নয়, ই-কমার্স সংস্থাগুলির ডেলিভারি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ার মূলে রয়েছে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ-বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স-এর ডাকা ধর্মঘট। নিউ ইয়ার ইভের মহাব্যস্ত সময়ে দেশজোড়া ধর্মঘটে শামিল হয়ে গিয়েছেন সুইগি, জোম্যাটো, অ্যামাজন বা জেপ্টোর মতো অ্যাপ-নির্ভর সংস্থার হাজার হাজার ডেলিভারি বয়। দিনভর চলা এই কর্মবিরতির জেরে কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু সহ বড় শহরগুলিতে ডেলিভারি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। এই ধর্মঘটকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বলে দাবি করেছেন ডেলিবয় বয়রা।

নাশকতার ছক, রাজস্থানে ধৃত ২

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর : তল্লাশির জন্য গাড়ির ডিকি খুলতেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো বিস্ফোরক! গাড়িতে ডিনামাইট স্টিক ও ডিটোনেটর সহ অন্তত ১৫০ কেজি বিস্ফোরক মজুত ছিল। বর্ষবরণের মুখে রাজস্থানের টঙ্ক থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দু'জনকে গ্রেপ্তারের পর জেরা করছে পুলিশ। ধৃতদের নাম সুরেন্দ্র পাটোয়া এবং সুরেন্দ্র মোচি। দু'জনেই রাজস্থানের বুন্দি জেলার বাসিন্দা। ডিএসপি মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র জানিয়েছেন, বারোনি থানা এলাকায় একটি গাড়ির মধ্যে ছিল ইউরিয়া সারের বস্তা। সেই বস্তার মধ্যে ছিল ১৫০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট! ধৃতেরা বুন্দি থেকে টঙ্কে বিস্ফোরক নিয়ে যাচ্ছিল। ২০০টি কার্তুজ এবং প্রায় ১,১০০ মিটারের ছ'বান্ডিল সেফটি ফিউজ তারও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, হামলার ছক কষা হয়েছিল।

'আমি দুবাইয়ে'

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ এক ভিডিও বার্তায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছিল, হাদিকে গুলি করার পর ফয়সাল না কি ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন। সেই দাবি নস্যাৎ করে ফয়সাল জানিয়েছেন, তিনি ভারতে নন, দুবাইয়ে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, এই খুনের নেপথ্যে মৌলবাদী সংগঠন জামায়াতে। ভিডিও বার্তায় ফয়সাল জানান, 'আমি নির্দোষ, আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। আমার কাছে দুবাইয়ের পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা রয়েছে এবং আমি অনেক কষ্টে দেশ ছেড়ে দুবাইয়ে আশ্রয় নিয়েছি।' তিনি জানান, হাদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিছক ব্যবসায়িক। একটি চাকরির তদ্বিরের জন্য তিনি হাদিকে ৫ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। ফয়সালের দাবি, হাদি নিজে 'জামায়াতের প্রোডাক্ট' ছিলেন এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে 'জামায়াতি উপাদান'রাই তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে।

স্থগিত সিঁদুর চিনের দাবি ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : আমেরিকার পর এবার চিন! পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধের জন্য কৃতিত্বের দাবিদারের তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। মে-তে দক্ষিণ এশিয়ার ২ পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া তীব্র সামরিক উত্তেজনা কমাতে বেজিং মধ্যস্থতা করেছে বলে মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং-ই। বেজিংয়ে এক সম্মেলনে তিনি জানান, মায়ানমার বা প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সংকটের মতোই ভারত-পাক সংঘাত মেটাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে চিন। বুধবার পত্রপাঠ সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে সাউথ ব্লক। চিনের এই দাবিকে 'অদ্ভুত' ও 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের স্পষ্ট বার্তা, দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কোনও অবকাশ নেই।

বিদেশমন্ত্রক ফের স্পষ্ট করেছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সমস্যায় অন্য কোনও দেশের নাক গলানো বরদাস্ত করা হবে না।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, শান্তি স্থাপনের বদলে চিন বরং এই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষার ক্ষেত্র বা 'লাইভ ল্যাব' হিসেবে ব্যবহার করেছে।

তবে চিনের বয়ানে ভারতের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মোদি সরকারের কাছে এ ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছেন, তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বিভিন্ন ফোরামে ৬৫ বার এই দাবি করেছেন। তাঁর তথাকথিত ভালো বন্ধুর করা এই দাবিগুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কখনও নীরবতা ভাঙেননি।'

চাল উৎপাদনে বিশ্বসেরা ভারত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : কয়েক দশকের চিনা আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ধান উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করল ভারত। মার্কিন কৃষি দপ্তরের ডিসেম্বর, ২০২৫-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের চাল উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যেখানে চিনের উৎপাদন ১৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বিশ্বের মোট চাল উৎপাদনের ২৮ শতাংশেরও বেশি এখন ভারতে হচ্ছে।

এই সাফল্যের মূলে রয়েছে এদেশের কৃষি গবেষণা এবং কৃষকদের দক্ষতা ও পরিশ্রম। ষাটের দশকে ভারতে ধানের ফলন ছিল হেক্টর প্রতি মাত্র ৮০০ কেজি। তাইওয়ানের 'তাইচুং নেটিভ-১' এবং পরবর্তীকালে 'আইআর-৮' বা 'মিরাকল রাইস' প্রজাতির হাত ধরে শুরু হওয়া ধানের ফলন বাড়ানোর সেই লড়াই আজ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। 'জয়া' এবং 'পুসা বাসমতি-১১২১' বিশ্ববাজারে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ১৭২টি দেশে শুধু চাল রপ্তানি করেই ভারত আয় করেছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। পৃথিবীতে এখন ১,২৩,০০০ প্রজাতির চাল পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৬০ হাজার রকম চালের উৎপাদক হল ভারত।

তবে শিখরে পৌঁছোলেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে। ভারতের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ চিনের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও হেক্টর প্রতি গড় ফলন এখনও অনেক কম। চিনের গড় ফলন যেখানে হেক্টর প্রতি প্রায় ৭,১০০ কেজি, ভারতের সেখানে মাত্র ৪,৩৯০ কেজি। এছাড়া ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিক্ষেত্রে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ পৌষ ১৪৩২

এ কোন সকাল...

শুরু হল ইংরেজি নতুন বছরের পথ চলা। সদ্য পার করে আসা ২০২৫-এ বহু ক্ষেত্রে যেমন নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, তেমনই বেশ কিছু ব্যাপারে অনিশ্চয়তার মেঘ ছিল। তবে প্রতিটি রাতের শেষে যেমন নতুন সকাল আসে, ২০২৫ পেরিয়ে তেমন ২০২৬-কে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ আকাশচুম্বী। সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হবে, তার উত্তর আগামী ৩৬৫ দিন দেবে। তাই বলে মানুষের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয় না।

২০২৫-এ দেশে এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাব ২০২৬-এ নিশ্চিতভাবে পড়বে। সবথেকে বেশি প্রশ্ন উঠছে, দেশের সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর ভবিষ্যৎ ঘিরে। প্রশ্ন ওঠার কারণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বদলে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে দেশে। সরকারের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মুখেও। এর সবথেকে বড় উদাহরণ নির্বাচন কমিশন। স্বশাসিত এই সংস্থার ভাবমূর্তিতে কালি লেগেছে ভোট চুরির অভিযোগ এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) ঘিরে।

বিহারে প্রথম এসআইআর নিয়ে অভিযোগের বন্যা বয়ে গেলেও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। উলটে এসআইআর-এর আড়ালে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের মতো একাধিক রাজ্যে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে।

বিজেপি গোড়ায় এসআইআর-এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত পরিসংখ্যানে প্রচুর মৃত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ পড়লেও অনুপ্রবেশকারীদের কোনও হিসেব পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে শুনানিতে বহু বয়স্ক নাগরিককে হয়রানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ও বহু পরিচিত মানুষকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে।

এই হয়রানির শেষ কোথায়? ২০২৫ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। ২০২৬ দিতে পারবে কি- এটাই এখন বড় প্রশ্ন। ভারতের রাজনীতি ২০২৫-এ ভালো বার্তা দিতে পারেনি। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিরোধী শিবির যতটা ঐক্যবদ্ধ ছিল, তার ছিটেফোঁটা এখন নেই। বরং প্রতিটি বিরোধী দল পৃথকভাবে নিজেদের জমি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত।

'ইন্ডিয়া' জোট তখন যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, প্রথমে মহারাষ্ট্র তারপর বিহার বিধানসভা ভোটে হারে তা কার্যত বিশবাঁও জলে। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে ওমর আবদুল্লার জয় খানিকটা আশার আলো হলেও বিজেপি ও এনডিএ লোকসভা ভোটে হারের ধাক্কা এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। গেরুয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের স্বপ্নের সফল রূপায়ণে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট। এর মধ্যে অসম ও পুদুচেরিতে প্রত্যাবর্তন এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ুতে পরিবর্তনের আশায় আছে বিজেপি। অন্যদিকে, ধর্মীয় বিভাজন, অসহিষ্ণুতা, মেরুকরণের আবহে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনার মৃত্যুঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে।

বড়দিনে একের পর এক চার্চে গেরুয়াধারীদের তাণ্ডবের ক্ষত শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্রিসমাস বার্তায় মেলা সম্ভব নয়। আবার চিনা নাগরিক সন্দেহে ত্রিপুরার ২৪ বছরের তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যা ফের প্রমাণ করে দিয়েছে বহুত্ববাদের আদর্শ কতটা বিপন্ন এখন ভারতে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলা, অত্যাচার লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে।

বাঙালি মানেই বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে। এসব বিষয়ে নীরব থেকে কেন্দ্র তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ২০২৫ সালে তৈরি হওয়া বাংলা ও বাঙালি বিতর্কের নিরসন ২০২৬ সালে হবে কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন। মানুষের রুজিরুটির লড়াই থেকে মুক্তির খুব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না নতুন বছরে। এমনকি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার খরচ লাগামছাড়া বৃদ্ধি থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। ফলে নিয়মমাফিক শুভেচ্ছা জানানোর প্রথা চললেও আদতে নতুন বছর কতটা শুভ হবে, তা নিয়ে সংশয় ঘুচল না।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

যুক্তি আর আবেগের দোলাচলে পথ চলা

একজন কী করতে চাইছেন তার পরিবর্তে কেন তিনি পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছেন তাতে বেশি মনোযোগ দিলে ফল ভালো হয়।

কোহিনূর কর

আজ গোটা বিশ্বে বিজ্ঞানমনস্কতার ফল হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে মানবজাতির কিছু সার্বিক উন্নতি হলেও আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। এরই মধ্যে নিয়মমাফিক আরও একটা নতুন বছর শুরু হল। নতুন বছর মানেই অধিকাংশ মানুষ নতুন কিছু আশা করেন। জানুয়ারির প্রথম দিনটাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা 'কল্পতরু দিবস' হিসাবে মান্যতা দেন। আর যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে বা শোনা যায়—অনেকেই নতুন বছরের জন্য বিশেষ কিছু ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন।

- এআই

নববর্ষের সংকল্পের ইতিহাস ও বিবর্তন

বছরের প্রথম দিন সংকল্প নেওয়ার রীতি হয়তো আধুনিক অভ্যাস ভাবা যেতে পারে, কিন্তু এর মূল লুকিয়ে আছে চার হাজার বছর আগের ইতিহাসে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নতুন বছরে নবায়ন আর প্রতিফলন এই দুই প্রচেষ্টাকে নতুন বছরের সংকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া শুরু হয়। ব্যাবিলনের রাজাদের করা ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে আজকের দিনে যেভাবে অনেকেই ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন- এসবই নতুন বছরকে ভালো চিন্তা দিয়ে স্বাগত জানানোর একটা অনন্য প্রয়াস।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নতুন বছর উদযাপন নিয়ে প্রচুর লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। শোনা যায় কোনও এক ব্যাবিলনীয় রাজা প্রকাশ্যে নতুন বছরের শুরুতে একজন ভালো শাসক হওয়ার শপথ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, রোমানরা জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে নতুন ও ভালো পদক্ষেপ করার রীতি শুরু করেছিল। এর মধ্যে বেশি চল ছিল বাড়িঘর পরিষ্কার করা, পর্যাপ্ত খাবার সংরক্ষণ করা, ধারদেনা থাকলে সেগুলো শোধ করে দেওয়া ইত্যাদির। পাশ্চাত্যে এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে চলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে নববর্ষের সংকল্প ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনেক খ্রিস্টধর্মীয় উৎসবকেও ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। বর্তমানে নববর্ষ উদযাপন জাতিধর্মনির্বিশেষে বৃহত্তর সমাজের একটা আনন্দ উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংকল্প নিয়ে ভুল ধারণা ও বাস্তবতা

এবার দেখা যাক নতুন বছরের সংকল্প নিয়ে কিছু অবৈজ্ঞানিক ধারণার কথা। সফল হওয়ার জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট (একদম ভুল ধারণা)। বড়সড়ো আর ভাসাভাসা সংকল্প নেওয়া ভালো (এটা কাজের হয় না)। একমাত্র বছরের প্রথম দিন একজন মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে (এর কোনও মানে নেই)। অন্যদিকে, দেখা যাক আসল সত্যিটা কী। বেশিরভাগ সংকল্প টেকে না। ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ ফেব্রুয়ারি মাস আসার আগেই হাল ছেড়ে দেয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত স্মার্ট (ইংরেজিতে লিখলে যেটা দাঁড়ায় SMART—Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক, সময়সীমাবদ্ধ)। বড় সংকল্প নিয়ে হাল ছাড়ার চেয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপ বেশি কার্যকরী হয়। একজন কী করতে চাইছেন তার পরিবর্তে কেন তিনি পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছেন সেটার ওপর বেশি মনোযোগ দিলে তার ফল ভালো হয়।

যুক্তি ও আবেগের দ্বন্দ্ব

এবার যুক্তি এবং আবেগ এই দুই মানসিক দ্বন্দ্বের ওপর দু'চার কথা আলোচনা করতে চাই। আমরা সবাই কমবেশি যুক্তিবাদী কিংবা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকি। প্রশ্ন হল, আমাদের যে কোনও সিদ্ধান্তে বা পদক্ষেপে যুক্তিই কি শেষকথা, নাকি আবেগেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে? আসুন আমরা দু'একটা পরিস্থিতি কল্পনা করে বোঝার চেষ্টা করি কীসের গুরুত্ব কেমন হতে পারে, আর কেনই বা এই দুইয়ের মধ্যে একধরনের সমতার প্রয়োজন হতে পারে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নতুন বছরে নবায়ন আর প্রতিফলন এই দুই প্রচেষ্টাকে নতুন বছরের সংকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া শুরু হয়। ব্যাবিলনের রাজাদের করা ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে আজকের দিনে যেভাবে অনেকেই ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন—এসবই নতুন বছরকে ভালো চিন্তা দিয়ে স্বাগত জানানোর একটা অনন্য প্রয়াস।

কল্পনা করুন শ্রাবণ মাস। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, মাঝেমধ্যে খুব ঝোড়ো হাওয়া আর বিদ্যুৎ চমকানি এলাকা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ছোট পরিবার, সবাই ঠিক করল রাতে খিচুড়ি খাওয়া হবে। শুরু হল তোড়জোড়, কিন্তু গিন্নি কথাটা না তুলে পারলেন না—'খিচুড়ি তো আমি নামিয়ে দেব, কিন্তু তার সঙ্গে একটু ভাজাভুজি না হলে কি জমবে?' সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন—'ঠিক ঠিক, সঙ্গে বেগুনি বা পেঁয়াজি হলে খুব ভালো হয়!' ব্যাস, রাতের মেনু না হয় ঠিক হল, এবার তার আয়োজন।

কর্তাবাবু সবে হেলান দিয়ে বসেছেন। আর ছোটদের এই আবহাওয়াতে মোড়ের মাথা অবধি পাঠাতে সাহস হচ্ছে না। এর মধ্যে লোডশেডিং, কর্তা আর যাবে কোথায়? রান্নাঘর থেকে গিন্নির গলা—'যাহ, গেল তো! এবার এই অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে খিচুড়ি সামলাব না ভাজা করব? শুনছ, তুমি একটু কষ্ট করে হাবুলের দোকান থেকে কিছু বেগুনি আর পেঁয়াজি নিয়ে এসো। আমার খিচুড়ি হতে হতে কারেন্ট এসে যাবে হয়তো।' কর্তা একটু চিন্তায় পড়লেন। এখন বেরোতে গেলেই ছাতা লাগবে, আর ছাতাও এই ঝড়ে উলটে যেতে পারে। খিচুড়ি কি এমনি-এমনি বা একটু আমের আচার দিয়ে খাওয়া যেত না? যেত, কিন্তু খিচুড়ির সঙ্গে ভাজা না হলে সত্যিই ঠিক জমে না! এটুকু ঝুঁকি তো নেওয়াই যায়? এটাকে বলা চলে অর্ধেক যুক্তি আর অর্ধেক আবেগের মিশ্রণ।

জীবনের ভারসাম্য

বিশাল খোলা ময়দানে বইমেলায় হাজার হাজার মানুষের ঢল। এক পরিবারের সবাই একসঙ্গে সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য হাজির হয়েছেন। কর্তা কিছু সিলেক্টেড বুকস্টলে যাবেন মনে মনে ঠিক করে এসেছেন। অন্যদিকে, গিন্নি বইয়ের চেয়ে রকমারি ঘর সাজানোর জিনিস আর হ্যান্ডক্র্যাফটের দিকে বেশি চোখ রেখে চলেছেন, আর কোনও স্টলে সেলেব্রিটি থাকলে তার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। ছেলেমেয়ে সঙ্গে আছে, ওদেরও তো কিছু ভালো লাগতে হবে? বড়জন প্রত্যেক স্টলে গিয়েই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'একটা বই নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিচ্ছে। বাবা কিনে দিতে চায়; কিন্তু উত্তরে খালি 'না' বলে চলেছে। তার মনে হচ্ছে—বই তো বাবা-মায়ের বয়সিদের জন্য; মুঠোফোন থাকতে আবার বই!

অনেকবার বলার পর বড়জন উপায় না দেখে সমসাময়িক আমেরিকান লেখকের একটা 'বেস্ট সেলার' হাতে তুলে নিল। ওদিকে, ছোটজন তো ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত। ওর বয়সে আজকের ডিজিটাল জমানায় কাগজে ছাপা বইয়ের কোনও আকর্ষণ নেই বললেই চলে, আর কুটিরশিল্প বোঝারও বয়স হয়নি। ঘণ্টা দুই মেলা চষে বেড়ানোর পর ছোটজনের স্বভাবতই খিদে পেয়ে গেল। বাকিদেরও বেশ খিদে খিদে ভাব। ছোটজন বলে উঠল—'ওই দ্যাখো, ফুচকা বিক্রি করছে। আমি ফুচকা খাব!'

গিন্নি আর বড়জন সায় দিতেই ফুচকা বিক্রেতার সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। লম্বা লাইন, ধুলো উড়ছে, খালি হাতে (গ্লাভস ছাড়া) বুড়ো আঙুল দিয়ে ফুচকার খোল ভেঙে আলুর পুর আর তেঁতুলের জল ভরে ফুচকা বিক্রেতা দিব্যি পরিবেশন করছে। আর ফুচকাপ্রেমীরা সবাই হাউমাউ করে খেয়ে চলেছে। এবার ভাবুন কোনটা বেশি জরুরি—যুক্তিবাদী হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানা, নাকি খিদের মাথায় পেটটা ঠান্ডা করা? এতগুলো মানুষ তো খাচ্ছে, কিছু কি হচ্ছে তাদের? শুধু যুক্তি বা বিচার কি এই পরিস্থিতিতে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে? অনেকেই সম্ভবত বলবেন—না, আবেগ আর যুক্তি এক্ষেত্রে মিলেমিশে একাকার—আগে পেটটা তো ঠান্ডা করি, পরে যা হবে দেখা যাবে।

ঠান্ডা মাথায় বিচার

এরকম ভূরিভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই, সে ব্যক্তিগত হোক বা কর্মক্ষেত্রেই হোক, ভালো যুক্তি যেমন আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আবেগেরও কিন্তু অনেক ভূমিকা আছে। জীবনে এমন পরিস্থিতি আসতেই পারে যখন আবেগহীন যুক্তি বা যুক্তিহীন আবেগ আমাদের ওপর জোর করে, আর আমরা পরিস্থিতি সামাল দিতে তাড়াহুড়ো করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। এইসব সিদ্ধান্ত সত্যিই ভালো ছিল কি না, একটু চিন্তাভাবনা করার সময়টাও হয়তো হাতে থাকে না।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেরোলে মাথায় বাজ পড়ার সম্ভাবনা যে অতি নগণ্য সেটা আমরা জানি, বা একবার বইমেলায় গিয়ে খিদের মাথায় ফুচকা খেলে কিছু হবে না সেটাও আমরা ধরে নিই। তবুও যুক্তি আর আবেগের মধ্যে একটা সমতা রেখে চলার চেষ্টা আমরা করতেই পারি। প্রয়োজন আর পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তি আর আবেগের পাল্লাটা কোন দিকে ভারী আর কোন দিকে হালকা রাখা সমীচীন, সেটা যে সিদ্ধান্ত নেবে তাকেই ভেবে বার করতে হবে। কোনও সহজ ফর্মুলা নেই—শুধু একটু ঠান্ডা মাথায় বিচার করা ছাড়া।

আসুন নতুন বছরের শুরুতে আমরা এমন কিছু সংকল্প নিই, যা আমাদের নিজেদের, পরিবারের ও পরিবারের বাইরে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকারী। স্বভাবতই শুধু আবেগের তাড়নায় নয় কিংবা সবাই করছে তাই আমিও করি তা নয়, বরং যুক্তি দিয়ে নিজেদের আগে কারণটা বুঝিয়ে তারপর সেই সংকল্প নিলে আমার মনে হয় সাফল্যের সম্ভাবনাও অনেক বেশি হবে।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক)

আজ

১৮৯৪

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৩০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।

আলোচিত

শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্ঞান দিলে হবে না। চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করলে হবে না। মাঠে নেমে চুরি ধরতে হবে। উপরতলার নির্দেশে ভোট চুরি করছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু কারচুপি ইভিএমে হচ্ছে না। ইভিএম তো পরীক্ষা করা যায়। কারচুপি হচ্ছে ভোটার তালিকায়।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পঞ্জাবের ফিরোজপুরে নিজের বাড়িতে সোফার ওপর বসে ছিলেন এক ব্যক্তি। কোমরে গোঁজা ছিল গুলিভর্তি পিস্তল। সোফা থেকে ওঠার সময় হঠাৎ চাপ পড়ে পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ভাইরাল/২

'গেম-পাগল'। আমেরিকার এক হাসপাতালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে এনেছিলেন স্বামী। প্রসবযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন স্ত্রী। এদিকে সঙ্গে আনা এক্সবক্স কনসোলের গেমে মগ্ন স্বামী। চিকিৎসক সদ্যোজাতকে যখন দেখাতে এলেন তখনও গেম খেলতে ব্যস্ত নতুন বাবা।

জনমন জনমত

বাজুক সৃষ্টির নতুন সুর

পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের বার্ষিক গতিতে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন সম্ভাবনার মলাটে অনাদি অনন্তকাল আবারও হাজির - এবার পরিচয়ে সে ২০২৬। ইংরেজি নববর্ষ, অবশ্যই নতুনকে বরণ করতে আমাদের মনে কোনও কার্পণ্য নেই। ফেলে আসা দুর্দিনগুলো যেন পথ হারিয়ে আর ফিরে না আসে। নতুন বছরের নতুন সূর্য আগামীর যাত্রাপথে মানবতা, সততা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সফলতার কিরণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক।

কবিগুরুর প্রশ্ন, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!' এর উত্তর আমাদের উচ্চ জীবনাদর্শে, উন্নত রুচিবোধে তেজোময় হয়ে উঠে দিতে পারি যেন। সব পেয়েছির সেই সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে যেন আমাদের সকলের জীবনে। আমরা আবারও প্রমাণ করতে পারি যেন 'জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়, কল্যাণপূত কর্মে'।

আমরা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশহিতে, জনহিতে পবিত্র কল্যাণকর কাজে যেন নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি। বাহারি শস্যে, রঙিন ফুলে, পৌষালি পার্বণে সঞ্জীবনী সুধা হয়ে আসুক ২০২৬।

স্বপ্নভঙ্গ জীবন নয় আর,/ নাশ করব বিদ্বেষ-বিষ/ বাজুক সৃষ্টির নতুন সুর/ স্বাগত ২০২৬।

শৌমিক চক্রবর্তী, সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি।

সবার ভালো হোক

ইতিমধ্যে ২০২৫-এর ট্রেনটা এসে পৌঁছেছে ২০২৬-এর প্ল্যাটফর্মে। বিভিন্ন নতুন শিক্ষা, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় আবারও ৩৬৫ দিনের যাত্রা শুরু।

তাই বলে কি ২০২৫-কে একেবারে ভুলে যাওয়া যায়? যাঁরা কিছু না কিছু হারিয়েছেন, বিশেষ ঘটনা, স্মৃতি, সম্পর্ক - সেসব সঙ্গে নিয়েই শুরু হবে আগামীর যাত্রা। সবরকম বিদ্বেষ সরিয়ে আমরা যেন ভালো থাকতে পারি, সবাইকে ভালো রাখতে পারি। ২০২৬ ভালো কাটুক সকলের।

শুভশ্রী ব্যানার্জি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যন্ত্র যখন ডিনার-টেবিলের সঙ্গী

নিউ ইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে কিছু ক্যাফে তৈরি হয়েছে। নিঃসঙ্গরা সেখানে তাঁদের ভার্চুয়াল সঙ্গীর জন্য বিশেষ টেবিল বুক করছেন।

নীলাচল রায়

সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে মানুষের কাছে আহার কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির মাধ্যম ছিল না। বরং বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দুপুরের খাবার কিংবা রাতের খাবার ছিল সম্পর্কের বুনন তৈরির একটি অন্যতম সামাজিক উৎসব। কিন্তু প্রযুক্তির জয়যাত্রার এই বর্তমান যুগে সেই চিরচেনা ছবিতে বড়সড়ো বদল আসতে শুরু করেছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' (AI) আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে এতটাই গভীরে প্রবেশ করেছে যে, এখন রক্তমাংসের মানুষের বদলে যন্ত্রের সঙ্গে ডেটে যাওয়ার কথা আধুনিক সমাজ ভাবছে।

সম্প্রতি বিদেশের কিছু বড় শহরে 'এআই ডেটিং ক্যাফে'-র ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিউ ইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে এমন কিছু ক্যাফে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেখানে নিঃসঙ্গ মানুষরা তাদের ডিজিটাল পার্টনার বা ভার্চুয়াল সঙ্গীর জন্য বিশেষ টেবিল বুক করছেন। প্রথম দর্শনে একে আর পাঁচটা সাধারণ রেস্তোরাঁর মতোই মনে হয়। মোমবাতির স্নিগ্ধ আলো আর সুন্দর টেবিল বিন্যাস সেখানে বিদ্যমান থাকে। তফাত শুধু এটুকুই যে, সামনের চেয়ারে কোনও রক্তমাংসের মানুষ বসে থাকে না। পরিবর্তে একটি সুদৃশ্য ফোন স্ট্যান্ডের ওপর কেবল একটি স্মার্টফোন রাখা থাকে। সেই স্ক্রিনের ওপার থেকে এআই সঙ্গী তার ব্যবহারকারীর সঙ্গে গল্প করে এবং নানা আবেগ ভাগ করে নেয়। ফরাসি ভাষায় যাকে 'টেট-আ-টেট' বা নিভৃত আলাপচারিতা বলা হয়, তার এক ডিজিটাল সংস্করণ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

- এআই

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের একাংশ এই নতুনত্বের দিকে ঝুঁকছেন। ৩০ বছরের কম বয়সি প্রতি তিনজন পুরুষের মধ্যে একজন এবং প্রতি চারজন নারীর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই এআই সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আধুনিক জীবনের তীব্র একাকিত্ব, প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল হতে থাকা সম্পর্কই হয়তো এর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এখন এমন এক সঙ্গী চায় যে তাকে বিচার করবে না এবং তার সব কথা ধৈর্য ধরে শুনবে। এআই এখানে এক নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মতো কাজ করছে।

তবে মুদ্রার উলটো পিঠও আমাদের ভাবিয়ে তোলে। আমাদের সমাজে আজও একা কোনও রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার অভ্যাসকে অনেকে বাঁকা চোখে দেখেন। সেখানে কোনও মানুষকে ফোনের সঙ্গে 'রোমান্টিক ডিনার' করতে দেখলে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা নিয়ে বড় সংশয় থেকে যায়। সমাজের বড় একটি অংশ হয়তো একে বিকৃতি বা হাস্যকর বলে মনে করবেন। কিন্তু আসল প্রশ্নটি অন্য জায়গায় রয়ে গিয়েছে। যন্ত্র কি কখনও মানুষের সহমর্মিতা বা উষ্ণ স্পর্শের বিকল্প হতে পারে?

প্রযুক্তি আমাদের নিঃসঙ্গতা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে কি আমরা আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি না? ডিজিটাল সঙ্গীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলায় হয়তো সাময়িক মানসিক প্রশান্তি মেলে, কিন্তু এতে মানুষের সামাজিক দক্ষতা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়। বাস্তব জগতের রক্তমাংসের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, মায়া এবং ত্যাগ থাকে—তা কোনও কৃত্রিম অ্যালগরিদম দিতে পারবে না। আগামীদিনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে সন্দেহ নেই, তবে যন্ত্র আর মানুষের এই সহাবস্থান আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার বিষয় হিসেবে থাকছে।

(লেখক শিক্ষক। মাটিগাড়ার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৩

পাশাপাশি : ১। বশিষ্ঠমুনির কামধেনু ৩। নীলগিরি পর্বতমালা ৪। বোয়ালমাছের আরেক নাম ৫। অসংখ্য ৭। আকাশ ১০। বাসস্থান, পবিত্রস্থান, তীর্থ ১২। সম্পূর্ণ নতুন, টাটকা ১৪। মানকচুর আরেক নাম ১৫। সংগীতে একাধিক সুরের পরপর দ্রুত উচ্চারণের প্রক্রিয়াবিশেষ ১৬। বুদ্ধিমান, নিপুণ, ধূর্ত বা ঠগ।

উপর-নীচ : ১। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি- এই তিন শাস্ত্রের জ্ঞান ২। উড়িধান বা তৃণধান ৩। শিব, নীলবর্ণ কণ্ঠযুক্ত পাখিবিশেষ ৬। শতরকমের, শতবার ৮। দেবতার মহিমা কীর্তন ও স্তুতি, আরাধনা ও সেবা ৯। পরস্পর প্রহার, দাঙ্গা, লড়াই ১১। মনমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া ১৩. বিকশিত, চুলহীন।

সমাধান ■ ৪৩৩২

পাশাপাশি : ২। পীতপর্ণী ৫। বাগড়া ৬। অধিবেদন ৮। পালি ৯। নানা ১১। নদের চাঁদ ১৩। বদনা ১৪। মায়াডোর।

উপর-নীচ : ১। অবারিত ২। পীড়া ৩। পয়োধি ৪। অজিন ৬। অলি ৭। বেদানা ৮। পাচার ৯। নাদ ১০। ছুতোনাতা ১১। নর্দমা ১২। চাঁদোয়া ১৩। বর।

বিন্দুবিসর্গ

অভিযুক্ত ফেরার, বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে শ্রীঘরে দুই

তরুণীর নম্বর পেতে ধুন্ধুমার

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : ২৪৪১১৩৯-এ ফোন করে অঞ্জন দত্ত বেলা বোসকে পেয়েছিলেন কি না, তা আজও অজানা। বেকার থাকা অবস্থায় ধোঁকা খাওয়া প্রেমিক চাকরি পাওয়ার পর মনে মনে আজও এই গানের দু'কলি আওড়ে ওঠেন। তবে মনে মনে 'ভালো লাগা' তরুণীর মোবাইল নম্বর নিতে মঙ্গলবার রাতে উত্তর পলাশ এলাকায় এক তরুণ যে ঘটনা ঘটালেন তাতে হতবাক হতেই হয়। তবে অনেকে বলতেও পারেন, 'প্রেয়সী'র নম্বর পাওয়ার জন্য পুরুষ সবই করতে পারে। এত বিতর্ক যে ঘটনাকে নিয়ে সেখানে আসলে ঘটেছেটা কী?

মঙ্গলবার রাত তখন প্রায় ১২টা। ঠান্ডার দাপটে উত্তর পলাশ এলাকার বেশিরভাগ মানুষ তখন ঘরে ঢুকে পড়েছেন। এমন সময় স্থানীয় একটি হোটেল থেকে খাবার আনতে গিয়েছিলেন এলাকারই এক তরুণী। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়েছিলেন। তবে কিছুটা এগোতেই অবাক হয়ে যান তিনি। কিন্তু কেন? তরুণীর অভিযোগ, হঠাৎ তাঁর পথ আটকান এলাকারই এক তরুণ। এরপর তাঁকে মোবাইল নম্বর দেওয়ার জন্য জোর করতে থাকেন। তরুণীর কথায়, 'একাধিকবার এড়িয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই।' পথ আটকানো তরুণের থেকে অব্যাহতি পেতে কোনও উপায় না পেয়ে পরিবারের সদস্যদের ফোন করেন ওই তরুণী। এদিকে, ততক্ষণে ওই তরুণও তাঁর

ছবি : এআই

বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে বিষয়টি জানিয়ে দেন। দু'পক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

তরুণীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তাঁদের গাড়িতে হামলা চালায় তরুণের চার বন্ধু। এদিকে ঘটনার খবর ততক্ষণে পৌঁছে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে। পুলিশকে দেখেই চম্পট দেন 'প্রেমিক' তরুণ। তরুণের দুই বন্ধুকে আটক করে পুলিশ। পরে তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলাহলেবিচারক১৪দিনেরজেলহেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, 'দোস্ত'কে সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে এসে এভাবে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হবে তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি ধৃত দুজন। বুধবার তাঁদের আদালতে তোলার সময়, ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলেও তাঁরা কোনও মন্তব্য করেতে চাননি।

পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত তরুণ এবং ওই তরুণী একই এলাকার বাসিন্দা। তরুণী পুলিশকে এও জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরেই ওই তরুণ যাওয়া-আসার পথে তাঁকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতেন। মঙ্গলবার রাতেও ওই তরুণ তাঁকে উত্যক্ত করার পাশাপাশি নম্বর চাইতে থাকেন। এর পরেই ঘটে যত ঘটনা।

এদিকে, রাতবিরেতে এলাকায় ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় হতবাক স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, প্রেমিক তরুণ ও তাঁর বন্ধুদের মাঝেমধ্যেই এলাকায় দেখা যায়। মেয়েদের উত্যক্ত করার পাশাপাশি নেশার আসর বসায় তারা। এমন ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন সকলে। বিষয়টি নিয়ে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ঘটনার খবর পাওয়ার পর পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

তৃণমূলের বৈঠকে হাতাহাতির পরিস্থিতি

দেবাশিসপন্থীদের কমিটি থেকে বাদ!

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : তৃণমূলে অন্তঃকলহ! অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যানদের না জানিয়ে নতুন অঞ্চল কমিটি ঘোষণা নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবড়ি ব্লক তৃণমূলের বৈঠকে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দু'পক্ষ কার্যত হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতিতে পৌঁছে যায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ও অঞ্চল কমিটির সভাপতিদের বিরুদ্ধে অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যানরা ব্যাপক ক্ষোভ উগড়ে দেন। দলের ফুলবাড়ি ২ নম্বর অঞ্চল কমিটির নেতাদের একাংশ বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন। অভিযোগ, তৃণমূলের বরখাস্ত নেতা দেবাশিস প্রামাণিকের ঘনিষ্ঠদের অঞ্চল কমিটিতে রাখা হয়নি। অঞ্চল চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদেরও কমিটি তৈরির ক্ষেত্রে অন্ধকারে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুরো বিষয়টি নিয়ে বুধবার ফের বৈঠকে বসেন।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়। নাম না করে দেবাশিসপন্থীদের নিশানা করে দিলীপ বলেন, 'দলের এক বরখাস্ত নেতার অঙ্গুলিহেলনে কিছু মানুষ চলছেন। তিনি গ্রুপবাজি করছেন। যাকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তিনি দল চালাবেন না আমি দল চালাব?' যদিও এদিন কোনও ঝামেলা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরে আসার আগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের কানকাটা মোড়ের কার্যালয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। বৈঠকে দলের দুটি অঞ্চলের সভাপতি, চেয়ারম্যান, প্রধান, উপপ্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, দেড় ঘণ্টার বৈঠকের শেষে হঠাৎ করে ব্লক সভাপতি দিলীপ অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করে দেন। যা নিয়ে দলের অন্য নেতারা ক্ষোভ উগড়ে দেন। দু'পক্ষের বাদানুবাদ চরমে ওঠে। উত্তেজনা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমন পরিস্থিতিতে দিলীপ কোনওরকমে ব্লক কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যান।

এনিয়ে ফুলবাড়ি-২ নম্বর অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান সুকুমার সরকার বলেন, 'কোনও অঞ্চল কমিটি তৈরির ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আমাদের পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিছুই জানানো হয়নি।' ডাবগ্রাম-২ নম্বর অঞ্চল কমিটির ২ নম্বর পার্টের চেয়ারম্যান নির্মল রায়ের বক্তব্য, 'দিলীপ রায় বৈঠকে বলেছেন চেয়ারম্যান নয়, অঞ্চল কমিটির সভাপতিরা শেষ কথা। কী করে তিনি এত দম্ভের সঙ্গে এমন বিতর্কিত কথা বলতে পারেন।'

- নতুন অঞ্চল কমিটি ঘোষণা নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবড়ি ব্লক তৃণমূলের বৈঠকে ধুন্ধুমার কাণ্ড
- চেয়ারম্যানদের না জানিয়ে নতুন অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করা হয় বলে অভিযোগ
- একাংশ নেতার অভিযোগ, দেবাশিসপন্থীদের কমিটিতে না রেখে একপাক্ষিক কমিটি ঘোষণা করেছেন ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়
- যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে দেবাশিসের দিকে আঙুল তুলেছেন দিলীপ
- এদিকে পুরো ঘটনা নিয়ে বুধবার ফের বৈঠকে বসেন অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যানরা

তিস্তাপল্লিকে মডেল ভিলেজ করার উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : ২০২৩ সালের অক্টোবরে তিস্তায় জলস্ফিতির ফলে বিধ্বস্ত হয়ে যায় লালটং এবং চমকডাঙ্গি বনবস্তির। তারপর সেখানকার বাসিন্দাদের ডাবগ্রাম ১-গ্রাম পঞ্চায়েতের বেঙ্গল সাফারির পেছনের দিকে গুলমা ফরেস্ট বিট সংলগ্ন এলাকায় পুনর্বাসন দেয় রাজ্য সরকার। নতুন লোকালয়ের নাম দেওয়া হয় তিস্তাপল্লি। সেই তিস্তাপল্লিকে রাজ্যের অন্যতম মডেল ভিলেজ বা আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই রূপরেখা বাস্তবায়িত করতে বুধবার সকালে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

তিস্তাপল্লি এলাকাটি মহানন্দা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় বর্ষাকালে জলস্তর বাড়ায় কিছুটা ভাঙন হয়। আগামী বর্ষায় সমস্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই এলাকাটিকে বাসিন্দাদের বসবাসের জন্য সুরক্ষিত করতে চাইছে সরকার। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এদিন দুপুরে সেচ দপ্তরের বাস্তুকার ও আধিকারিকদের নিয়ে নদীর গতিপথ এবং পাড়ের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন মেয়র।

পরিদর্শন শেষে গৌতম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই এলাকাটিকে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, এরজন্য মহানন্দা নদীতে বাঁধ দিতে হবে। এই বাঁধ দেওয়া এবং পাড় বাঁধানোর কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হবে। সেচ দপ্তর শীঘ্রই এর ডিপিআর তৈরি করবে। সরকার চাইছে তিস্তাপল্লি শুধুমাত্র একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র নয়, বরং উত্তরবঙ্গের বুকে একটি দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ গ্রাম হয়ে উঠুক।

সূত্রের খবর, মডেল ভিলেজ প্রকল্পে শুধু নদীবাঁধ নয়, এলাকার সামগ্রিক পরিকাঠামোরও আমূল পরিবর্তন করা হবে। রাস্তা পাকা করা, উন্নত মানের নিকাশি ব্যবস্থা, বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত পথবাতির ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও শিশুদের জন্য পার্ক, এবং সবুজায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আশাকর্মীদের স্মারকলিপি

চোপড়া ও ইসলামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : একাধিক দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। বুধবার চোপড়ায় আশাকর্মীরা একটি মিছিল করেন। শতাধিক আশাকর্মী সদর চোপড়া থেকে মিছিল করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বিএমওএইচ-কে স্মারকলিপি দেন। অন্যদিকে, বুধবার ইসলামপুরের রামগঞ্জ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এআইইউটিইউসির শাখা সংগঠনের উদ্যোগে আশাকর্মীরা রামগঞ্জ তিস্তা ব্রিজ এলাকা থেকে মিছিল করে ইসলামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছান। সেখানে বিক্ষোভের পর বিএমওএইচ-এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

সর্ষে খেতের মাঝে।। বুধবার গুলমাতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

শিলান্যাস

চোপড়া, ৩১ ডিসেম্বর : বুধবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান। বদিগছ প্রাইমারি স্কুল মাঠ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ১৪টি রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। বিধায়ক জানান, ওই ১৪টি রাস্তার জন্য মোট ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়েছে।

বিদায় সংবর্ধনা

চোপড়া, ৩১ ডিসেম্বর : সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তেওয়ারিকে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন কমিটির সদস্যরা ও পড়ুয়ারা।

অসুস্থ বৃদ্ধার বাড়িতে শুনানি

খড়িবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষভাবে সক্ষম, অন্তঃসত্ত্বা এবং ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে এসআইআর শুনানির কাজ শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে অসুস্থ, বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের আর শুনানিকেন্দ্রে যেতে হচ্ছে না। আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অসুস্থ, বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বাড়িতে শুনানির দাবি জানিয়েছিল। নির্বাচন কমিশন গত সোমবার এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে। সংশ্লিষ্ট ভোটারের বাড়িতেই শুনানি করা হবে নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়।

নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা বুধবার খড়িবাড়ির পাহাড়িভিটা গ্রামে ৭৫ বছর বয়সি অসুস্থ ভবানী রায়ের বাড়িতে এসআইআর শুনানির জন্য পৌঁছান। খড়িবাড়ির বিডিও তথা ব্লক নির্বাচনি আধিকারিক দীপ্তি সাউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই বাড়িতে গিয়ে শুনানির কাজ করা হচ্ছে। এদিকে বাড়িতে শুনানি হওয়ায় ভবানী রায়ের পরিবারের সদস্যরা খুশি। বৃদ্ধার ছেলে উপেন রায় জানান, তাঁর মা চোখে দেখতে পান না। তিনি হাঁটাচলা করতেও অক্ষম। শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিএলওকে ভবানীদেবীর অসুস্থতার কথা জানানো হয়েছিল। বিডিও নিজে বাড়িতে এসে শুনানির কাজ করায় তাঁরা খুব খুশি হয়েছেন।

নেতাকে ধরতে শক্তিগড়ে হানা পুলিশের

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : টাকা আদায় থেকে ঔদ্ধত্য, একের পর এক অভিযোগ আসায় তৃণমূলের এক যুব নেতার বাড়িতে হানা দিল এনজেপি থানার বিরাট পুলিশবাহিনী। মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ির শক্তিগড় এলাকায় ৮ নম্বর রাস্তার বাসিন্দা ওই বিতর্কিত নেতার বাড়িতে চারটি গাড়ি নিয়ে পুলিশ হানা দেয়। সেখানে এনজেপি থানার ওসি উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, ওই নেতাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে বাধা দেন। সেই সময় বুকে ব্যথা করছে বলে ওই নেতা প্রথমে নর্দমায় পড়ে যান এবং তারপরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যান। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁর বাড়িতে নয়, পুলিশ গিয়েছিল তাঁর এক প্রতিবেশীর বাড়িতে।

এর আগে ওই নেতার বিরুদ্ধে গণ্ডগোল পাকানো, এক স্কুল শিক্ষিকাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা সহ একাধিক মামলা রয়েছে। পুলিশ ওই নেতাকে গ্রেপ্তারও করেছিল। তারপরও নতুন করে পুলিশের কাছে ওই নেতার নামে একের পর এক অভিযোগ আসছিল।

দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাঁর বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছিল তিনি দলের কোনও পদে নেই। তাই পুলিশি হানার বিষয়টি জানা নেই।' এনজেপি থানার পুলিশের কর্তা বলেছেন, ওই নেতার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এসেছে। ভয়ে অনেকে লিখিত অভিযোগ করতে চাননি। ওই নেতার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি যে সমস্ত দলীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন, সেখানে তাঁর পাশাপাশি ওই বিতর্কিত যুব নেতা ঘুরে বেড়ান। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অভিযুক্ত নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। পাপিয়া সভাপতি পদ থেকে সরার পরেই শক্তিগড়ের ওই নেতা আবারও দলে ভিড়ে যান। জয়ব্রত বলেন, 'প্রায় বছর ৫০-এর কেউ যুব সংগঠনে থাকতে পারেন না। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে তাঁর কথা নেতৃত্বকে জানাব।'

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'নিশ্চিতভাবে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ রয়েছে, তাই পুলিশ গিয়েছিল। তবে নির্দিষ্ট কী মামলা রয়েছে, তা আমার জানা নেই।'

> নিশ্চিতভাবে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ রয়েছে, তাই পুলিশ গিয়েছিল।
>
> **রাকেশ সিং**
> *ডিসিপি (পূর্ব), শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট*

পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন কাজের টেন্ডারের টাকা ভাগ নিয়ে ৩১ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে বিবাদ লেগে রয়েছে। বহিরাগতরাও সেই বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ওই বিতর্কিত নেতাও রয়েছেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির ঘটনায় আগে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দলে ভিড়ে অভিযুক্ত নেতা নতুন করে এলাকার দখল নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ।

শুনানিতে দৃষ্টিহীন দম্পতি

দিনহাটা, ৩১ ডিসেম্বর : শুনানির পঞ্চম দিনেও দুর্ভোগের ছবিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। বুধবার দিনহাটা-১ বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানির পঞ্চম দিনে সেই একই চিত্রই ধরা পড়েছে। এদিন এক দৃষ্টিহীন দম্পতি শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিত হন। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। বারবার বলা হচ্ছে দৃষ্টিহীন, বিশেষভাবে সক্ষম কিংবা শারীরিকভাবে অসুস্থদের বাড়ি গিয়ে শুনানি করা হবে। সেখানে তারপরেও কেন বারবার বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের শুনানিকেন্দ্রে আসতে হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিএলও শাহানুর আলম জানান, প্রথমে তাঁদের কাছে এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা ছিল না। সে কারণেই প্রথমে ওই দম্পতিকে বিডিও অফিসে যেতে বলা হয়েছিল। বিএলও বলেন, 'তবে কয়েকদিন আগে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা পাওয়ার পরই ওই দৃষ্টিহীন

দিনহাটা-১ বিডিও অফিসে দৃষ্টিহীন দম্পতি।

দম্পতিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের আর শুনানিকেন্দ্রে আসতে হবে না। তাঁদের বাড়ি গিয়েই শুনানি করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়েই এদিন তাঁরা শুনানিকেন্দ্রে চলে যান।'

পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বাবলু রায় ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী রায় এদিন শুনানিকেন্দ্রে এসেছিলেন। দুজনেই সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিহীন। একে অপরই তাঁদের একমাত্র ভরসা। ট্রেন ও বাসে ভিক্ষাবৃত্তি করেই দুজনেই জীবিকানির্বাহ করেন। শুনানিকেন্দ্রে বাবলুকে লাঠি হাতে দেখা গেল। রাস্তায় সেই লাঠি ঠুকে ঠুকে তিনি দিকনির্ণয় করছিলেন। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে পথ চলতে দেখা যায়। বিডিও অফিসের গেটে ঢোকার পর কোথায় শুনানিকেন্দ্র, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষপর্যন্ত কয়েকজন সহৃদয় মানুষ এগিয়ে এসে তাঁদের সাহায্য করেন। তাঁদের সহায়তায় ওই দম্পতি শুনানিকেন্দ্রের খোঁজ পান। তবে শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছাতে গিয়েও তাঁদের একাধিকবার পথ হারাতে হয়। শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে তাঁরা শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছান। এদিন দৃষ্টিহীন দম্পতির শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিতি নিয়ে সেখানে উপস্থিত অনেকেই প্রশ্ন তোলেন।

দৃষ্টিহীন বাবলু রায় বললেন, 'বিএলও আসতে বলেছিলেন বলেই আমরা এদিন এখানে এসেছি।' তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী জানালেন, তাঁরা দুজনেই চোখে দেখতে পান না। যদিও তাঁর নামে কোনও শুনানির নোটিশ আসেনি। তাঁর স্বামীর নামেই শুনানির নোটিশ এসেছে। তবে দুজনেই একে অপরের উপর নির্ভর করে চলাফেরা করেন তাই স্বামীর সঙ্গে তিনি এসেছেন।

পড়ুয়া সপ্তাহ পালন

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : শীতের ছুটি শেষ হলেই সরকারি স্কুলগুলিতে স্টুডেন্টস উইক বা পড়ুয়া সপ্তাহ পালন করা হবে। ১-৮ জানুয়ারি পর্যন্ত এই সপ্তাহ পালন করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। পড়ুয়া সপ্তাহে খাদ্যমেলা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। কোন দিন কী অনুষ্ঠান হবে, সেই বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। স্কুল ছুটি থাকলেও শিক্ষকরা অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ডিআই (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার বলেন, 'বাংলামাধ্যমের স্কুলগুলো প্রায় সব বই পেয়ে গিয়েছে। অন্য মাধ্যমগুলোতে অল্প কিছু বই পাঠানো বাকি রয়েছে। আমি স্কুলগুলিতে স্টুডেন্টস উইক উদযাপন পরিদর্শনে যাব।'

মানুষের মতোই জনপদেরও নাম থাকে, আর সেই নামের গভীরে মিশে থাকে তার জন্মবৃত্তান্ত। কোনও এক প্রাচীন বট গাছ, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কিংবা হয়তো কোনও সাধারণ মানুষের অসাধারণ কোনও গল্প থেকেই নাম পেয়েছে আপনার বসতিটি। সেই শিকড়কে চেনানোর প্রচেষ্টায় আমরা ফিরছি ইতিহাসের পাতায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের নতুন বিভাগ- 'কী নামে ডেকে'।

ফাঁসিতে ঝোলানোর জনশ্রুতি আছে, নেই সেই গাছ

কী নামে ডেকে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৩১ ডিসেম্বর : সীমান্তের মাঝবরাবর বয়ে গিয়েছে মহানন্দা। তার পাড়েই ছিল একটি কাঁঠাল গাছ। কালের নিয়মে অবশ্য সেই গাছের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। কোথায় ছিল? গ্রামবাসীর একাংশ দেখিয়ে দিলেন প্রাচীন প্রকাণ্ড এক বট গাছকে। চারদিকে তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে। গায়ের সঙ্গে লাগানো কাঞ্চার কালী মন্দির। সামনে ছড়িয়ে শুকনো পাতা। সেখানেই নাকি ছিল কাঁঠাল গাছটি।

ফাঁসিদেওয়া এক সময় সিকিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিকিমরাজ চলাকালীন তরাই মহকুমার অংশ ছিল বর্তমানে শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামটি। এমন নামকরণের নেপথ্যে কী কারণ? জনশ্রুতি রয়েছে, এখানেই ছিল রাজাদের বিচারালয়। সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের শাস্তি দেওয়া হত এই ভূখণ্ডে। ফাঁসিতে ঝোলানো হত চর্চিত কাঁঠাল গাছে। সেই থেকে জনপদের এমন নাম।

প্রবীণ শিক্ষক স্থানীয় গৌতম ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'যাঁরা আগের ফাঁসিদেওয়া দেখেছেন, তাঁদের কেউই আর বেঁচে নেই। এই জায়গার ইতিহাস, নামকরণ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম শুনেছে। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েছে সেই কথা।'

পরবর্তীতে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় সিকিম রাজার। যুদ্ধে হেরে পাহাড়ের একাধিক জায়গা ব্রিটিশদের

শোনা যায় এই এলাকার একটি কাঁঠাল গাছে ফাঁসি দেওয়া হত।

হাতে তুলে দিতে হয়। এখন যেখানে বিডিও অফিস, তার অদূরেই ছিল ইংরেজ সৈনিকদের থাকার জায়গা। গৌতমের সংযোজন, 'ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে ফাঁসিদেওয়া সহ পাহাড়ের বেশ কয়েকটি জায়গা তাদের দিয়েছিলেন সিকিমের রাজা। তবে, যে গাছে ফাঁসি দেওয়া হত, সেই গাছটি কাঞ্চার মন্দির থেকে আরও খানিকটা পূর্বদিকে ছিল বলে শুনেছি। সেখান দিয়ে এখন মহানন্দা নদী বইছে।'

ফাঁসিদেওয়া এক সময় ছিল অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এখনকার বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার কাশেমগঞ্জ সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ নৌকায় চেপে মহানন্দা পেরিয়ে এপারে এসে বন্দরগছে (পুরোনো হাটখোলা নামেও পরিচিত) আসতেন। সেখানে বড় হাট বসত। গোরুর গাড়িতে চেপে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতেন বণিকরা।

বন্দরগছেই ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল কাঠের হাসপাতাল। সেখানে এখন প্রচুর বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। তবে, হাসপাতাল নির্মাণে ব্যবহৃত কাঠের লগ আজও এলাকায় গেলে চোখে পড়বে। পুরোনো হাটখোলার শিব মন্দিরের বারান্দায় বসে স্মৃতিচারণা করছিলেন এক সময়ের জোতদার পরিবারের সদস্য ভোলানাথ মণ্ডল। নব্বইয়ের কোটা পেরোনো বৃদ্ধের কথায়, 'ঘোড়ায় চেপে এলাকা টহল দিতেন ইংরেজ সেনারা। কেউ সামনে যাওয়ার সাহস পেতেন না।'

দেশভাগের সময় জমি বিনিময় করে এদেশে এসেছিলেন ভক্তিনগরের বাসিন্দা বিরাটগিরি গোস্বামী। ৮০ বছর বয়সে চলাফেরা দায় হয়ে উঠেছে তাঁর। জানালেন, চটহাট-মেডিকেল রাজ্য সড়কে আগে ছিল মাটির রাস্তা। ঘরের দাওয়ায় বসে বললেন, 'আমি অনেক ছোট বয়সে এখানে এসেছিলাম। আশপাশে এলাকার একমাত্র স্কুল ছিল ফাঁসিদেওয়ায়। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকেও অনেকে এখানে পড়তে আসত।'

জয়ন্তী নয়, অভিষেকের সভাস্থল বদল

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের জয়ন্তী চা বাগানের মাঠে ৩ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাপচারিতা কর্মসূচি হবে বলে ঠিক ছিল। কিন্তু বুধবার হঠাৎ করেই দলের তরফে ওই জায়গাটি বদলে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠকে নতুন জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। এদিন তৃণমূলের জেলা নেতারা ওই স্থান পরিদর্শন করেন। তবে হঠাৎ করেই সভার স্থান বদলে প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক অবশ্য বললেন, 'জয়ন্তী চা বাগানের মাঠে যাতায়াতের একটা সমস্যা আছে। আবার মাঠ থেকে হেলিপ্যাডও অনেকটা দূরে। তাই আমাদের সাংসদের টিম এবং সবাই মিলে স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিই। আপাতত মাঝেরডাবরি চা বাগানের মাঠে কর্মসূচির স্থান ঠিক করা হয়েছে।'

তৃণমূল নেতারা এদিন সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে আইপ্যাকের টিম ও প্রশাসনের কর্মকর্তারাও ছিলেন। আউট ডিভিশনের মাঠে ভূমিপুজোও করা হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেকের এবারের কর্মসূচি অন্য ধরনের হবে। এজন্য মাঠের মাঝখানে একটি মুক্তমঞ্চ বানানো হবে। মঞ্চের চারদিকে শ্রমিকরা বসবেন। পাশাপাশি মূল মঞ্চের অনেকটা দূরে বাগান ঘেঁষে আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট মঞ্চ বানানো হবে। যেখানে রাজ্য ও জেলার নেতারা বসবেন। নেতাদের তুলনায় এখানে শ্রমিকদের প্রাধান্যই বেশি দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচিতে জেলার ৬৪টি চা বাগান থেকেই শ্রমিকদের আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে আউট ডিভিশনের মাঠে শ্রমিকদের ঢোকার আগে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতি চা বাগান থেকে প্রায় ১০০ জন করে শ্রমিককে মাঠে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে। মূল মুক্তমঞ্চের আশপাশে অভিষেক এবং শ্রমিক ছাড়া কোনও নেতা প্রবেশ করতে পারবেন না বলেই এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে।

তবে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি অভিষেক চা বাগানের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গেও কথা বলবেন। চা শ্রমিকের সঙ্গে আলাপচারিতায় অভিষেক তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালির কথাও সেখানে তুলে ধরা হবে। রাজ্য সরকার চা শ্রমিকের জন্য চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর, জমির পাট্টা, শ্রমিকদের জন্য জয় জোহর প্রকল্প, চা বাগানে ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অ্যাম্বুল্যান্স সহ নানা প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হবে।

চিতাবাঘের আক্রমণে জখম

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : দুধিয়ার মুক্তিপুল পিকনিক স্পটের কাছে মুক্তেশ্বর শিবধামের পুরোহিত জিতেন্দ্র রায় মন্দিরেই চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন। বুধবার সন্ধ্যায় দুধিয়া থেকে নলডারা যাওয়ার রাস্তায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত পুরোহিতকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত সুকনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় চিতাবাঘ সহ অন্য বন্যজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয়দের সাবধানে থাকতে হবে। বিশেষ করে দু'চাকার যানচালকদের সতর্কতার সঙ্গে চলাচল করার কথাও পুলিশ বলে।

■ জরুরি মিটিং ছাড়া দপ্তরে আসেন না সভাপতি
■ সভাপতির স্বামী তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতিই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন

নামেই নেত্রী

সভাপতির স্বামীর হাতে লাগাম

সময়ের স্রোত আর রাজনীতির দাবার চালে হারিয়ে যায় কত চেনা মুখ। রাজপথ থেকে ড্রয়িংরুম- ক্ষমতার পালাবদলে যাঁরা আজ ব্রাত্য, তাঁদের বর্তমান জীবন কেমন কাটছে? আলোর বৃত্ত থেকে সরে যাওয়া সেইসব দাপুটে ব্যক্তিত্বের যাপনচিত্র আর রাজনীতির নেপথ্য কাহিনী নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিয়মিত নিবেদন- 'রাজনীতির অন্তরালে'।

অরুণ ঝা

গোয়ালপোখর, ৩১ ডিসেম্বর : 'সবটাই প্রক্সি ও পুতুলনাচের খেলা দাদা।' সকাল প্রায় সাড়ে ১১টা, গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস চত্বরে মহিলা সভাপতির ভূমিকা নিয়ে বুধবার চাপা গলায় এমনটাই মন্তব্য করলেন সরকারি এক আধিকারিক।

গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুস্তরি বেগম। কিন্তু তাঁর চেম্বারে ভিআইপি চেয়ার পেতে সবটাই 'কন্ট্রোল' করেন স্বামী গোলাম রসুল ওরফে মণি। মণির ক্ষমতা অঢেল। একাধারে তিনি মন্ত্রী গোলাম রব্বানির ভাই, সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতিও বটে। অনেকেই বলছেন, 'নীলবাতির গাড়ি ও পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে মণি একাই জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, এমনকি গোয়ালপোখরে তৃণমূলের সংগঠনে শেষ কথা বলেন।'

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির চেম্বারে স্বামীর জন্য আলাদা চেয়ার।

বিরোধী কংগ্রেস মণির বিরুদ্ধে নারী শক্তিকে দমিয়ে রাখার অভিযোগে সরব হয়েছে। কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের প্রশ্ন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অথচ তাঁরই এক মন্ত্রীর এলাকায় সভাপতি একজন মহিলা হলেও স্বামীর দাপটে তিনি কার্যত নিষ্ক্রিয়। সভাপতির স্বামীই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন। মানুষ সবই জানে।' মণি সভাপতির চেম্বারে আলাদা চেয়ারে বসে কাজকর্ম দেখার কথা স্বীকার করলেও বিরোধীদের অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ। মণির যুক্তি, 'এলাকার মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন কি না সেটাই শেষ কথা।'

দুপুর প্রায় সাড়ে ১২টায় অফিস চত্বরে পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্যের দেখা মিলল। সামনে পেয়ে আপনার সভাপতির মোবাইল নম্বর দিন তো বলতেই তিনি মণির নম্বর বের করে দিলেন।

কিন্তু সভাপতির নম্বর নেই?

মুচকি হেসে ওই সদস্যের প্রতিক্রিয়া, 'সবই তো বোঝেন। সভাপতির নম্বর আমি কেন, অফিসের সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে নির্বাচিত বড় অংশের সদস্যর কাছেও পাবেন না। মণিদাই শেষ কথা।'

সকাল ১১টা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেও অফিসে সভাপতির দেখা মেলেনি। খোঁজ নিতেই জানা গেল, সরকারি বিশেষ মিটিং ছাড়া মুস্তরি বেগম অফিসে আসেন না। তাঁর চেম্বারে পৌঁছে দেখা গেল, তাঁর চেয়ারের পাশে নীল তোয়ালে দিয়ে মোড়া আরও একটি চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে মণি 'সভাপতির প্রতিনিধি সেজে' ছড়ি ঘোরান। স্বভাবতই সভাপতি হিসেবে মুস্তরি বেগমের আলাদা অস্তিত্ব কাগজকলম ছাড়া আদৌ আছে কি না, সেই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হলেও বকলমে তিনিই যে গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির অলিখিত সভাপতি, তা এলাকায় ওপেন সিক্রেট।

এ নিয়ে গোয়ালপোখরের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব খুরশিদ আলমের কথায়, 'মুখেই শুধু নারী শক্তির বুলি শুনে আসছি। মহিলা সভাপতির নিজস্ব কোনও মতামত আছে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। সবাই সব জেনেও নীরব।' সভাপতির নিষ্ক্রিয়তা ও তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে এদিন সরকারি কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যাঁকেই প্রশ্ন করা হয়েছে, বড় অংশই মুখে কুলুপ এঁটে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

দুপুর দেড়টা নাগাদ মন্ত্রীর কনভয় এসআইআর-এর শুনানির কাজ দেখতে গোয়ালপোখর বিডিও অফিসে প্রবেশ করে। মন্ত্রীর পিছু পিছু মণির কনভয়ও এসে পৌঁছায়। এ বিষয়ে মন্ত্রী রব্বানি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে মণি বলেন, 'যখন জরুরি মিটিং হয়, তখন সভাপতি আসেন। তা বাদে সবসময় তো তিনি এসে বসে থাকবেন না। ফলে ওঁনার বদলে আমি থাকি। মূল কথা, মানুষের কাজ তো আটকে থাকছে না। আসলে বিরোধীরা ভিত্তিহীন অপপ্রচার শুরু করেছে। আমরা ২৪ ঘণ্টা মানুষকে পরিষেবা দিই। যা ওরা মেনে নিতে পারছে না।'

ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযান

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন দায়িত্ব পেতেই বিশেষভাবে তৎপর গোরা মোড় ট্রাফিক আউটপোস্ট। ইস্টার্ন বাইপাসে একের পর এক দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়েছে অনেকের। ট্রাফিক পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, বাইপাসে ফুটপাথ দখল করে রাখা হয়েছে। রাস্তাতেই দাঁড় করানো থাকছে বাইক, গাড়ি, এমনকি রাস্তাতেই গড়ে উঠেছে টোটো, অটোস্ট্যান্ড। এই ফুটপাথ দখলের বিরুদ্ধে বাইপাসে জলেশ্বরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযানে নামে ট্রাফিক পুলিশ। ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মানুষ যাতে ভালোভাবে চলাচল করতে পারে সেই কারণেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

এদিন ইস্টার্ন বাইপাস জলেশ্বরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় গোরা মোড় ট্রাফিক আউটপোস্টের ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযানে দেখা যায়, বাজারের কেউ রাস্তার উপর দোকান খুলে বসেছেন। আবার কেউ টায়ার, দোকানের সামগ্রী সাজিয়ে রেখেছেন। বাজার কমিটির সদস্য তাপস দাস অবশ্য বলেন, 'আমরা দোকান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলব। কেউ যাতে ফুটপাথে দোকান নিয়ে না বসে।' স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা আমাদের জায়গাতেই দোকান করছি। রাস্তায় অনেকে বাইক, গাড়ি পার্ক করে রাখছে। এর ফলে আমাদেরও সমস্যায় পড়তে হয়।' গোরা মোড় ট্রাফিক আউটপোস্টের ইনচার্জ সুরেন্দ্র সিং নেগি জানান, এই রাস্তার ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হবে। কীভাবে দুর্ঘটনা এড়ানো যায় তা নিয়ে অনেক প্ল্যানিং করা হয়েছে।

হিলকার্ট রোড দিয়ে বাস চলুক

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : রোহিণীর রাস্তা দিয়ে বাস না চালিয়ে হিলকার্ট রোড দিয়ে চালানোর দাবি জানাল ছোট গাড়ি ব্যবসায়ীদের সংগঠন তরাই চালক সংঘ। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে সংঘের সম্পাদক মেহেবুব খান বলেন, 'রোহিণী রোড বন্ধ থাকায় গত তিন মাস ধরে সমস্ত যানবাহন হিলকার্ট রোড বা ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচল করেছে। বৃহস্পতিবার থেকে রোহিণীর রাস্তা খুলছে। আমরা চাই, সমস্ত ছোট যানবাহন রোহিণীর রাস্তা দিয়ে চলাচল করুক। তবে বাসগুলো হিলকার্ট রোড দিয়েই চালানো হোক। তাহলে রোহিণীর রাস্তায় যানজটের সমস্যা অনেকটা কমবে।'

এই প্রসঙ্গে দার্জিলিং পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'আমাদের কাছে এমন কোনও নির্দেশিকা আসেনি। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

যুদ্ধ।। হলদিবাড়ি শহরের অরবিন্দ কলোনিতে ছবিটি তুলেছেন অপু দেবনাথ।

ভোট বৈতরণি পেরোতে কৌশলী তৃণমূল

গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব মেটাতে মরিয়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে শহর এবং গ্রামের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে বিরোধ বিভিন্ন নির্বাচনে তৃণমূলকে বিপাকে ফেলেছে। দলের এই অন্তঃকলহ ভোটারদের মধ্যেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আর তাই বিধানসভা ভোটের আগে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে তৎপর সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোঅর্ডিনেটররা। নেতা-নেত্রীদের একজোট করে ভোটের ময়দানে নামার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিনটি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিয়েছেন। শীঘ্রই তিনটি বিধানসভা নিয়ে একসঙ্গে বৈঠক করে সবার মতামত নেওয়া হবে বলে অন্যতম জেলা কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ জানিয়েছেন। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'কোঅর্ডিনেটরদের সঙ্গে নিয়েই আমরা এই তিনটি বিধানসভা আসনে জিততে ময়দানে নামছি। কোনও ভেদাভেদ নয়, দলের স্বার্থে সবাই একজোট রয়েছি।'

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন শহরের নেতারাই দাপট দেখিয়েছেন। জেলা সভাপতি বৈঠক ডাকলে গ্রামের বিভিন্ন ব্লক থেকে নেতা-নেত্রীরা শহরের পার্টি অফিসে এসে বৈঠক করতেন। শিলিগুড়িতে বড় জমায়েত অথবা মিছিল হলেও গ্রাম থেকে গাড়ি ভর্তি করে লোক আনা হত। কিন্তু জেলা নেতৃত্বে কোনওদিন নাক গলাতে পারেনি গ্রামের নেতৃত্ব। ২০২১ সালে বাগডোগরার নেত্রী পাপিয়া ঘোষকে জেলা সভানেত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাপিয়ার আমলে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা পরিষদ বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। সেসময় অবশ্য পাপিয়া শহরের নেতা-নেত্রীদের ব্রাত্য করে শুধু গ্রামকে নিয়েই দলীয় সংগঠন চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। পাশাপাশি শহরে সেসময় এক বর্ষীয়ান নেতা সমান্তরালভাবে দলীয় সংগঠন চালাচ্ছিলেন বলেও অভিযোগ ছিল।

■ শহর ও গ্রামের যুব, মহিলা নেতৃত্বকে একজোট করে তিনটি বিধানসভা দখলের রুটম্যাপ তৈরি করছেন কোঅর্ডিনেটররা
■ দলের জেলা চেয়ারম্যান, কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা
■ বৈঠক করবেন শহর এবং গ্রামের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গেও

গত লোকসভা ভোটে দার্জিলিং আসনে তৃণমূলের ভরাডুবির জেরে পাপিয়াকে জেলা সভানেত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বদলে এখানে কোর কমিটি তৈরি হয়। কিন্তু শহর-গ্রাম ভেদাভেদ যে এখনও কমেনি, তা এসআইআর পর্বেই বোঝা গিয়েছে। কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ নিজের মতো করে গ্রাম থেকে শহর ঘুরেছেন। এসআইআর-এর কাজে নজরদারি করেছেন। আবার গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার নিজের মতো করে শুনানির কাজ দেখতে ছুটছেন। শুনানির কাজ শুরু হওয়ার আগেও শহরের নেতারা বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। যেখানে এই জেলার বুথ লেভেল এজেন্ট-১ পাপিয়াকে ডাকাই হয়নি।

বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ির তিনটি আসন জিততে দলের তিন নেতাকে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছে তৃণমূল। শিলিগুড়ি বিধানসভায় কুন্তল রায়, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে অরুণ ঘোষ এবং ফাঁসিদেওয়ায় কাজল ঘোষ দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু দলের অন্দরে দীর্ঘদিন ধরে চলা শহর এবং গ্রামের দ্বন্দ্ব থেকে বের হতে না পারলে বিধানসভা ভোটে জেতার স্বপ্ন যে স্বপ্নই থেকে যাবে, তা বুঝছেন কোঅর্ডিনেটররা। তাই ভোট চাইতে মানুষের দরজায় টোকা মারার আগে দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছেন।

দায়িত্ব পাওয়ার পর কাজল, কুন্তল এবং অরুণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরেছেন। শীঘ্রই তাঁরা দলের জেলা চেয়ারম্যান, কোর কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি শহর এবং গ্রামের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। শিলিগুড়ির কোঅর্ডিনেটর কুন্তল বলেছেন, 'শহর ও গ্রামের যুব, মহিলা সবাইকে একজোট করেই তিনটি বিধানসভা দখলের রুটম্যাপ তৈরি করছি।'

বছরের শেষ দিনে তরিবাড়িতে পিকনিক। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

গাঁজা সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : ট্রাকের কেবিনে করে গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করে দিল এনজেপি থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ফুলবাড়ির ছোবাভাটির ক্যানাল রোডের ওপর পুলিশ সন্দেহভাজন একটি খালি ট্রাককে আটকায়। সেটির কেবিন থেকে দুই কুইন্টাল গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরের বাসিন্দা ট্রাকের চালক কে পরিমলকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে।

সরকারি ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে 'প্রতারণা'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তৈরি আবাসন প্রকল্প (ইডব্লিউএস) ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। এই প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলিতে। এই চক্রটি একাধিক ব্যক্তির কাছে ইতিমধ্যেই দুই-আড়াই লক্ষ টাকা করে নিয়েও নিয়েছে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেছেন, 'এমন অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই পুলিশকে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বলা হবে।' শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং বলেছেন, 'নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত করে পদক্ষেপ করা হবে।'

কাওয়াখালিতে ইডব্লিউএস প্রকল্পে আবাসন তৈরি করেছে এসজেডিএ। কিছু ফ্ল্যাট বিলির প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এই প্রকল্পে ফ্ল্যাট পেতে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮০০ টাকা দিতে হচ্ছে। তবে, পুরো প্রক্রিয়াটিই লটারির মাধ্যমে হওয়ার কথা রয়েছে।

অভিযোগ, এরই মধ্যে শহরে একটি প্রতারণাচক্র ইডব্লিউএস-এর ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তুলছে। প্রধাননগরের বাসিন্দা এক মহিলার কাছে এভাবেই ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ওই চক্রটি নিয়েছে বলে অভিযোগ। ওই মহিলা বলেন, 'আমাকে বলা হয়, একজন ওই আবাসনে ফ্ল্যাট পেয়েছেন। তিনি বিক্রি করে দেবেন। সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হবে। লটারির জন্য বসে থাকতে হবে না। ওরাই ফ্ল্যাটের চাবিও দিয়ে যাবে বলেছিল।' তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করে টাকাগুলি দিয়ে দিয়েছি।'

তিনি যে প্রতারণাচক্রের খপ্পরে পড়েছেন, সেটা অনেক পরে বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকারকে জানান। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলিতে আরও অনেকেই এভাবে টাকা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন।'

■ শহরে একটি প্রতারণাচক্র ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তুলছে
■ প্রধাননগরের বাসিন্দা এক মহিলার কাছে এভাবেই ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নেওয়া হয়
■ পুরো বিষয়টি শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম

দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকার বলেন, 'অভিযোগ পেয়েই পুরো বিষয়টি শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। ইডব্লিউএস-এর ফ্ল্যাট বণ্টন নিয়ে যে দুর্নীতি হচ্ছে, সেটার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি।'

চোরাচালানের কেন্দ্রে এখন গ্রন্থাগারের 'আলো'

অভিযোগের ধূসর আকাশে আলোর রেখা খুঁজব আমরা। কোথাও স্বনির্ভরতার জেদ, কোথাও বা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বদলে যাওয়া জনপদ- এই সাফল্যের কারিগরদের কথাই এবার পৌঁছে দেব পাঠকদের কাছে। অভাবের ঊর্ধ্বে উঠে গ্রামবাংলার যে হাসিমুখগুলো আগামীর স্বপ্নে বুঁদ, তাঁদের কথা বলতেই আমাদের নতুন বিভাগ- 'হাসছে গ্রাম'।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান বেঙ্গাইজোতের শহিদ বেদি পেরিয়ে একটি পাকা রাস্তা বাতারিয়া নদী পার করে নেপালের দিকে চলে যায়। সেই রাস্তা ধরলে পৌঁছানো যায় নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকনাজোত শশীভূষণ স্মৃতি পাঠাগারে। ১৯৮৩ সালে স্থাপিত এই পাঠাগার এলাকার আট থেকে আশির গর্ব। নকশালবাড়ির নেপাল সীমান্তে যেন নিঃশব্দে চলছে এক ভিন্নধারার আন্দোলন- 'বই ধরো চোরাচালানের বিরুদ্ধে, লাঙল ধরো নতুন প্রজন্ম বাঁচাতে'।

মেচি নদী ঢাকনাজোতকে আলাদা করেছে নেপাল থেকে। উন্মুক্ত সীমান্ত। তার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন চোরাকারবার বা পাচার চলত এক সময়। কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চলত চোরাচালান। অভিযোগ, সাত-আট বছর আগেও মানব, অস্ত্র থেকে সুপারি, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ সহ নানা সামগ্রীর হাতবদল হত খোলা সীমান্ত দিয়ে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে পাচারকারীরা কালো সাম্রাজ্যে শামিল করেছিল গ্রামের বহু কিশোর, তরুণ আর মহিলাদের।

এখন সেসব অতীত। বুধবার রাস্তার ধারে লাঙল হাতে আলুখেতে ব্যস্ত ছিলেন জনক রায়। তিনি মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবেও কর্মরত। বললেন, 'আমাদের গ্রামে সমস্যা কম নেই। কিন্তু এই লাইব্রেরি একটা আলাদা পরিচয় দিয়েছে। লাইব্রেরিতেই পড়াশোনা করে অনেকে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় পাশ করেছেন। পুলিশ, সেনাবাহিনী, ক্লার্কশিপ থেকে কোল ইন্ডিয়ায় কর্মরত তাঁরা।' জনকের সংযোজন, 'আমার মামাও এই লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে বিএসএফে চাকরি পেয়েছেন।'

ঢাকনাজোত শশীভূষণ স্মৃতি পাঠাগার। -সংবাদচিত্র

সপ্তাহে এখন তিনদিন লাইব্রেরি খোলে। কেউ এখানে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটান, কেউ আবার বইপত্র নিয়ে বাড়ি যান। চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতিরত তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমে। খানিকটা এগোতেই দেখা গেল, একদল কিশোর সেরখেতের পাশে ভলিবল খেলছে। ওরা সকলেই স্কুল পড়ুয়া। পরীক্ষা শেষ, তাই বছরের শেষ দিন কাটছে বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মজে।

লাইব্রেরির সামনেই রয়েছে ঢাকনা প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানকার পার্শ্বশিক্ষক মংলু রায়ের কথায়, 'আশপাশের গ্রাম থেকেও প্রচুর ছেলেমেয়ে আসে এখানে। ওরা পড়ে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। অনেক নতুন নতুন বইপত্র আনা হয়েছে। তবে, সপ্তাহে অন্তত ছয়দিন খোলা থাকলে আরও উপকার হবে। পাঠক বাড়বে বলেই আশা করছি।'

কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় এলাকার কৃষকদের নিয়ে ফার্মার্স ক্লাব চালান ভানু বর্মন। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'চোরাচালান এখন অতীত। জমিতে কৃষিকাজে মন দিয়েছেন কালা কারবারের সঙ্গে এক সময় জড়িত অনেকে। এছাড়া, ভাগচাষি, রাজমিস্ত্রি, টোটোচালক আর নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসায় মজুর হিসেবে কর্মরত বহু মানুষ।'

এককালে নেপালে সুপারির বস্তা আনতে যেতেন নয়াবস্তির বাসিন্দা ননীবালা বর্মন। এখন তাঁর বয়স ৬৩। বাড়ির পাশেই ধান শুকোতে ব্যস্ত ননী বললেন, 'এখন আলুর খেতে কাজ করি। বাড়তি আয়ের জন্য ঢালাইয়ের কাজেও যেতে হয়।'

লাইব্রেরিতে ঢুকে দেখা হল কোটিয়াজোতের প্রকাশ রায়ের সঙ্গে। পুলিশের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঢাকনাজোত শশীভূষণ পাঠাগারের সক্রিয় সদস্য তিনি। তাঁর কথায়, 'যাঁরা আমাকে প্রথম এখানে এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন চাকরি করছেন। আগে লাইব্রেরিতে শুধু গল্পের বই রাখা হত। এখন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইপত্র আনা হচ্ছে।'

গ্রামটির এমন ভোলবদল নিয়ে দার্জিলিং জেলা পুলিশের নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়ের দাবি, 'সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে চোরাচালানে লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে। পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।' ছবিটা বদলানোর কারণ হিসেবে লাইব্রেরি মেরামতের পাশাপাশি পানীয় জল, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ফিরিস্তি শোনালেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ।

হাসছে গ্রাম

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

শিলিগুড়ির একটি মলে ইংরেজির প্রাক নববর্ষের প্রস্তুতি। বুধবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

লুকানো ঠিকানায়

স্থান বদলায়, বদলে যায় আড্ডার মানুষ। কিন্তু ইতিহাস রয়ে যায় ইতিহাসের জায়গাতেই। শহরের কোনও গোপন চার দেওয়ালের আড়ালে কিংবা নির্জন পথের মোড়ে আজও কি ফিশফিশ করে কথা বলে পুরোনো কোনও সময়? আড্ডার সেইসব রহস্যময় ঠিকানা আর শেকড়ের সন্ধানে আজ থেকে শুরু হচ্ছে নতুন বিভাগ- 'লুকানো ঠিকানায়'।

আড্ডার দুই দশক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : সাতসকালে এ শহর মুখ দেখে ঘুমন্ত বুদ্ধের। পাহাড়ের নীরবতা, আকাশের প্রশান্তি আর বুদ্ধের অবয়ব থেকে শিলিগুড়ি রোজই শান্তির বার্তা পায়।

তাই এই শহরের অন্তরাত্মায় রয়েছে অহিংসার সুর। এই শহরে এমন এক জায়গা রয়েছে যেখানে সন্ধ্যার পর সব রাজনৈতিক রেষারেষি মুছে যায়। এই জায়গাটি শিলিগুড়ি কলেজের মেন গেটের সামনে। গত কুড়ি বছর ধরে সন্ধ্যার পর এখানে আড্ডা দেন জয়ন্ত রায়, সুতীর্থ মুখোপাধ্যায়রা। সুতীর্থদের কথায়, 'আর যাই হোক, কাজ করে আসার পর এই আড্ডায় না এলে হয় না। এখন আড্ডাটাই আমাদের কাছে অক্সিজেন।'

সেদিন বাইকে বসেই আড্ডা জমে উঠেছিল। আলোচনা চলছিল বর্তমান সময়ে কলেজের পরিস্থিতি নিয়ে। ২০০৫ সালে কমার্স কলেজের পাসআউট রাহুল নাথন। এখন তিনি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। আবেগতাড়িত হয়ে বলছিলেন, 'আমাদের সময় এখনকার মতো ইউনির্ফম ছিল না। আমরা আমাদের ইচ্ছেমতন পোশাক পরে আসতে পারতাম। এখন সবকিছুই পালটে গিয়েছে।' কথাগুলো শুনে নীলোৎপল চৌধুরীর মনেও পুরোনো দিনের কথা ভেসে উঠছিল। তিনিও এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। তাঁর সংযোজন, 'কলেজবেলার কথা মনে আছে? আমরা সেই গুলমায় চলে যেতাম। এখনকার মতো ইউনিফর্ম থাকলে তো সেসব কিছুই হত না।'

বর্তমান ব্যস্ত জটিল সময়েও এই আড্ডা টিকে থাকার রহস্য ফাঁস করলেন সুতীর্থ। বললেন, 'কলেজে থাকাকালীন আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। পাসআউট হওয়ার পরেও আমরা সেই আড্ডাটা ছাড়িনি। ধীরে ধীরে কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে। শিলিগুড়ি কলেজের মেন গেট থেকে বাঘা যতীন ক্লাব পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাচের চারটে গ্রুপ রয়েছে। শিলিগুড়ি কমার্স কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ ও সূর্য সেন কলেজের সব বন্ধু একত্রিত হয়। সারাদিনের কাজ সেরে রাত নয়টা থেকে খুব বেশি রাত এগারোটা পর্যন্ত এই আড্ডা চলে।'

আড্ডায় রাজনীতির ছোঁয়া লাগে না?

একসঙ্গেই উত্তর দিলেন সুতীর্থ মুখোপাধ্যায় ও জয়ন্ত রায়। - 'হ্যাঁ লাগে তো'। জ্যোতির্ময় তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জানেন তো? ওরা দুজন কলেজে পড়াকালীন দুই দল করত। একজন করত ছাত্র পরিষদ, আর একজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সুতীর্থ ফাইনাল ইয়ারে

শিলিগুড়ি কলেজের সামনে প্রাক্তনদের আড্ডা। -সংবাদচিত্র

- শিলিগুড়ি কলেজের মেন গেটের সামনে বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তনীদের ঠেক রয়েছে
- কাজের শেষে রাত নয়টা থেকে প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত এইসব ঠেকে আড্ডা চলে
- রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে তর্ক হলেও কখনও সেটা ঝামেলার পর্যায়ে যায় না

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সিআর-ও ছিল।' এখন আর রেষারেষি নেই? জয়ন্ত বললেন, 'আসলে আজ থেকে আঠেরো-কুড়ি বছর আগে কলেজে রাজনীতি হলেও এখনকার মতো হানাহানি হত না। রাজনীতির সময় রাজনীতি হত। তারপর সবাই একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। এখনও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্কের আড্ডা জমে ওঠে। তবে সেটা ঝামেলার পর্যায় কোনওদিনই যায় না।'

একই কথা বছর দশেক আগে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে পাসআউট শুভ দে-রও। তাঁর কথায়, 'কলেজকে ঘিরেই আমাদের বন্ধুত্ব শুরু। শেষপর্যন্ত আমাদের এই বন্ধুত্ব টিকবে। নানা বিষয়ে আলোচনার মধ্যেই বেঁচে থাকবে কলেজের স্মৃতি, বন্ধুত্ব।'

ছাদ আজও একরাশ স্মৃতির দলিল। দিনের শেষে ক্লান্তি মেটাতে কিংবা পাহাড় দেখার আকুতি নিয়ে অনেকেই আজও ভিড় জমান বাড়ির ছাদে। এই মানুষগুলোর যাপিত জীবনের না বলা কথাগুলো নিয়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদে নতুন বিভাগ- 'ছাদ-ডায়ারি'।

মন ভালো করার ঠিকানা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : সাতসকাল মানে ঠিক সকাল সাতটাতেই। রোজ সকালে ছাদে গিয়ে ডাম্বেল ভাঁজেন মামন। না, তিনি ক্রীড়াবিদ নন, দেহশ্রী প্রতিযোগিতাতেও নামবেন না। বয়স হচ্ছে। শরীর ঠিক রাখতে প্রতিদিন সকাল ৭টায় ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে চলে যান দেশবন্ধুপাড়ার মামন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'সংসারে কাজের শেষ নেই। আবার বয়সও হচ্ছে। নানারকম ব্যথা হয় শরীরে। জিমে যাওয়ার সময় নেই। আর এই শীতের ভোরে বাইরে বেরোতে ইচ্ছেও করে না। তাই ছাদটাই প্রিয়।' তাঁর এই প্রিয় ছাদ তাঁর কাছে খোলা মাঠ, জিম আর মন ভালো করার জায়গা। বললেন, 'ছেলে ডাম্বল এনে দিয়েছে। কিছু শরীরচর্চা শিখিয়েও দিয়েছে। ও নিজেও এই পেশায় যুক্ত, তাই অসুবিধা হয় না। কখনও ছাদে দৌড়ে ঘাম ঝরিয়ে নিই। কখনও আধ ঘণ্টা হেঁটে নিই। কখনও ভারোত্তলন করি। রোদ উঠলে আবার রোদ পোহাই। তারপর নেমে আসি ঘরে। মন তখন বেশ চনমনে আর ভালো হয়ে যায়।'

শিলিগুড়ি শহরে বাড়ির ছাদ এখন হয়ে উঠেছে শরীরচর্চার আদর্শ জায়গা। এই যেমন রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে জল আর বিস্কুট খেয়ে ছাদে চলে যান দেশবন্ধুপাড়ার সম্রাট চৌধুরী। শেষ চার বছর ধরে এই রোজনামচাই চলছে তাঁর। সম্রাট বলছিলেন, 'অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড খাওয়ার ফলে ২০২১ সাল নাগাদ ইউরিক অ্যাসিড, প্রেসারের সমস্যা ধরা পড়ে। চিকিৎসক সকালে অথবা সন্ধ্যায় হাঁটার নিদান দেন। তখন থেকেই রোজ ছাদে গিয়ে কপালভাতি, মেডিটেশন, নানারকম শরীরচর্চা আবার কখনও যোগ-ব্যায়াম করি।' তাঁরও একই মত, 'সকালে শুদ্ধ বাতাসটা ছাদে পাওয়া যায় এবং ওই সময়ে মনটাও ভালো হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তো কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা হয়ে যায়। তখন মনটা আরও ফুরফুরে লাগে।'

- শিলিগুড়ি শহরে বাড়ির ছাদ এখন হয়ে উঠেছে শরীরচর্চার আদর্শ জায়গা
- বর্তমান জীবনে খাদ্যাভ্যাস সহ নানা কারণে শরীরে নানা জটিলতা বাড়ছে
- সেসব আয়ত্তে আনতেই শরীরচর্চার নিদান দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

সবার পক্ষে সবসময় জিমে যাওয়া সম্ভব নয়। বাবা-মায়ের বয়স হয়েছে। ওঁদের শীতে-বর্ষায় জিমে যেতে অসুবিধা হয়। তাই আমরা বাড়িতে সবাই ভোরে ছাদে গিয়ে শরীরচর্চা করি।

-অভিজিৎ দেবনাথ
ভক্তিনগর

ভক্তিনগর এলাকার অভিজিৎ দেবনাথ বলছিলেন, 'সবার পক্ষে সব সময় জিমে যাওয়া সম্ভব নয়। বাবা-মায়ের বয়স হয়েছে। ওঁদের শীতে-বর্ষায় জিমে যেতে অসুবিধা হয়। তাই আমরা বাড়িতে সবাই ভোরে ছাদে গিয়ে শরীরচর্চা করি। এতে শরীরচর্চাও হয়, আবার একটা আড্ডাও হয়। সকালটা ফুরফুরে থাকলে সারাদিন মনটাও ভালো থাকে।' যৌথ পরিবারের ছেলে অভিজিতের কথায়, 'আমাদের যৌথ পরিবার, একটা ঘরে অনেকে মিলে শরীরচর্চাটা করা যায় না। ছাদটা অনেক বড় জায়গা। শীতকালে প্রতিদিন ভোর ৫.৩০টা নাগাদ উঠে প্রথমে একগ্লাস গরম জল খাই। এরপর ভেজানো কাঠবাদাম, কাঁচা ছোলা বা এই ধরনের কিছু খেয়ে ছাদে চলে যাই। কিছু ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ বা প্রাণায়াম করি। এছাড়াও নানা আসন করি।'

অভিজিতের মা অনীতা দেবনাথও মনমেজাজ চাঙ্গা রাখতে প্রতিদিন আধ ঘণ্টা ছাদে শরীরচর্চা করেন। হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'আসলে সারাটা দিন প্রচুর খাটুনি থাকে। মন ভালো রাখতেও তো একটু আলাদা করে সময় বের করতে হয়, সেটাই করি রোজ। বাড়ির ছোটরাও শামিল হয়। তবে ওরা একটু দেরিতে আসে, ৭.৩০টা নাগাদ।'

প্রতিটি বাড়ির ছাদের রয়েছে এমনই এক একটি গল্প। ছাদের মতো একটা বড় আর খোলামেলা জায়গা পেলে একটু শরীরচর্চা না করে কি থাকা যায়। বর্তমান সময়ে মানুষের শরীরে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নানা জটিলতা। সেসব আয়ত্তে আনতে শরীরচর্চার প্রয়োজন বলে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। সময়ের অভাবে, বয়সের ভারে অথবা নানা কারণে অনেকেই জিমে বা যোগাক্লাসে যাওয়ার সময় পান না। তাঁদের সবার পারফেক্ট চয়েস এখন 'বাড়ির ছাদ'।

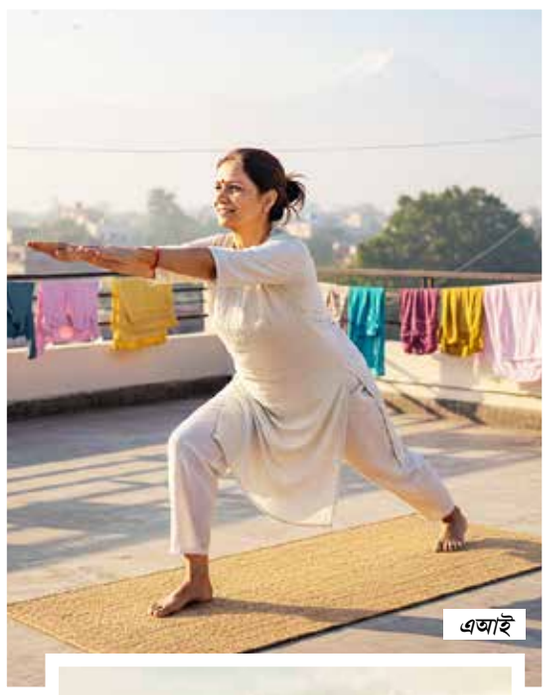

এআই

অভিযোগ পেলে ছুটবে পুলিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ নজর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের! সম্প্রতি কমিশনারেটের আওতায় থাকা সমস্ত থানার আধিকারিকদের ডেকে নতুন 'পরিকল্পনা'র বিষয়ে বিশদে জানিয়ে দিয়েছেন শীর্ষ আধিকারিকরা। বুধবার মধ্যরাত থেকেই অর্থাৎ নতুন বছরের একেবারে সূচনালগ্ন থেকে নয়া পরিকল্পনামতো 'অপারেশন'-এ নামছে মেট্রোপলিটান পুলিশের বিভিন্ন থানা। কিন্তু নতুন বছরে কী এমন ব্যবস্থা নিতে চলেছে পুলিশ?

সূত্রের খবর, এখন থেকে সব থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ১০০ কিংবা থানার ল্যান্ড ফোনে কোনও অভিযোগ এলে পুলিশকর্মীদের ওই এলাকায় যেতে হবে। পুলিশ যাওয়ার আগে সমস্যা মিটে গেলে এলাকা ঘুরে এসে থানায় জেনারেল ডায়েরিতে নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। এমনকি ছোট ঘটনার খবর এলেও যেতে হবে পুলিশকর্মীদের। বিশেষ করে রাতে যদি কোনও অভিযোগ আসে তাহলে বাড়তি সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, অন্যদিকে, বাংলাদেশেও অশান্তির পরিবেশ রয়েছে। তাছাড়া শহরে একের পর এক অপরাধের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এমনকি রাতের অন্ধকারে পরপর একাধিক চুরি, ডাকাতির ঘটনা সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আঁটোসাঁটো করতে চাইছে পুলিশ। তাছাড়া পুলিশের গাড়ি শহরে যত ঘুরবে তত বেশি দুষ্কৃতীরা অপরাধের ঘটনা করার সুযোগ পাবে না বলে মনে করছেন পদস্থ পুলিশকর্তারা।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমরা সবরকমভাবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই সবসময়েই শহরে পুলিশের কড়া নজরদারি থাকবে।'

সম্প্রতি শহরে হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে চুরি, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার অফিসের পাশে মোবাইল দোকানে চুরির ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গোয়েন্দা আধিকারিকদের অনুমান, রাতে ঠান্ডা বাড়তেই সক্রিয় হচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এই কারণেই ছোট কোনও ঘটনাকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছে পুলিশ।

- ল্যান্ড ফোনে অভিযোগ এলে ওই এলাকায় পুলিশকে যেতে হবে
- পুলিশ পৌঁছানোর আগে সমস্যা মিটে গেলে ফিরে জিডি নথিভুক্ত করে রাখতে হবে
- ছোট ঘটনা হলেও যেতে হবে,রাতে অভিযোগ এলে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে

মাঝেমধ্যেই শিলিগুড়িতে ১০০ ডায়ালে সমস্যার বিষয়টি সামনে এসেছে। তাছাড়া ফোন করলেও অনেক সময় তা রিসিভ করা হয় না বলে অভিযোগ করেছেন অনেক নাগরিক। এমনকি, ফোনে অভিযোগ জানানো হলেও, কন্ট্রোল রুম থেকে থানা হয়ে ভ্যানে খবর পৌঁছাতে এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে হয় ঝামেলা মিটে যায়, নয়তো অপরাধীরা এলাকা ছেড়ে পগারপার হয়ে যায়। সেই কারণে ফোন রিসিভ করা এবং দ্রুত পদক্ষেপ করার ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে বলা হয়েছে সব থানার আধিকারিকদের। নতুন বছরের রাত থেকেই এই নজরদারি শুরু হয়ে যাচ্ছে। সেইমতো সব থানায় আইসি এবং ওসিরাও বুধবার নিজেদের থানার পুলিশকর্মী এবং আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

যদিও শহরবাসীর প্রশ্ন, এতকিছু পদক্ষেপের পরেও অপারাধ আটকানো যাবে তো? নাকি পুলিশের নজর এড়িয়ে ফের শহরে একের পর এক ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হবে দুষ্কৃতীরা।

প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আনন্দময়ী কালীবাড়ি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মন্দিরে এই উৎসবে শামিল হতে পারবেন ভক্তরা। সকালে সারদা সেবক সংঘের তরফে এবং সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান করবেন বলে জানিয়েছেন মন্দিরের সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস।

প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : কচিকাঁচাদের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতা চলছে শিলিগুড়ি পার্কে। বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন (উত্তর) বিভাগের শিলিগুড়ি ডিভিশনের উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলবে। বুধবার পার্কে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ৪০ জন প্রতিযোগী এখানে অংশ নেয়। ১২ জানুয়ারি হবে পুরস্কার বিতরণ।

মিছিল

ইসলামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার ইসলামপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে সনাতনী সমাজ। হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে রাজ্য সড়ক ধরে পুর টার্মিনাসে পৌঁছায়। সেখান থেকে মিছিলটি চৌরঙ্গি মোড় হয়ে শেষ হয়।

গোরু উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : অসম নম্বরের পণ্যবাহী গাড়িতে করে পাচারের সময় ১৪টি গোরু ও ১৪টি বাছুর উদ্ধার করা হল। ভক্তিনগর থানা সূত্রে খবর, চম্পাসারি রোড দিয়ে ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে একটি গাড়ি সেবক রোডের দিকে ঘুরছে বলে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ খবর পায়। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ পণ্যবাহী ওই বড় গাড়িটি আটক করে।

কর্মবিরতির নবম দিন

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : কর্মবিরতির নবম দিনেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। খাওয়ার কাগজের থালা গলায় ঝুলিয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন পশ্চিমবঙ্গ পুর স্বাস্থ্যকর্মী (কনট্রাক্টচুয়াল) ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা। গলায় ঝোলানো কাগজের থালায় কোনওটায় লেখা 'ভাতা বাড়াও' আবার কোনওটায় দাবি '১৫ হাজার টাকা বেতন চাই'। বকেয়া ভাতা প্রদান, ভাতা বাড়ানো, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সরকারি ছুটি প্রদান সহ একাধিক দাবিতে গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছেন আশাকর্মী ও পুর স্বাস্থ্যকর্মীরা।

দুর্ঘটনায় জখম

ইসলামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : ইসলামপুর শহর লাগোয়া ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার কাঁঠালবাড়ি এলাকায় লরি ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে ২ জন গুরুতর জখম হন। পিকআপ ভ্যানের জখম চালক ও খালাসিকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসকরা চালককে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। পুলিশি তদন্ত চলছে।

বেপাত্তা স্ত্রী, শঙ্কা স্বামীর

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বিয়ে হয়েছে ২০ বছর আগে। কিন্তু স্ত্রীকে নাকি চোখে হারান তিনি। স্ত্রীর নামেই করে দিয়েছেন বসতবাড়ির জমি। স্ত্রীর নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই রাখেন সব টাকা। কিন্তু এখন সেই স্ত্রী পাশে নেই। পারিবারিক অশান্তিতে ১২ বছরের মেয়েকে নিয়ে স্ত্রী কোথায় গিয়েছেন বুঝে উঠতে পারছেন না সঞ্জয় গিরি। তাঁর বক্তব্য, '২৬ ডিসেম্বর পারিবারিক একটি কারণে স্ত্রীকে বকা দিয়েছিলাম। এরপর ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে উঠে দেখি, ১২ বছরের একমাত্র মেয়ে ও স্ত্রী নেই।' বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেছেন, কিন্তু কোনও হদিস পাননি। তাঁর মনে এখন একটাই প্রশ্ন, ভিটেমাটি সহ টাকা বেহাত হয়ে যাবে না তো? মনের ওই আশঙ্কা নিয়ে ভক্তিনগর থানায় এসে ওই ব্যক্তির কাতর আর্জি, 'যে করে হোক, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। স্ত্রী যদি অন্য কারও সঙ্গে চলেও যায়, তাহলেও ওকে মেনে নেব। ছোট মেয়েটাকে নিয়েও চিন্তায় রয়েছি।' যথারীতি করেছেন মিসিং ডায়েরি। স্ত্রী, মেয়েকে যিনি খুঁজে দেবেন, তাঁকে তিনি ২০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন বোঝাতে পকেট থেকে টাকার বান্ডিল বের করেও দেখান সঞ্জয়।

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়েই ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয়ের সুখের পরিবার। কিন্তু সমস্যা ডেকে আনে স্ত্রীর ভাইঝির প্রেম। সঞ্জয়ের কথায়, 'আমার স্ত্রীয়ের ভাইঝি জলপাই মোড় এলাকায় থাকে। এক তরুণের সঙ্গে ওর প্রেম রয়েছে। ছেলেটি ভালো না হওয়ায় আমি চাইনি ওই সম্পর্ক তৈরি হোক। যদিও আমাকে না জানিয়ে চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় আমার স্ত্রী জলপাই মোড়ে গিয়ে ওই ভাইঝির সঙ্গে তরুণের সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। পরে বিষয়টা জানতে পেরে আমি স্ত্রীকে বকাবকি করি।' তবে তার ফল যে এমন হবে, তা অবশ্য আগাম বুঝতে পারেননি তিনি। তিনি বলেন, 'স্ত্রীর নামে আমি ভিটেমাটি লিখে দিয়েছি। সমস্ত টাকা স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখি। এখন কী হবে, বুঝে উঠতে পারছি না। চাইছি মেয়েকে নিয়ে স্ত্রী ফিরে আসুক। আর কোনওদিন বকা দেব না।'

বইমেলার উদ্বোধন

ইসলামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে শুরু হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা। বৃহস্পতিবার বইমেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। আয়োজকদের তরফে দুপুর ১টায় ইসলামপুর শহরে একটি পদযাত্রা বের করা হবে। ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস বলেন, 'বইমেলার প্রস্তুতি শেষ। গ্রন্থাগারমন্ত্রী মেলার উদ্বোধন করবেন। জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।'

ইসলামপুর হাসপাতাল মোড়ে সন্তানদের জন্য শীতবস্ত্র কিনে মাপ দেখছেন মা। বুধবার। ছবি : রাজু দাস

পৃথিবীর পাঠশালা

অনন্ত বিদ্যুতের খেলা

বজ্রপাত ক্ষণিকের ঘটনা। কিন্তু ভেনেজুয়েলার ক্যাটাকুম্বো নদীর মোহনায় বছরের প্রায় ১৬০ দিন, প্রতি রাতে টানা ১০ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ চমকায়! একে বলা হয় 'ক্যাটাকুম্বো লাইটনিং' বা মারাকাইবোর বাতিঘর।

এখানে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৮০ বার বাজ পড়ে। স্থানীয়রা অন্ধকারে চলাচলের জন্য এই আলোর ওপরই নির্ভর করেন। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলাভূমি থেকে ওঠা মিথেন গ্যাসকে দায়ী করেন। আন্দিজ পর্বতমালা থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস আর হ্রদের গরম বাতাস মিশে এই চিরস্থায়ী ঝড়ের পরিবেশ তৈরি করে। যুগ যুগ ধরে নাবিকরা এই প্রাকৃতিক লাইটহাউস দেখেই দিক নির্ণয় করে আসছেন। নাসা একে বিশ্বের 'লাইটিং ক্যাপিটাল' ঘোষণা করেছে।

মারণ সাপের দ্বীপ

ব্রাজিলের উপকূলে এমন একটি দ্বীপ আছে যেখানে মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নাম 'ইলহা দা কুইমাডা গ্রান্ডে', যা সাধারণ মানুষের কাছে 'স্নেক আইল্যান্ড' নামে পরিচিত।

এখানে প্রতি বর্গমিটারে ১ থেকে ৫টি বিষধর সাপ থাকে! তাও যে-সে সাপ নয়, গোল্ডেন ল্যান্সহেড ভাইপার—যাদের বিষ মানুষের মাংস পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে। ধারণা করা হয়, হাজার বছর আগে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সাপগুলো এই দ্বীপে আটকা পড়ে এবং পাখি শিকার করে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। বর্তমানে কেবল ব্রাজিলিয়ান নেভি এবং বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরাই সেখানে যেতে পারেন। স্থানীয় জেলেদের কাছে এই দ্বীপ সাক্ষাৎ মৃত্যুর আরেক নাম।

বরফ বেয়ে রক্ত!

অ্যান্টার্কটিকার ধবধবে সাদা বরফের বুক চিরে যদি দেখেন টকটকে লাল রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, ভয় পাবেন কি? ১৯১১ সালে বিজ্ঞানীরা টেইলর গ্লেসিয়ারে এমনই এক দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলেন, যার নাম দেওয়া হয় 'ব্লাড ফলস'।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল কোনও শ্যাওলার কারণে এমন লাল রং। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা আসল রহস্য ফাঁস করেছে। হিমবাহের নীচে চাপা পড়ে থাকা এক বিশাল নোনা জলের হ্রদ থেকে এই জল বেরিয়ে আসে। ওই জলে প্রচুর পরিমাণে লোহা বা আয়রন মিশে আছে। মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতেই সেই লোহায় মরচে ধরে যায় এবং জলের রং রক্তের মতো লাল হয়ে যায়। বরফের দেশে এই 'রক্তের ঝরনা' প্রকৃতির এক বিস্ময়কর কেমিস্ট্রি ল্যাব।

পাখির গলায় করাত

অস্ট্রেলিয়ার লায়ারবার্ড-কে বলা হয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নকলনবিশ। কোকিল বা ময়না পাখির কথা ভুলে যান, এই পাখিটি এমন সব শব্দ নকল করতে পারে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বনের অন্য পাখির ডাক তো বটেই, এরা মানুষের তৈরি শব্দ—যেমন করাত দিয়ে গাছ কাটার শব্দ (Chainsaw), ক্যামেরার শাটার পড়ার আওয়াজ, গাড়ির হর্ন, এমনকি বাচ্চার কান্নাও হুবহু নকল করতে পারে! জঙ্গলে কাঠুরিয়াদের গাছ কাটার শব্দ শুনে শুনে এরা সেটা শিখে ফেলেছে। পর্যটকরা অনেক সময় জঙ্গলে ক্যামেরার ক্লিক বা করাতের শব্দ শুনে ভুল করেন, পরে দেখেন আসলে তা একটি পাখি। পরিবেশবিদরা বলেন, লায়ারবার্ডের এই 'করাত' ডাকার শব্দ আসলে বন ধ্বংসের এক করুণ রিমাইন্ডার।

পেশায় মাঝি, নেশায় পাখির পাহারাদার

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩১ ডিসেম্বর : আসুন, আলাপ করিয়ে দিই সায়েদ শেখের সঙ্গে। মধ্যবয়স্ক সায়েদ এমনিতে পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গায় নৌকা চালান। পেশায় মাঝি। আর নেশায়? তাঁর নেশা হল, চোরাশিকারিদের ধরিয়ে দেওয়া। এই পঞ্চানন্দপুরে যেমন দেদারে আসে পাখিরা, তেমনই আসে চোরাশিকারিরাও। তাদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের রক্ষা করেন দিলীপ মণ্ডল, সায়েদ, বেলাল শেখদের মতো দাবাং মাঝিরাই। বন দপ্তরকে খবর দেন। চোরাশিকারিরা শাস্তি না পেলে তাঁরা যেন ঠিক স্বস্তি পান না।

শীত পড়তেই ভিনরাজ্য, ভিনদেশ থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি এসে ভিড় জমাতে শুরু করে পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে। আর তাই এখন সায়েদ, দিলীপ, বেলালদের চোখে ঘুম নেই। কারণ 'অতিথিরা' আসতে শুরু করলেই ওদিকে সক্রিয় হয়ে ওঠে চোরাশিকারিরা। ওই মাঝিদের কথায়, পরিযায়ী হাঁসের মাংস চড়া দামে বাজারে বিক্রি হয়। যা মাছ বিক্রি করে হয় না। তাই সুযোগ পেলেই নির্বিচারে পাখিদের মেরে ফেলা হয়। এমনকি পাখি বাঁচাতে বেলালদের উপরেই ভরসা রাখে বন দপ্তর। গত ২৮ ডিসেম্বর মালদা, ফরাক্কা, মানিকচক এবং ধুলিয়ানের প্রায় দেড় হাজার মাঝিকে নিয়ে সভা করেছে বন দপ্তর। সেখানেই তাঁদের কাছেই বনকর্তারা আবেদন করেছেন পাখিদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য।

কীভাবে পাখি মারা হয়? প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চানন্দপুরের প্রবীণ মাঝি বেলাল বললেন, 'ভাত, মাছের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে নদীর চরে ফেলে রাখে। আর সেই বিষ ভাত খেয়ে হয় ঝিমিয়ে পড়ে, না হয় মরে যায় পাখি। ভোরের আলো ফোটার আগেই সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করা হয়।'

পঞ্চানন্দপুরের একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা নদী। নদীর একদিকে বাংলা, অপরদিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। প্রতিবছর বন্যার জল কমলে নদীবক্ষে জেগে ওঠে বিশাল বিশাল চর। গঙ্গার মাছের লোভে ওই চরগুলিতে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখিরা। প্রতি বছরের মতো এবারও ভিড় জমিয়েছে বিদেশি হাঁসের দল। দিলীপ বলছিলেন, 'আমরা সারা বছর নৌকা চালাই। নদীর চরে কৃষিকাজ করি। তাই প্রতিদিনই নৌকা নিয়ে এই চর থেকে ওই চরে যাতায়াত করতে হয়। আর শীতকালে আমাদের কাজ কিছুটা বেড়ে যায়। কারণ, এই সময়টা আমরা পাখিদের উপর নজর রাখি। কী কী পাখি এসেছে, কোথাও কোনও পাখি শিকার হচ্ছে কি না, আমাদের নজর রাখতে হয়। কিছু অসংগতি দেখলেই আমরা বন দপ্তরকে জানিয়ে দিই।' হাতেনাতে চোরাশিকারিদের ধরেছেন বেশ কয়েকবার। অধিকাংশই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

শীতের মরশুমে পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে পরিযায়ী পাখিরা।

পঞ্চানন্দপুর এলাকাটি কালিয়াচক-২ ব্লকের অন্তর্গত। সেখানে চোরাশিকারিদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে উদ্যোগী বন দপ্তর। যদিও ভরসা সেই মাঝিরাই। কালিয়াচকের রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী মণ্ডল বললেন, 'সম্প্রতি প্রায় দেড় হাজার মাঝিকে নিয়ে সভা করেছি। পাখি বাঁচাতে কী কী করা উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বন দপ্তরের উদ্যোগে সপ্তাহে একদিন মাইকিং করা হচ্ছে যাতে অতিথি পাখিদের শিকার না করা হয়।'

বনকর্তারা প্রশংসা করলে কী হবে, চোরাশিকার রোখার কাজটা তো খুব একটা সহজ নয়। কখনো-কখনো হুমকির মুখে পড়তে হয়। তখন সায়েদরা দল বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে চোরাশিকার রুখতে বারবার বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দিলীপ দাবি করেছেন, 'গত বছর বিষ সহ তিন চোরাশিকারিদের হাতেনাতে ধরে বন দপ্তরের কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যায় চোরাশিকারিরা। কঠোর শাস্তি না দিলে চোরাশিকারিদের উপদ্রব থামানো যাবে না।'

মালদা শহর বা আরও দূর দূর থেকে পাখিপ্রেমীরা বা ছবিপ্রেমীরা পঞ্চানন্দপুরে যান পাখির ছবি তুলতে। তাঁরাও বেলালদের কৃতিত্বের কথা মানছেন। এমনই একজন, অধ্যাপক বিপ্লব মুখোপাধ্যায় জানালেন, এবছর বড়ি হাঁস, চখাচখি, পিইং হাঁস, ছোট লালশির, মেটে হাঁসের মতো বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি ভিড় জমিয়েছে গঙ্গার চরে। মনে হচ্ছে, আগামীতে আরও পাখি আসতে চলেছে। ওই সাহসী মাঝিরা চোরাশিকারিদের সামনে বুক চিতিয়ে না দাঁড়ালে এইসব পাখির কোনও নিরাপত্তাই থাকত না।

কুপ্রস্তাবে 'না', অমানবিকতা বালুরঘাটে

প্রেমিকাকে রাস্তায় মার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : প্রেমিকের কুপ্রস্তাবে রাজি না হয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এক ছাত্রী। আর তাই প্রেমিকাকে শিক্ষা দিতে বিহার থেকে দলবল নিয়ে এসে বালুরঘাটের প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে ওই প্রেমিকের বিরুদ্ধে। চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এরপর ওই তরুণীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় মানিব্যাগ। এরপর তারা বিহারে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ওই রাতেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, 'এই ঘটনায় অভিযোগ ও মামলাও হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

■ প্রেমিকের কুপ্রস্তাবে রাজি না হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক ছাত্রী

■ বিহার থেকে লোক এনে বালুরঘাটে প্রেমিকাকে পেটানোর অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে

■ প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই বালুরঘাট থানায় অভিযোগ করেন তরুণী

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাটের একটি মহিলা কলেজের ওই ছাত্রীর বাড়ি গ্রামীণ এলাকায়। শহরে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন। অনলাইনে গেম খেলার সুবাদে বিহারের এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই তরুণীর। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতেই প্রেমিক ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে লাগাতার বিরক্ত করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এই কারণে এরপর ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন ওই তরুণী। প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন করেন ওই ছাত্রী। সম্পর্ক ছিন্ন করলেও প্রেমিক ছাত্রীটির বান্ধবীদের মাধ্যমে তাঁর দিকে বিহার থেকেই নজর রেখে চলেছিল।

অভিযোগ, গতকাল মঙ্গলবার ওই তরুণ তার সঙ্গীসাথিদের বিহার থেকে নিয়ে বালুরঘাটে এসে এলাকায় একটি লজে আত্মগোপন করে থাকে। সেখান থেকেই ওই ছাত্রীর ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল তারা। রাতে বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি জিম থেকে ওই ছাত্রী বের হতেই তাঁকে পেছন থেকে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ছাত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন জমা হতেই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ওই তরুণী ঘটনার বিবরণ দিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন, 'বারবার কুপ্রস্তাব দেওয়ায় আমি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম না। কিন্তু ওরা যে এভাবে বালুরঘাটে এসে ওঁত পেতে থেকে আমাকে মারধর করবে আমি ভাবতেই পারিনি।' তিনি বলেন, 'ওরা আমার আরও বড় ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

জমেছে গাড়িও।। *তুষারপাতের পরে লাদাখের দ্রাস এলাকা। বুধবার। -পিটিআই*

সরকারি ভবন নিলামের নির্দেশ

কিশনগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : ঠিকাদারের বকেয়া টাকা পরিশোধ না করায় আদালতের নির্দেশে জেলা ভবন (আবাসন) নির্মাণ দপ্তরের অফিস নিলাম করা হবে। কিশনগঞ্জ জুডিসিয়াল আদালতের এই কঠোর পদক্ষেপে আগামী ২৮ জানুয়ারি সরকারি দপ্তরের অফিস ও আসবাবপত্র নিলাম করা হবে। আদলত সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা জুডিসিয়াল আদালতের সাব-জজ (১) ঠিকাদার মুকেশ সিংয়ের আট বছরের পুরোনো মামলায় মঙ্গলবার এই বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

কিশনগঞ্জ জেলার ইতিহাসে কোনও মামলায় এই ধরনের নির্দেশ প্রথম বলে প্রবীণ আইনজীবী শিশিরকুমার দাস জানান।

অভিযোগ, আট বছর আগে ঠিকাদার মুকেশ সিং সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্দেশে জেলার বেশ কিছু সরকারি অফিসের ভবন নির্মাণ ও মেরামতির কাজ করেন। অবশ্য আইনি প্রক্রিয়ার পর মুকেশ এই কাজের বরাত পান। কিন্তু কাজ হওয়ার পর তিনি টাকার জন্য বারবার সংশ্লিষ্ট বিভাগে ও আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরেও কোনও কাজ হয়নি।

অবশেষে তিনি বিভাগীয় ট্রাইবিউনালে আবার মামলা দায়ের করেন। এই আদলত মঙ্গলবার এই নির্দেশ জারি করে।

ধর্মঘট প্রত্যাহার

কিশনগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা বুধবার থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এবিষয়ে প্রতিবাদী নিরাপত্তারক্ষীদের তরফে বিপুল মণ্ডল বলেন, 'আমরা সকালেই কাজে যোগ দিয়েছি।' একটি এজেন্সির মাধ্যমে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতাল সহ রাজ্যের অন্য হাসপাতালে মোট ১৩৬ জন নিরাপত্তারক্ষী কর্মরত। প্রাক্তন সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রতিদিন জনপ্রতি ১২৯৩ টাকা প্রদান করার কথা। কিন্তু প্রতিদিন তাঁদের মাত্র ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। সিভিল নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য সরকার প্রতিদিন ৭৫৫ টাকা দেয়। কিন্তু এজেন্সি ২৯০ টাকা দেয় বলে অভিযোগ।

ফুল বুকিং পাহাড়ে

প্রথম পাতার পর

টাইগার হিলেও কোনও গাড়ি যাচ্ছিল না। কিন্তু এখন সবকিছুই স্বাভাবিক হয়েছে। তাই পর্যটকরাও আসছেন। তাঁরা ভীষণ আনন্দ করছেন।'

এদিন ম্যালের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে কলকাতা থেকে আসা পর্যটক তন্ময় চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'প্রতি বছরই এই সময়টায় দার্জিলিংয়ে কাটানো পছন্দ করি। গত বছরও এসেছিলাম। এবার ঠান্ডা একটু বেশি অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে ম্যালে কমলালেবু উৎসব হচ্ছে। পাশাপাশি শহরটাও সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে। সকালেই ঝলমলে আকাশ, কাঞ্চনজঙ্ঘার পুরো রেঞ্জ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।' এদিন ঘুম এবং দার্জিলিং রেলস্টেশনে পর্যটকদের থিকথিকে ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। দার্জিলিং-ঘুম, দার্জিলিং-কার্সিয়াংয়ের মধ্যে চলাচলকারী টয়ট্রেনের প্রতিটি কামরা ভিড় করে পর্যটকদের ভ্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। দার্জিলিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বাসিন্দা প্রিয়াংকা ঘোষ বলছিলেন, 'বাবা-মা এবং স্বামীকে নিয়ে এসেছি। জয়রাইডে করে ঘুম পর্যন্ত যাব। জীবনে প্রথমবার টয়ট্রেনে চাপছি, ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে।'

স্টেশনে দাঁড়িয়ে টয়ট্রেনের সঙ্গে সেলফি নিতে গিয়ে রাজীব নাথ বললেন, 'সকালে টাইগার হিলে গিয়েছিলাম। ভীষণ সুন্দরভাবে সূর্যোদয় এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি। ম্যালে কমলালেবু উৎসবে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুও নিয়েছি। কিন্তু টাইগার হিল যাতায়াতে অতিরিক্ত যানজটের জেরে ভোগান্তিটাই খুব বেমানান লাগছিল। বাকি সবকিছু নিয়ে দারুণ মজা করছি।'

নববর্ষ বরণ

প্রথম পাতার পর

শহরের জেন জেড থেকে প্রবীণরা নিজেদের মতো করেই বছরের শেষ দিন উদযাপনের প্ল্যানিং শুরু করেছিল। সকাল থেকেই তাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পিকনিক করতে তরিবাড়ি চলে এসেছিলেন অনিল দাস। বেলা বাড়তেই শুরু হয়ে যায় লাঞ্চের প্রস্তুতি। মেনুতে ফ্রায়াড রাইস-চিকেন। সন্ধ্যার প্ল্যানিং নিয়ে প্রশ্ন করতেই অনিলের হাসি আরও যেন চওড়া হল, 'পিকনিক থেকে ফিরে পরিবারকেই সময় দেব। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরতে যাব।'

এদিন অবশ্য জাতীয় সড়কে সকাল থেকেই যানজট থাকায় গাড়ি নিয়ে পিকনিক করতে বেরিয়ে কিছুটা মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল ঋষিকেশ বিশ্বাসের। বন্ধুদের বললেন, 'নতুন বছরেও এই যানজট থেকে আমরা হয়তো নিস্তার পাব না।'

সকাল থেকেই শহরের সাধারণ মানুষের পিকনিক মুডে চলার মধ্যে পুলিশ প্রশাসনের তরফে তোড়জোড় চলছিল। পুলিশি নিরাপত্তায় শহর মুড়ে দেওয়ার। গত কয়েকদিনে একাধিক নারীঘটিত অপরাধ সামনে আসায় বাড়তি চাপ নজরে পড়ছিল পুলিশকর্তাদের মধ্যেও। এক পুলিশকর্মী বলছিলেন, 'শহরের ভিড়প্রবণ প্রতিটি এলাকাতেই সাদা পোশাকের বিশেষ টিম রয়েছে। শহর সংলগ্ন বাইরের এলাকাতেও রয়েছে।'

ট্রাফিক সম্পর্কে ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বললেন, 'প্রতিটি রাস্তাতেই নাকা চেকিং থাকবে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাউকে গাড়ি চালাতে দেওয়া হবে না।' রাত বাড়তেই নাকা চেকিং নজরে পড়লেও হেলমেটবিহীন অবস্থায় একদল তরুণ-তরুণীকে শহরের অলিগলিতে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা গেল রাত পর্যন্ত। রাত বারোটায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর সঙ্গেই বাজির আলোয় ঝলমল করে উঠল শহরের আকাশ।

বাবা মনোজ দাসকে নিয়ে সন্ধ্যায় মলে ঘুরতে গিয়েছিল বছর বারোর মঞ্জরী। চোখমুখ খুশিতে ঝলমল করছে। বলল, 'বাবাকে বলেছি, বছরের প্রথম দিনেও ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে।' মনে হল মেয়ের আবদার রাখাই বাবা মনোজের আগামী বছরের প্রথম টার্গেট।

মুখ্যসচিব পদে বদল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষদিনে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরে রদবদল। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে নতুন নিযুক্তি হল। এতদিন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব সামলে আসা নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে নিযুক্ত করল সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব। রাজ্যের নানা দায়িত্ব তিনি সামলেছেন দীর্ঘদিন। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের চাকরিজীবনের শেষদিন ছিল বুধবার।

যদিও তাঁকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া হল না প্রশাসন থেকে। মনোজকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের প্রধান সচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছে নবান্ন। অন্যদিকে, নন্দিনীর পুরোনো পদ স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল আরেক আইএএস অফিসার জগদীশপ্রসাদ মিনাকে।

তিনি এতদিন কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের সচিব ছিলেন। একইসঙ্গে ছিলেন রাজ্য দূষণ পর্ষদের সদস্য-সচিব। সেই পদে অবশ্য থেকে যাবেন জগদীশ।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : যৌথ অভিযানের মাধ্যমে বুধবার কিশনগঞ্জের বালুচক থেকে ব্রাউন সুগার সহ দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও এসএসবি। বাজেয়াপ্ত করা হয় ২০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এছাড়াও পাচারে ব্যবহৃত একটি স্কুটার, নগদ ৬ হাজার ৭৪৫ টাকা ও ৪টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের নাম জতিমা খাতুন ও মহম্মদ সামরুল। তাঁদের বাড়ি দার্জিলিং জেলার বিধাননগর থানা এলাকার কছুঁয়াবাড়ি হাটে। ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জীবনের দাবিতে নিরুত্তর

প্রথম পাতার পর

(পড়ুন জীবন সিংহ) দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করলেই রাজ্য ভাগ হবে না।' শোভনদেবের কথায়, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ও সাংবিধানিক নীতি মানলে রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে এধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাই আমরা এই বৈঠককে গুরুত্বই দিচ্ছি না।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজবংশী ভোট পক্ষে নেওয়ার উদ্দেশে জীবন সিংহকে বিজেপি ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, 'প্রতিবার ভোটের আগে বিজেপি পৃথক রাজ্যের প্রসঙ্গ তোলে।' উদয়নের ভাষায়, 'বিজেপির আশ্রয়ে জীবন এতদিন অসমে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। বিজেপির প্রয়োজনে তিনি দিল্লিতে বৈঠক করার সাহস পাচ্ছেন।'

কেএলও প্রধান অবশ্য ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন বিজেপি'র দিকে আছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি টেলিফোনে বলেন, 'পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিকে যারাই বিরোধিতা করবে, তাদের আমরা ভোট দেব না। আগে অনেকবার ভোট দিয়ে কাজ কিছু হয়নি। এবারের ভোটে পৃথক রাজ্য গঠনে যারা আমাদের পাশে থাকবে, তাদেরই ভোট শুধু দেব।'

ভোট দিতে রাজি থাকলেও পশ্চিমবঙ্গকে পুরোপুরি অস্বীকার করছেন জীবন। তাঁর দাবি, ভারতভুক্তির চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার পৃথক 'গ' শ্রেণির রাজ্য। কোচবিহার ও কেন্দ্রের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ওই চুক্তি হয়েছিল। তাতে পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভূমিকা ছিল না। আলাদা রাজ্য হোক বা কাউন্সিল, সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে নিয়ে সমঝোতার উদাহরণ আছে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠনে।

কেএলও প্রধান সেসব মানতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'আমরা বাংলা রাজ্যের বাসিন্দাই নই। নতুন করে রাজ্য চাইছিও না। গ্রেটার কোচবিহারের মতো ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া পৃথক রাজ্যকে শুধু ফিরে পেতে চাইছি কোচবিহার ভারতভুক্তি হয়েছিল দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে। তাই আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।'

পৃথক রাজ্য কামতাপুর বা গ্রেটার কুচবিহার যে নামেই হোক না, আপত্তি নেই বলে জীবন জানান। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, জীবন সহ কেএলও নেতাদের চলাফেরার ওপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। তাঁদের আর আটকে রাখাও হবে না। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের আতিথেয়তায় থাকলেও জীবন ছিলেন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। তা থেকে মুক্ত করা হল বলে ওই প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে।

বাংলার বিভিন্ন থানায় জীবনের বিরুদ্ধে নাশকতা ও খুনের একাধিক মামলা ঝুলছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও আছে। এই রাজ্যে এলে যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে রাজ্যকে না জানিয়ে কীভাবে চলাফেরায় প্রাক্তন কেএলও জঙ্গিদের ছাড়পত্র কেন্দ্র দিতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জীবনের অবশ্য যুক্তি, যেহেতু তাঁরা বাংলায় বসবাস করেন না, তাই বাংলার আইন তাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

জীবন জানিয়েছেন, এর আগেও ৭ বার তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাবি, এবারই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র বৈঠকের কথা অস্বীকার করলেও মঙ্গলবার জীবন দাবি করেছিলেন যে, কেন্দ্রের তরফে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইবি'র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্তন অধিকর্তা একে মিশ্র। তিনি কেএলও ও কেন্দ্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে জীবন জানিয়েছিলেন। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির সভাপতি তপতী রায় মল্লিক, কেএলও নেতা ডিএল কোচ, মঞ্চলাল সিংহ, মাধব মণ্ডল, ধনঞ্জয় বর্মন সহ অনেকে ছিলেন বলে প্রেস বিবৃতিটিতে দাবি করা হয়েছে। পৃথক রাজ্য ছাড়া তাঁদের অন্য দুটি প্রধান দাবি হল কামতাপুর ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে স্বীকৃতি এবং কোচ-রাজবংশীদের তপশিলি আদিবাসী মর্যাদা দান।

জীবনের বক্তব্য, সদিচ্ছা থাকলে অষ্টম তফশিলে কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতিতে কোনও বাধা নেই। নবান্নের কর্তাদের দাবি, রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে এই বৈঠকের পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। নবান্নের এক কর্তা বলেন, 'এর আগেও বাংলা ভাগের চক্রান্ত হয়েছিল। এই চক্রান্ত যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ করা হবে।'

(তথ্য সংগ্রহঃ পূর্ণেন্দু সরকার, দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নবনীতা মণ্ডল)

উদয়ন গড়ে অদৃশ্য কাঁটা

প্রথম পাতার পর

নিশীথের কথা শুনে আলোচনায় ঢোকেন চা দোকানি। বলেন, 'বাবুনদা (উদয়ন)-কে তো গ্রামে পাওয়াই যায়, কিন্তু শহরের হাওয়াটা বোঝা মুশকিল।' প্রাক ভোটের এই সংলাপই আসলে বর্তমান দিনহাটার রাজনৈতিক আবহ কেমন তা বুঝিয়ে দেয়।

দিনহাটা পুরসভা, ২ নম্বর ব্লক এবং ১ নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে দিনহাটা বিধানসভা গঠিত। পর্দার বাইরে উদয়ন এখানকার বেতাজ বাদশা। আপাতত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। কিন্তু পর্দার আড়ালের খেলা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আড়ালে যে খেলা চলছে তাতে সন্দেহ নেই। সেই খেলা বুঝে চাল দিয়ে কে কিস্তিমাত করবে তা ভোট যত এগোবে ততই পরিষ্কার হবে। দিনহাটায় বিজেপির নেতা নেই, কর্মী হাতেগোনা, কর্মসূচিও সেই অর্থে শূন্য, কিন্তু সমর্থক প্রচুর। সেই সমর্থকরা কেউ বিজেপিপ্রেমী, কেউ তৃণমূল বিরোধী। তবে উদয়নবাহিনীর ভয়ে তাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকেন। সেই অদৃশ্য সমর্থকদের একজোট করতে পারাটাই চ্যালেঞ্জ গেরুয়া শিবিরের কাছে। চ্যালেঞ্জ একটা অবশ্য তৃণমূলেরও আছে, সেই অদৃশ্য সমর্থকদের চিহ্নিত করা। কারণ, ওই অদৃশ্য সমর্থকরাই ভোটে জয়-পরাজয় ঠিক করবে। এই দৃশ্যমান বিরোধীহীনতা উদয়নের কাছে স্বস্তির চেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনহাটায় এখন পরিস্থিতি এমন যে, ঘরের ভেতরেই শত্রু বিভীষণ হয়ে বসে আছে কি না, তা বোঝার উপায় নেই।

দিনহাটা শহরের অলিগলি এখন বেশ ঝকঝকে। উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে অনেক জায়গায়। উদয়ন গুহ নিজে শহরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, শহুরে শিক্ষিত ভোটারদের একটা বড় অংশের কাছে উদয়ন এখনও যেন 'অচেনা' নেতা। তাঁর এখনও উদয়নকে ভোটে জেতাতে চান না। এই গ্রহণযোগ্যতার অভাবের মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব। শহরের মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছেন, একদল বহিরাগত তরুণ এবং মাসলম্যানদের দাপাদাপি। প্রকাশ্যে তৃণমূলের দাপট এতটাই যে শহরের মানুষ বিরক্ত। তলে তলে তাঁদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ পুর এলাকায় 'সাইলেন্ট ভোটার'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সেই ভোটাররা যে কোনও ছক বদলে দিতে পারে। বহু চেষ্টাতেও সেই ভোটারদের বাগে আনতে পারেননি উদয়নের বাহিনী। আবার সাম্প্রতিক সময়ে উদয়নের খাস তালিকা থেকে দলের নেতা বিশু ধরের খানিকটা সরে যাওয়া এবং সাবির সাহা চৌধুরীর উঠে আসা, নামেই তৃণমূলে থাকা জয় ঘোষের সঙ্গে উদয়নের দূরত্ব অনেক জল্পনাই উসকে দিতে শুরু করেছে।

গ্রামের দিকে তাকালে সমীকরণটা আরও একটু জটিল। বিশেষ করে দিনহাটা-২ ব্লকের রাজনৈতিক মানচিত্রে মীর হুমায়ুন কবীরের নামটা একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন। তৃণমূলের টিকিটে জেলা পরিষদে জিতলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় নন। তাঁর নীরবতাই এখন উদয়নের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের ওপর উদয়ন বিরোধী হুমায়ুনের যে প্রভাব, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি নিজে কিছু না বললেও তাঁর অনুগামীরা কোন দিকে পা বাড়াবেন, তার ওপর দিনহাটা বিধানসভার অনেক অঙ্ক নির্ভর করছে। দলীয় নেতার এই রহস্যময় নীরবতা শাসক শিবিরের জন্য অশনিসংকেত। দিনহাটা-২ ব্লকই দিনহাটা বিধানসভার প্রাণভোমরা। সেখানে হুমায়ুনের মতোই তৃণমূলের আর এক কাঁটার নাম বিষ্ণুপদ সরকার। ঘাসফুল শিবিরের ওই প্রাক্তন ব্লক সভাপতিও আপাতত ব্রাত্যদের তালিকায়। ভোটের মাঠে তিনি কীভাবে খেলবেন তা বোঝা দায়।

আবার বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতে বাহুবলী রাজনীতির এক অদ্ভুত প্যাঁচ তৈরি হয়েছে। তাপস দাসের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তি বৃদ্ধি মনে হলেও, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যখন তাপস বিজেপি-তে গিয়েছিলেন, তখন সেই এলাকার আদি বিজেপি কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। অনেকে আবার বিজেপি-কে সবক শেখাতে তলে তলে তৃণমূলকে সাহায্য করার মানসিকতা তৈরি করেছিলেন। উদয়ন গুহ সেই সুযোগে বিরোধী ভোটকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাপস তৃণমূলে ফিরতেই চিত্রটা বদলে গিয়েছে। পুরোনো বিজেপি কর্মীরা এখন আবার একজোট হওয়ার রসদ খুঁজে পাচ্ছেন। অন্যদিকে, বিজেপি-তে থাকাকালীন তাপস যে তৃণমূল কর্মীদের ওপর দাদাগিরি করেছিলেন, সেই নীচুতলার কর্মীরা এখন তাপসকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। এই চাপা অসন্তোষ আর অভিমানে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি ভেতর থেকে ফোকলা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

উদয়ন গুহ এলাকায় উন্নয়ন করেছেন, মানুষের প্রয়োজনে সাড়াও দেন, কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর হুমকি উন্নয়নের পাঁচালির আওয়াজের থেকে বেশি জোরে বাজছে। সব মিলিয়ে দিনহাটা বিধানসভা এখন এক কঠিন রাজনৈতিক পরীক্ষার সামনে। বিধানসভাজুড়ে নীচু স্বরের আলোচনাগুলো অন্তত এটুকুই ইঙ্গিত দিচ্ছে, উদয়নের লড়াইটা এবার বাইরের শত্রুর চেয়ে অনেক বেশি ঘরের ছায়াদের সঙ্গে। দিনশেষে কোচবিহারের এই জনপদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে সেই নীরব ভোটারদের হাতেই, যারা প্রকাশ্যে তৃণমূল হলেও গোপনে হয়তো অন্য কোনও হিসেব কষছেন।

‘স্লিপিহেড’ ভ্যাকেশন ও ‘অফ-বিট’ ডায়েরি

মাঝেমধ্যে কেবল ঘুমোনোর জন্যও ছুটি লাগে। তাই একঘেয়েমি কাটাতে এবার হোন ‘স্লিপিহেড’ পর্যটক। ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গল বা বক্সার নীল পাহাড় আপনার প্রতীক্ষায় আছে। হদিস দিলেন অনিন্দ্য অধিকারী

এক সময় ছিল যখন ‘বেড়ানো’ মানেই ছিল এক লম্বা চেকলিস্ট। সকাল ৬টায় সূর্যোদয় দেখা, বেলা ১০টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে তিনটে ভিউপয়েন্ট ঘোরা, আর বিকেলের মধ্যে লোকাল মার্কেটে কেনাকাটা সেরে হোটেলের ঘরে ক্লান্ত হয়ে ফেরা। কিন্তু ২০২৬ সালে এসে ভ্রমণের সেই সংজ্ঞা আমূল বদলে গিয়েছে। আমরা এখন আর ‘দেখার’ জন্য ছুটি কাটাতে যাই না, আমরা যাই ‘থাকার’ জন্য। নতুন বছরের প্রথম সকালে যাঁরা ডায়েরির পাতায় আগামীর ট্রাভেল প্ল্যান সাজাচ্ছেন, তাঁদের জন্য ২০২৬ নিয়ে এসেছে এক অদ্ভুত সুন্দর ট্রেন্ড— ‘স্লিপ ট্যুরিজম’ বা ‘স্লিপিহেড’ ভ্যাকেশন।

স্লিপ ট্যুরিজম : যখন ঘুমই গন্তব্য

শুনতে অবাক লাগলেও, ২০২৬-এর সবথেকে স্মার্ট ট্রাভেল ট্রেন্ড হল স্রেফ ঘুমানোর জন্য কোথাও ঘুরতে যাওয়া। সারা বছরের ল্যাপটপ-স্মার্টফোনের নীল আলো আর ই-মেল-নোটিফিকেশনের চাপে আমাদের ঘুম আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। তাই মানুষ এখন এমন সব গন্তব্য খুঁজছে যেখানে পাহাড়ের শান্ত হাওয়া আর নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। এটি অলসতা নয়, বরং এটি হল মানসিক ও শারীরিক ‘রিকভারি’। ২০২৬-এর আধুনিক পর্যটকরা কোনও লাক্সারি হোটেলের ঘর নয়, বরং বেছে নিচ্ছেন পাহাড়ের কোনও নির্জন হোমস্টে, যেখানে জানলা খুললে মেঘ ঢুকে আসে আর রাতভর ঝিঁঝির ডাক লোরির মতো কাজ করে। এখানকার ইউএসপি হল— আরামদায়ক বিছানা, ভেষজ সুগন্ধি এবং ঘড়ি ছাড়া একটি দিন। যেখানে সকাল সাতটার অ্যালার্ম নেই, আছে শুধু নিজের ছন্দে জেগে ওঠা।

যেখানে নেটওয়ার্ক নেই, আছে প্রাণ

২০২৬-এর ট্রাভেল ডায়েরিতে সবথেকে কাঙ্ক্ষিত জায়গা সেগুলোই, যেখানে আপনার মোবাইলের সিগন্যাল বার দেখাবে ‘নো সার্ভিস’। উত্তরবঙ্গের বক্সা পাহাড়ের ছোট ছোট গ্রাম কিংবা ডুয়ার্সের একেবারে ভেতর দিকের জনবসতিহীন কোনও চা বাগানের বাংলো এখন পর্যটকদের নতুন স্বর্গ। বক্সার সেই চড়াই উতরাই পথ বেয়ে কোনও পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছে যখন আপনি দেখবেন আপনার স্মার্টফোনটি কেবল একটি কাচের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক তখনই শুরু হয় আসল ‘অফ-দ্য-গ্রিড’ অভিজ্ঞতা। ডিজিটাল ডিটক্স-এর জন্য এর চেয়ে বড় সুযোগ আর নেই। নেটওয়ার্ক না থাকায় আপনি বাধ্য হন পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে, পাহাড়ি ঝোরার শব্দ শুনতে বা স্রেফ চুপ করে বসে পাইন গাছের পাতায় বাতাসের খেলা দেখতে। এই ‘অফ-বিট’ জীবনের স্বাদই হল ২০২৬-এর প্রকৃত লাক্সারি।

রাত যখন কথা বলে

দিনের আলোয় পাহাড়ে ঘোরা তো পুরোনো গল্প। ২০২৬-এ ট্রেন্ড হল ‘নকটারনাল ট্যুরিজম’ বা রাত্রিকালীন ভ্রমণ। ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কোনও ওয়াচটাওয়ারে বসে রাত কাটানো কিংবা পরিষ্কার আকাশে তারা দেখার নেশায় এখন বুঁদ আধুনিক পর্যটকরা। উত্তরবঙ্গের পরিষ্কার আকাশ অ্যাস্ট্রো ট্যুরিজমের জন্য আদর্শ। কালিম্পং বা কার্সিয়াংয়ের কোনও নির্জন বারান্দায় টেলিস্কোপ নিয়ে বসে নক্ষত্রমণ্ডলী খোঁজা এখন অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। এছাড়া গাইডকে সঙ্গে নিয়ে ‘নাইট হাইকিং’ বা রাতে জঙ্গলের মেঠো পথে হাঁটাও এক নতুন ট্রেন্ড। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের রূপ কেমন হয়, কিংবা রাতের জঙ্গলে বুনো ফুলের গন্ধ কেমন মাতাল করে দেয়— এই অভিজ্ঞতাগুলো আপনার ২০২৬-এর ডায়েরিকে সমৃদ্ধ করবে।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভ্রমণ মানে আর কেবল সেলফি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা নয়। এখনকার ট্রেন্ড হল ‘স্লো ট্রাভেল’। মানুষ এখন ভিড় থেকে দূরে এমন এক নীরবতা খুঁজছে যা তাকে নতুন করে চার্জ করতে পারে। ২০২৬-এর স্মার্ট লিভিং-এ আমরা বুঝেছি যে, মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাওয়াটাই আসলে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সেরা উপায়। পাহাড়ের সেই সব অফ বিট গ্রামগুলিতে এখন আর পর্যটকদের কোলাহল নেই, আছে এক শান্ত সমর্পণ। সেখানকার লোকাল খাবারের স্বাদ, কাঠে রান্না করা খাবারের ধোঁয়া আর পাহাড়ের মানুষের আতিথেয়তা কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের থেকে অনেক বেশি দামি। নতুন বছরের রেজোলিউশনে এবার তবে থাকুক এক অন্যরকম ভ্রমণের অঙ্গীকার। ভিড়ভাট্টা আর জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট ছেড়ে পা বাড়ান সেই সব জায়গায়, যাদের নাম মানচিত্রেও হয়তো অস্পষ্ট। আপনার ২০২৬-এর ডায়েরিটা হোক এমন সব গল্পের, যেখানে কোনও ওয়াইফাই ছিল না কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সব থেকে শক্তিশালী।

পূর্ণ হোক প্রত্যাশার ঝাঁপি

উমা মাজী মুখোপাধ্যায়

২০২৫ পেরিয়ে ২০২৬-এ পদার্পণ করতে চলেছে আমাদের পৃথিবী। ২০২৫ সালে আমরা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষিতে একের পর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাত, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে মৌলবাদের অমানবিক উত্থান, নেপালে জেন জেড-এর বিদ্রোহ; আমাদের রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া, প্রায় ৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি, পহলগামে নৃশংস জঙ্গি হামলা—এ সব মিলিয়ে দেশজুড়ে মৌলবাদী আবহ আমাদের সুস্থ, সচ্ছল জীবনে কালো ছায়া ফেলেছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কলুষমুক্ত এক ২০২৬ দেখার প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায় বটে, কিন্তু গভীর ক্ষতে কাঁটা দিয়েই চিকিৎসা করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও অধ্যবসায়। আমরা প্রায় দুশো বছর আগে নবজাগরণের আলো পেয়েছি। হ্যাঁ, আমরা—বাঙালিরা—উনিশ শতক থেকেই আধুনিক ভারত, আধুনিকতা ও নবজাগরণকে বিকশিত করেছি। এ আমাদের গর্ব। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুকুমার, সত্যজিৎ রায়ের ধারায় আমরা সমৃদ্ধ। এই ঐতিহ্যকে আরও পুষ্ট করতে হবে, আরও গভীরে সিঞ্চন করতে হবে।

আজ সরকারি স্কুলে পড়তে চাইছে না অনেকেই। যাঁরা একটু সচ্ছল, তাঁরা ভিটেমাটি বিক্রি করেও সন্তানদের ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে চান। ফলে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো আরও মজবুত করা জরুরি। যথেষ্ট শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, নজরদারি বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষকরা দায়িত্ব এড়াতে না পারেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাও হতে হবে আরও কড়াকড়ি। ইংরেজিকে গুরুত্ব দিয়ে ক্লাস ফাইভ থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা এবং ক্লাস ওয়ান থেকেই মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শেখানো প্রয়োজন। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন না ঘটলে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। শিশুরা দেশের মাটির সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঘনাদা, টেনিদা, হাঁদা ভোঁদা না পড়ে যদি তারা শুধু হ্যারি পটারেই বড় হয়, তবে দেশের সঙ্গে তাদের যোগ তৈরি হবে না। এই দুঃসময়ে পাশের সরকার পোষিত স্কুল থেকে ২৩ জানুয়ারি, ১৫ অগাস্টে শোভাযাত্রা বেরোতে দেখা বা ‘আমার সোনার বাংলা’ কিংবা ‘ও আমার দেশের মাটি’ গান শুনলে মন ভরে ওঠে—এটাই আশার আলো।

উচ্চশিক্ষার প্রতিও আজ এক ধরনের অনীহা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে জেনারেল স্ট্রিমে। একে উপেক্ষা করলে দেশ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে এই প্রজন্মের বই পড়ার অভ্যাস এমনিতেই প্রায় উবে গিয়েছে। শুধু ভোকেশনাল শিক্ষার দিকেই যদি তরুণদের ঠেলে দেওয়া হয়, তবে জাতি হিসেবে আমরা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ব। তাই জেনারেল ডিগ্রি কলেজগুলিতে ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এক অন্ধ, দুর্বৃত্তপরায়ণ, অমানবিক মৌলবাদের জবাব আরেক মৌলবাদ হতে পারে না। তার প্রতিষেধক মানবতার আরও দৃঢ় ভিত্তি। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে আরও আঁকড়ে ধরতে হবে—‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে।’

বাংলাদেশে বিধ্বংসী মৌলবাদ ছায়ানটের মতো এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করেছে। কিন্তু আশার কথা, ছায়ানটের শিল্পীরা এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে রাস্তায় নেমেছেন, জীবন বিপন্ন করেও। মৌলবাদের প্লাবনের মধ্যেও বাংলাদেশে এখনও মানবতাবাদীদের মশাল টিমটিম করে জ্বলছে। তাঁরা আজও জীবন বিপন্ন করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই দুঃসময়ে এই সংস্কৃতিপ্রেমী, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের পাশে আমাদেরও পা মেলাতে হবে।

ভয় নেই। রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভরসা, আমাদের মুক্তি, আমাদের আনন্দ, আমাদের জীবন।

THE MIKE SUPPLY CORPORATION (INDIA)
Since 1953 AHUJA JBL YAMAHA
All types of Musical Instruments, Studio Equipments, Speakers, Microphones, Liner-array, Cables & all related products and accessories are available under a roof.
RAJA RAMMOHAN ROY ROAD, HAKIMPARA, SILIGURI
96355-95350, 78119-95350, 0353-2524629

EIILM-Kolkata
Jalpaiguri Campus
Affiliated To Raiganj University
Admission 2026-27

Courses Offered
BBA (H) in Finance, Marketing & HR
BBA (H) in Hospital Management
BBA (H) in IT & ITES
ELIGIBILITY as per Raiganj University norms
LIMITED SEATS HURRY UP !
BBA (H) in Travel & Tourism Management
BCA Bachelor of Computer Application
MBA (Industry Integrated)

Times School TIMES BBA EDUCATION RANKING SURVEY 2025

Proven Placement Success
It's been over a month now since I started working at Aludecor Lamination Pvt. Ltd., and the experience so far has been wonderful. I got this job through the campus placement of EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus.
As an MBA student specializing in HR/Marketing, my professors and the placement team helped me through rigorous training and prepared me to secure the best placement.
Thank you, EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, for your support.
– Shreya Bhowmik
A Few of Our Internship & Placement Partners:

Why Choose Us?
- Strong Academic Foundation,
- Real-World Industry Exposure,
- Industry-Oriented Certification Courses,
- Soft Skills & Professional Grooming,
- Expert-Led Industry Sessions,
- Success Factor Plus Program,
- 100% Placement Assistance,
- Social Responsibility & CSR Activities,
- Rich & Modern Infrastructure,
- Scholarship, Educational Loan & Student Credit Card Support.

Campus- (I): EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, Pandapara-Kalibari, Pandapara, Jalpaiguri, Pin-735132.
Campus- (II): EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, 2nd Floor, Rudra Complex, Shilpa Samiti Para, Jalpaiguri, Pin-735101.
www.eiilm-jc.in +91 82500 31303 infoeiilmjc@gmail.com

২৫+ সফল প্রতিস্থাপন:
উত্তরবঙ্গে কিডনি চিকিৎসায় নতুন ভোরের সূচনা

জীবন ফিরে পাওয়ার ২৫টি গল্প

নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে আমরা শুধু চিকিৎসাই করি না, রোগীদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পাশে দাঁড়াই। আমাদের অভিজ্ঞ ট্রান্সপ্লান্ট টিমের যত্ন ও সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ২৫টিরও বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
এই পথচলায় রোগীদের সাহস ও বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা।

ডায়ালাইসিসের গণ্ডি পেরিয়ে এক নতুন পৃথিবী:
প্রতিটি সফল প্রতিস্থাপনের সাথে সাথে আমাদের রোগীরা ফিরে পেয়েছেন তাঁদের সামাজিক, পারিবারিক ও কর্মমুখর জীবন।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পর আপনিও ফিরে পেতে পারেন:

- ডায়ালাইসিসের সাপ্তাহিক রুটিন থেকে মুক্তি।
- নিয়মিত হাঁটাচলা, সিড়ি দিয়ে ওঠা এবং হালকা ব্যায়াম করার ক্ষমতা।
- পরিবারের সাথে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানো এবং আবার কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া।

দাবিত্যাগ : কিডনি প্রতিস্থাপনের সাফল্য রোগীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ইতিহাস এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী নিয়মমাফিক ওষুধ সেবনের ওপর নির্ভর করে। সকল অস্ত্রোপচারের কিছু সহজাত ঝুঁকি থাকে। আপনার শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য দয়া করে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করুন

Neotia Getwel Multispecialty Hospital
Emergency 0353 660 3030
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

এআই যখন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

২০২৬-এর স্মার্ট লিভিং

প্রতি মুহূর্তে জীবন বদলে চলেছে। প্রযুক্তিকে ছাড়া এখন এক মুহূর্তও কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া বড় বিষয় হল প্রযুক্তি এখন আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। নতুন বছরে এই বন্ধুত্ব আরও বাড়বে। বার্তা দিলেন **সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়**।

কল্পনা করুন একটি মিষ্টি শীতের সকাল। জানলার পর্দাটা আলতো করে সরে গেল, আর আপনার স্মার্ট স্পিকার খুব নীচু স্বরে আপনার প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত বা জ্যাজ প্লেলিস্টটি চালিয়ে দিল। আপনি বিছানা ছাড়ার আগেই আপনার স্মার্টওয়াচ জানিয়ে দিল, কাল রাতের ঘুমটা বেশ গভীর হয়েছে, তাই আজ দিনটা বেশ এনার্জিটিক যাবে। রান্নাঘরে যাওয়ার আগেই কফি মেশিন আপনার পছন্দের কড়া 'ব্ল্যাক কফি' তৈরি করে রেখেছে। কোনও ম্যাজিক নয়, এটাই ২০২৬ সালের স্বাভাবিক সকাল। আর এই পুরো নেপথ্য কারিগরটির নাম— এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

রোবট নয়, এআই এখন আপনার ছায়া

কয়েক বছর আগেও আমাদের ধারণা ছিল এআই মানেই হয়তো যান্ত্রিক কোনও রোবট যে মানুষের মতো কথা বলবে। কিন্তু ২০২৬-এ এসে আমরা বুঝতে পারছি, এআই আসলে কোনও দৃশ্যমান যন্ত্র নয়, বরং এক অদৃশ্য জাদুকর যা মিশে আছে আমাদের স্মার্টফোনে, চশমায় কিংবা ঘরের দেওয়ালে। আগে আমরা এআই-কে প্রশ্ন করতাম, এখন এআই আমাদের প্রয়োজন বুঝতে পারে। একেই প্রযুক্তিবিদরা বলছেন 'এজেন্টিক এআই' (Agentic AI)। সকালবেলা যখন আপনি অফিসের জন্য বেরোনোর তোড়জোড় করছেন, আপনার স্মার্টফোন নিজে থেকেই ট্রাফিক চেক করে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে আজ পাঁচ মিনিট আগে বেরোনোই ভালো। এমনকি আপনার গাড়ির এসি-টাও আগে থেকে অন করে রাখছে যাতে আপনি আরামদায়ক এক যাত্রা শুরু করতে পারেন। এটি কেবল নির্দেশ পালন নয়, বরং আপনার জীবনযাত্রার ধরন বা প্যাটার্ন বুঝে নিয়ে নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

স্মৃতির ভিড়ে যখন এআই দক্ষ লাইব্রেরিয়ান

আমরা এখন ছবি তুলতে ভালোবাসি। আমাদের ফোনের গ্যালারিতে হাজার হাজার ছবি জমে থাকে। কিন্তু দরকারের সময় সেই নির্দিষ্ট ছবিটি খুঁজে পাওয়া ছিল খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো। ২০২৬-এর স্মার্টফোন এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে এক নিমেষে। এখন আপনাকে আর স্ক্রল করতে হয় না। আপনি ফোনে কেবল বললেন, 'গত বছর শিলিগুড়ির সেই বৃষ্টির দিনে নীল পাঞ্জাবি পরে তোলা ছবিটা দেখাও তো'— ব্যাস! এআই আপনার ফোনের লক্ষাধিক ছবির মধ্যে থেকে কয়েক সেকেন্ডে সেটি আপনার সামনে হাজির করবে। শুধু তাই নয়, এআই এখন আপনার রুচি অনুযায়ী সেরা ছবিগুলো দিয়ে নিজে থেকেই তৈরি করে দিচ্ছে অসাধারণ 'মুভি কোলাজ' বা 'ডিজিটাল অ্যালবাম'। আপনার তোলা কাঁচা হাতের ছবিকে পেশাদার ফোটোগ্রাফির রূপ দিতেও সে এখন ওস্তাদ। লাইটিং ঠিক করা বা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অপ্রয়োজনীয় মানুষ সরিয়ে ফেলা এখন মাত্র এক সেকেন্ডের কাজ।

প্রাইভেসি যখন আপনার হাতের মুঠোয়

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, 'আমার সব তথ্য কি তবে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে?' এখানেই ২০২৬-এর সবচেয়ে বড় চমক— 'অন-ডিভাইস এআই'। আগে এআই কাজ করার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারের সাহায্য নিত। কিন্তু এখনকার স্মার্টফোনগুলো নিজেই এত শক্তিশালী যে, আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ফোনের বাইরে কোথাও না পাঠিয়েই এআই সব কাজ করতে পারে। এর মানে হল, আপনার ঘরের কথা বা আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরি ফোনের ভেতরেই সুরক্ষিত থাকছে। আপনার এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানলেও সেই তথ্য ইন্টারনেটে পাচার হওয়ার ভয় নেই। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রেখেই আপনার জীবনকে স্মার্ট করে তুলছে এই প্রযুক্তি। এটি যেন আপনার এমন এক বিশ্বস্ত সেক্রেটারি, যে আপনার সব গোপন খবর জানে কিন্তু কাউকেই তা বলবে না।

কাজের মাঝে সৃজনশীলতার ছোঁয়া

২০২৬-এর কর্মব্যস্ত জীবনে এআই আমাদের দিচ্ছে সবথেকে মূল্যবান জিনিস— 'সময়'। ই-মেল ড্রাফট করা, লম্বা রিপোর্টের সামারি তৈরি করা বা মিটিংয়ের নোট নেওয়ার মতো একঘেয়ে কাজগুলো এখন এআই-এর জিম্মায়। ফলে মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের সৃজনশীল কাজে বেশি সময় দিতে পারছি। আপনি হয়তো একজন লেখক, সাংবাদিক বা শখের আলোকচিত্রী— আপনার এআই আপনার জন্য তথ্যের পাহাড় ঘেঁটে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স এনে দিচ্ছে, যাতে আপনি আপনার মূল সৃষ্টিতে মন দিতে পারেন। এমনকি শপিং-এর ক্ষেত্রেও এআই এখন এক অনন্য পরামর্শদাতা। আপনার আলমারিতে কী ধরনের পোশাক আছে এবং বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড কী— এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আপনার স্মার্টফোনই সাজেস্ট করছে আজ কোন অনুষ্ঠানে কী পরলে আপনাকে সবথেকে আকর্ষণীয় দেখাবে।

নতুন বছরের এই লগ্নে দাঁড়িয়ে একটা কথা পরিষ্কার— প্রযুক্তি আমাদের গ্রাস করতে আসেনি, এসেছে আমাদের ক্ষমতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে। ২০২৬ সালে এআই কেবল আমাদের হাতে থাকা একটা টুল নয়, বরং আমাদের জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। এটি আমাদের আরও দক্ষ করে তুলছে, আরও গোছানো করে তুলছে। সকালের এক কাপ ব্ল্যাক কফি হাতে নিয়ে যখন আপনি আপনার স্মার্টফোনের দিকে তাকাবেন, মনে রাখবেন— আপনার সেই ছোট যন্ত্রটির ভেতরে থাকা অদৃশ্য মস্তিষ্কটি কিন্তু সারাক্ষণ সজাগ রয়েছে আপনার দিনটিকে আরও সুন্দর, আরও মসৃণ করে তোলার জন্য।

স্বাগতম ২০২৬! স্বাগতম এক বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যতের নতুন ভোরে।

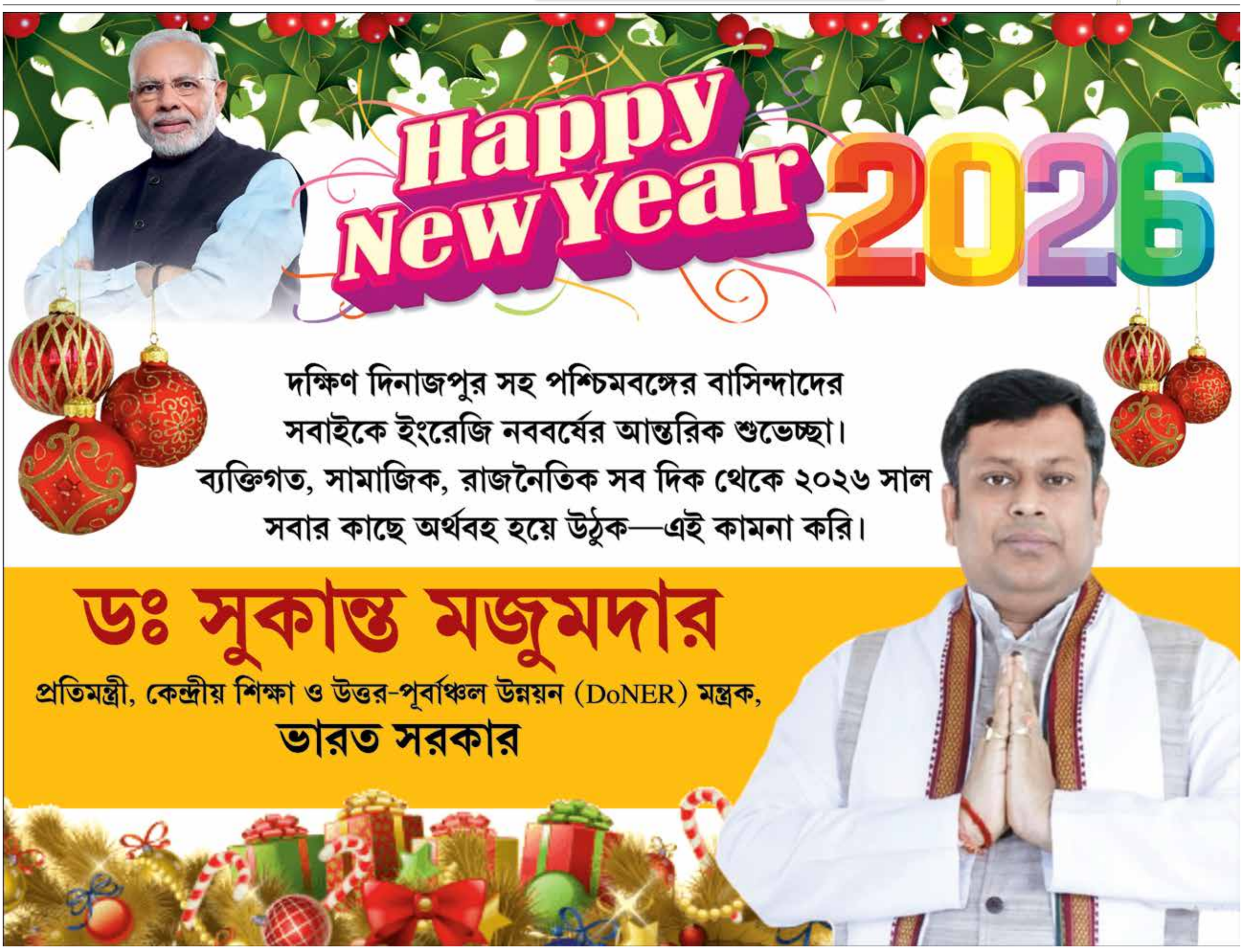

পয়লায় নেই এতটুকুও ময়লা

সময়ের কোপে কত কিছুই না বদলে গিয়েছে। তবুও পয়লা জানুয়ারি এলে আমরা সেই চিরকালের অভ্যাসেই আজও এক বিভাময় উত্তরকালের স্বপ্ন দেখি। লিখলেন গৌতমেন্দু রায়

নমস্কার। আমি হরি সাঁতরা। পিতৃদত্ত নাম হরিহর কিন্তু গণিতে আমার বেদম ভয় বলে জীবনের অঙ্ক থেকে লব আর হর দুটোই তুলে দিয়েছি। এখন আধার কার্ড অথবা ভোটার কার্ডে আমি শুধুই হরি সাঁতরা। সেই 'আমি'-তে লব-এর কোনও লবি নেই। হর-এর কোনও হররও নেই। শুধু পদবিটা নিয়ে আমি খোলসা করে দু'-তিনটে কথা বলতে চাই। যাকে ইংরেজিতে বলে ডিসক্লেইমার। এই ভবসাগরের অথইজলে হাবুডুবু খেতে খেতে আমি নিজেই সাঁতার শিখেছি। আমাকে কেউ কখনও বলেনি 'তুই সাঁতরা'। আমি নিজের তাগিদেই সাঁতরেছি আজন্মকাল। তবুও প্রজন্মগতভাবে, আমি সাঁতরা।

মেদিনীপুরের ময়নায় ছিল আমার বাড়ি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি ময়নাতদন্ত করে দেখতেই পারেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। যদি তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন সেই গ্রামে দুজন হরি ছিল কিংবা দুজন হরিজন ছিল তাতে আশ্চর্য হবেন না প্লিজ। আসলে এই মানবজগৎটা তো হরির হরিহর আত্মা। তাই একাধিক হরি আবিষ্কার হয়ে গেলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

অন্য যে হরির কথা এইমাত্র বললাম তার নাম ছিল হরিপদ পাল। সে-ও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পদ-এর আপদটিকে বিসর্জন দিয়েছে বলে শুনেছি। 'শুনেছি' বলছি এই কারণে যে, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্ন। যদিও এক সময় সে আমার প্রাণের বন্ধুই ছিল। এখন যে আবার নতুন করে বন্ধুর সম্পর্কের পুনরাভিষেক

হবে সেই পথটিও বন্ধুর। অর্থাৎ এবড়োখেবড়ো। সেই যে একটা গান আছে না? 'এই বন্ধুর পথে এলে তুমি বন্ধু /এলেই যখন হাতে কেন বন্দুক!'

শোনেননি কখনও গানটা? অবশ্য না শোনারই কথা, কারণ Gun নিয়ে এই গানটা কেউ কখনও লেখেননি। আমি এইমাত্র রচনা করলাম। যা বলছিলাম, বন্ধু হরির সঙ্গে সম্পর্ক হারানোর একটা কারণ আছে। খড়্গপুর আইআইটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে সে পার হয়েছে সাতসাগর। আবারও সেই গানের কথাই এসে যাচ্ছে, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে।' এই গানটাও আমি লিখিনি। লেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমার আগেই, উনিশ শতকে, সেটি লিখে ফেলেছেন লালনের শিষ্য কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। কিন্তু আপনারা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্র্যাহস্পর্শযোগের বিষয়টা লক্ষ করুন। এখানে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ-ও সেই হরি। প্রেমানন্দে বলো হরি হরিবোল। আপনাদের মধ্যে কেউ চাইলে এই বিষয়টিকে 'হরিবল' বলতেই পারেন। তাতে আমার কোনও ওজর আপত্তি ধোপে টিকবে না।

বন্ধু হরির কথা বলতে গিয়ে পথ ভুলে লালন ফকিরের ডেরায় চলে গেলাম। এটাই আমার অসুবিধে। যে শব্দগুলো লিখব বলে মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে লালন করছিলাম সে সব হারিয়ে ফেলে আমার নিজেরই এখন ফকিরের দশা। অনেক কথা বলেছি বলে ভাবি, পরে আবিষ্কার করি কোনও কথাই বলা হয়ে ওঠেনি। আবার সেই গানের লিরিক দিয়েই তার উপমা দিতে হচ্ছে। 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি'... না, এটাও আমি লিখিনি, আর এক হরি, কাঙাল হরিনাথও লেখেননি। লিখেছেন স্বয়ং কবিগুরু। আজ্ঞে হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলছি।

গীতাঞ্জলিতে আছে। প্রেম পর্যায়ে। মিলিয়ে নেবেন।

সহ্যের একটা সীমা আছে! আমার নিজেরই বিস্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। বন্ধু হরির কথা বলতে গিয়ে আমি এই ভৈরবী রাগের গানটি নিয়ে পড়লাম। এবার সব গানের তাল সুর লয় বাদ দিয়ে আসল কথায় আসবই আসব।

আমার সেই বন্ধু হরি যেন চিরহরিৎ। বরাবরই সে ছিল উজ্জ্বল। আমি এখন থাকি জালি বিষ্ণুপুরে। আর সে থাকে নিউ ইয়র্কে। ওদেশে হরির চাইতে যিশুর সমাদর বেশি। তাই সে নাম আর পদবি হরির পাদপদ্মে সমর্পণ করে হয়েছে হ্যারি। পাল বংশের দ্যুতিময় রত্নটি এখন পালের গোদা নয়। সে হয়ে গেছে পল। হ্যারি পলের সঙ্গে সে কারণেই যোগাযোগ করতে আমার কুণ্ঠা হয়। তাই সেই পথ আর মাড়াই না।

কিন্তু পয়লা জানুয়ারি এলেই ওর কথা আমার মনে পড়ে। 'শুভ ১লা জানুয়ারির শুভেচ্ছা' লিখে ও আমাকে নিজের হাতে বানানো কার্ড দিত। আমিও দিতাম অবশ্য। এখন এই ১লা এলে আমি ভীষণ একলা হয়ে পড়ি। বেচারি হ্যারিও হয়তো অমিত ঐশ্বর্যের মধ্যেও একলা।

পয়লা জানুয়ারি এলে আমরা এক বিভাময় উত্তরকালের স্বপ্ন দেখি। পয়লার এই স্বপ্নে কোনও ময়লা নেই। হ্যারি, হরি, টম, ডিক, বিশু, পুঁটি, মালতী, কামিনী, অ্যামেলিয়া, ক্যামেলিয়া, সব্বাই ভালো থাক। এই হরি এবং ওই হ্যারির দেশে সকলেই যেন নতুন ইংরেজি বছরটাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

পথে পথে ফুল ফুটুক পাথরে

নানা অভিজ্ঞতায় আমরা বিদ্ধ হই, আবার একইসঙ্গে হই ঋদ্ধও। নতুন বছর নতুনভাবে পথ চলার দিশা দেখায়। লিখলেন মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

নতুন বকুল ফুল, নতুন জীবনের মহার্ঘ দু'হাতে তুলে নিয়ে জয়পতাকা হাতে চলতেই হয় আমাদের। চলতে চলতেই লেখা হয় বদলের ইতিহাস। সংগীতে, সাহিত্যে, শিল্পকলা, অঙ্কন, খেলাধুলো, নাট্যাভিনয় কোথায় না পরিবর্তন এসেছে! আমরা ফেলিনি কিছুই। অতীতে মুখ ফেরানো মানুষও চাঁদ সদাগরের মতো নতুন যুগের নব প্রোডাক্টিভিটি, নতুন সবকিছু দু'হাতের করতলে চেপে ধরে জয়োল্লাসে সঙ্গ দিয়েছে। আমরা গত কয়েক দশকের ক্রমশ বেড়ে যাওয়া হিংস্রতা, সংক্রামক ব্যাধি, অদ্ভুত নতুন সুর সংযোজন গীতভাষ্য বছর বছর অন্তরে ধারণ করে অভ্যস্ত হয়েছি। ফেসবুকীয় সাহিত্য যেমন, তেমনি মুদ্রিত অক্ষরের প্রকাশিত ছায়াসঙ্গী গদ্য, কবিতার ভিতরে ঢুকেছি, যেখানে হালকা বাতাস লেগেছে শরীরে, সরিয়ে রেখেছি আলতো আঙুলে। ফেলে দিইনি কিছুই। সাহিত্যের 'ইজম' বাদ পড়াশোনা করে জেনেছি অতীত পৃষ্ঠা থেকে, বর্তমানকে সাগ্রহে জানতে চেয়েছি, ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে তারই উপর ইমারত বানিয়ে।

আর অপেক্ষার পর্ব কাটিয়ে, ২০২৫-এর সাদা কালো এপিসোডগুলি সরিয়ে রাখি। সুর, কথা, কাজ নিয়ে মিলেমিশে নতুন ভাইবোন সন্তানতুল্যরা যান্ত্রিক আঙুলের দাগে অথবা এআই-এর সাহায্যে কিংবা নিজেরাই একডালা অক্ষর, ভাষা, গান নিয়ে ঢুকে যাবে হৃদয়ে। জেন জেড-রা ইতিমধ্যেই ভালো যা কিছু বুঝিয়ে শুনিয়ে দিয়েছে। আমরা নতুন করে বিশ্বাসী হয়ে উঠছি দ্রুত। একইসঙ্গে পুরোনো ভাবনা, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে মিলিয়ে নতুন জাগরণ ঘটছে। এভাবেই একটা দিনের সঙ্গে অন্যদিনের পার্থক্য দেখি। ঘটে যায় চমৎকারিত্ব। পুরস্কার পুরস্কার খেলা বেশ কিছু বছর ধরে চলছে। প্রকৃত গুণী চিনে নিতে আঙুল ওঠে না। স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। যেসব লেখক, শিল্পী, মহৎজন চোখের আড়ালে চলে যান তাঁদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি। কতগুলি অর্থহীন লাইনকে কবিতা বা গদ্যের বেড়াজালে বাঁধিয়ে নিয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকি, 'আহা! কী পড়িলাম! ইহাই যেন নতুনদেরও মন্ত্র হয়।' ব্যাস, দাও দু'-একখানা দারুণ পালক পরিয়ে। মাথায় তুলে রাখো। আর নতুনেরা নিজস্বতা ভুলে তাকে পুজো করো... আসছে তোমাদেরও দিন।

২০২৫ পর্যন্ত মাত্রাছাড়া ভালোবাসা (?) দেখছি পাশ্চাত্যের প্রতি। বাংলা ভাষা কিংবা তার রত্ন ঐশ্বর্যকে ইচ্ছে করে ভুলছি নতুন খনির সন্ধানে। তাঁদের আবিষ্কার তোলা থাক। বাংলার ইতিহাস, বাঙালির নিজস্ব সৃষ্টি চলন জেনে নিতে বলি। পথের সন্ধান দিতে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ...সংস্কৃত থেকে বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্রের অনুবাদ, যুগসন্ধির কবি, আখ্যানকার ভারতচন্দ্রকে চিনি। বিহারীলাল, মধুসূদন পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর আধুনিকতায় স্পষ্ট স্নান করি। পরবর্তী নতুন যুগগুলি চিনি। তারপর অক্ষর চাষে মন দিই।

২০২৬ হোক না নতুন দিগন্তের সুর ছন্দে ভরপুর, আর মানুষ চেনার রাস্তা। আসলে নিজস্ব সাহিত্য, শিল্পের ইতিহাস সমৃদ্ধ করে অহরহ। লক্ষ করি আমাদের প্রত্যন্ত গাঁ-গঞ্জের হেমন্তের ফসল তোলার গান, মা-ঠাকুমার বিস্মৃত লোককথা, ব্রতগান। সাগ্রহে প্রদীপের আলোটুকু বুকে আগলে রেখে নতুন পথের অগ্রপথিক হয়ে ওঠার সাধনায় ব্রতী হওয়া যায় অনায়াসেই। প্রকৃতি হোক আমাদের পরীক্ষাগার। বিশুদ্ধ হাওয়ার পালে, দাঁড় ছোটদের হাতে তুলে দিই। উচ্চারণ করি শুদ্ধ স্বর স্বরলিপিতে রবীন্দ্রনাথকে। নজরুলকে চিনি নতুন করে, শুধু বিদ্রোহে নয়, প্রেমে। রক্তমাংসের মানুষের মতোই। পুরাণকথা চিনি ছন্দে, অলংকার আর সুরে।

২০২৬-এর পাখির কলকণ্ঠে ভোর হোক এমনই উজ্জ্বল যেখানে মানুষের মুখ হিংসার ঊর্ধ্বে আত্মাকে ছুঁয়ে যায়। নতুন সূর্য, আলো আর চিত্র মায়ায় অগ্রপথিক হয়ে উঠুক। ভালোবাসি তাই নতুন আলো তোমাকে।

লড়াইয়ে বাঁচার আনন্দ গুঁদের

দেশে জনজাতির একটা অংশ এখনও সেই তিমিরে। নতুন বছরের আনন্দ তাঁদের ছুঁতে ব্যর্থ। লিখলেন রণজিৎ দেব

সূর্যটা পুরোনো নিয়মে আকাশে উদয় হয়, তার আলো সৌন্দর্য ছড়িয়ে আবার সে নিজের নিয়মেই কোনও নদীর ঢালে, অরণ্যের আড়ালে ডুবে যায়। এই সমাজ, মানুষ, মন ও চিন্তা জগতের নিরাপদ ও বন্ধু হয়ে উঠবে কখন, পরম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবে কখন? একটা বছর পিছনে ফেলে এই ভাবনার অভিঘাত অহরহ আমাদের মনে করিয়ে দেয়। তেমনি আবার আমরা ভুলেও যাই সবার অলক্ষে – এটাই নিয়ম।

বঙ্গদেশে জন্ম নিয়ে আমরা কাঁটাতারের বেড়াজালে আটকে আছি। মানুষের মধ্যে আমরা কেউ 'ছোট-বড়' নই, আমরা 'ভাই ভাই'। নানা সময়ের সুখ-দুঃখে কাতর হতেই পারি, তাই বলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কখনোই আমরা ভুলে যেতে পারি না। ধর্মের নামে অধিকার ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দেখছি, নৈতিকতাবোধ আমরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি। ভাই ভাইকে অচেনা ও অনাত্মীয় করে যন্ত্রণা, ক্ষোভ, ব্যথা নিয়ে কাটাতে দেখছি। এই সময়টাকে একইসঙ্গে অস্থির ও অনিশ্চিত হতে দেখছি। মননে, জীবনযাপনে সুচিন্তিত ও সুরুচির প্রকাশ আমরা ভুলেই গিয়েছি। চারদিকের ভয়, ঘৃণা, আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে আমাদের গ্রাস করছে।

যদিও ঘৃণা করা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ভাবুন তো, রুচিতে, বৈশিষ্ট্যে আমরা বাঙালি জাতিকে দুটি ভাগে ভাগ করে একটি অংশে অপর অংশের অপছন্দের দায়ভার চাপিয়ে নিজেকে কলুষমুক্ত করতে চাইছি কেন? এর পেছনে রয়েছে অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা আর মূর্খতা – একথাটা কি আমরা ভেবে দেখেছি কখনও? কখনও কি ভেবে দেখেছি, অন্তরের ভালোবাসা, অন্তরের সহানুভূতি, অন্তরের আকর্ষণ – এটাই তো হওয়া উচিত আদর্শের ঐক্যানুভূতি। কেন আমরা জাতিধর্মের বিভেদকে বড় করে না দেখে নতুন এক আদর্শের সৃষ্টি প্রয়াসে নীরব থাকতে পারছি না? একসময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।' এই কথাটাকেও আমরা মহামূল্য হিসেবে মেনে নিতে ভুলে যাই।

যদি ধীরভাবে ভাবি, কিংবা যদি দেখতে পাই, স্বীকার করতেই হবে যে, এক জাতীয়ত্বের আদর্শ আজ আর দেশভক্ত সকল লোককে সমানভাবে টানছে না। বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েও আমরা দেশে এক অখণ্ড ঐক্য গড়ে তুলতে পারি, সেই ঐক্যের মূলে থাকবে কারও প্রতি জোর প্রয়োগ নয়, প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে, যেন তা হয়ে ওঠে ঐক্যের ভিত্তি।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে, এই সমাজ তুষের আগুনে ধিকিধিকি জ্বলছে, জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার মতো। সীমাহীন দুর্নীতি, অত্যাচার, অন্যায়, ধর্ষণ, হুমকি, অবিশ্বাস, রাগ, ঘৃণার অবয়বে জ্বলছে। সত্য ও সুবিচারের দাবিতে মানুষ পথে নেমেছে। কোথায় গেল ভারতের স্বাধীন গণতন্ত্র, মুক্ত সমাজ, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা, একমুঠো আহার, উভয় খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ কী চায়? মানুষ চায় সামাজিক সম্মান, একমুঠো ভাত, নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার। এর বেশি কিছু চায় না। কিন্তু হিংসা, ঘৃণা, বৈষম্যের স্রোতে সমাজটাই দুর্বল হয়ে পড়ছে। মৌলবাদ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস হয় না।

দেশে জনজাতির একটা অংশ এখনও সেই তিমিরে। তাঁরা কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালান, বনের ধারে একটুকরো জমিতে শালপাতায় ঘর বাঁধেন, এঁদের নদীর জলে স্নান, ঝোরার জলে পান। বছর আসে, বছর যায়, এঁরা জানেন না। সত্য, মিথ্যার প্রভেদ বোঝেন না। বেঁচে থাকার টুকরো টুকরো লড়াইটাই শুধু বোঝেন। লড়াই করে বাঁচার আনন্দ এঁরা সবাই ভাগ করে নেন। তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন 'এটাই জীবন'।

জন্মসূত্রে সৌভাগ্যবান বছরের প্রথম দিনটা

এই দিনটাই আমরা আনন্দ করি। বছরভর ভালোভাবে চলার শপথ নিই। এভাবেই যদি বছরের বাকি দিনগুলিতেও হত। স্বপ্ন দেখালেন সেবন্তী ঘোষ

পয়লা জানুয়ারি নিজের নিয়মে আসে আর অপেক্ষার দিনগুলি মুহূর্তে মুছে নিয়ে সম্ভাবনাময় নতুন বছরে প্রবেশ করে। যুক্তির খাতিরে বলা যায়, পয়লা জানুয়ারি যে কোনও মাসের এক তারিখের মতোই একটি দিন মাত্র। কিন্তু শুধু এই মাসের প্রথম দিন হওয়ার কারণেই সে জন্মসূত্রে সৌভাগ্যবান, বংশের প্রথম সন্তান। বছরের আগামীদিনগুলির হাতে সে একখানি ব্যাটন ধরিয়ে দিয়ে বলে, যাও, এবার নিজেরাই বুঝে নাও। এই পৃথিবীতে অনন্ত স্বর্গ বা নরক তুমিই নির্মাণ করতে পারবে; এই পৃথিবী মনুষ্য বাসযোগ্য হবে কি না, অরণ্য, নদীনালা ভূ-ভাগ যথাসম্ভব বিষহীন রাখতে পারবে কি না মানুষ, তুমিই বুঝে নাও। এমন সাধুবাক্যে বাদবাকি দিন কি আর মানুষ কান দেবে? মোটেই না। সে প্রথম দিন পাটপাট চুল আঁচড়ে, নতুন সোয়েটার পরে, ছেলেপুলের হাত ধরে বনভোজনে যাবে। সারাদিন রংচঙে মুড, হইচই, পিঠে পায়েস, কেক-পেস্ট্রি, মাটন, মুরগি- বিরিয়ানি আর ফিল গুড ভাব চলবে। দু'দিন কেটে যেতেই ইউক্রেন ছারখার হবে, গাজায় পরস্পরকে ধ্বংস করবে, অরণ্যের অধিকার আদিবাসীদের হাত থেকে খনি মাফিয়ার হাতে তুলে দেবে, যদুবংশ ধ্বংসের মতো নিজেদের মধ্যে গ্যাং ওয়ারে মরবে।

একেই বলে ভবি ভুলবার নয়। তবু এরই মধ্যে হাত ধরে বেঁধে বেঁধে থাকা কিছু মানুষ আত্মপর বিভাজন করবে না। নববর্ষের শুভেচ্ছা বছরভর ধরে রাখার চেষ্টা করবে, আর নজরুলের মতো, ভারভারা রাওয়ের মতো জনগণের কাছে শৃঙ্খলা মোচনের মন্ত্র ছড়িয়ে দেবে। পার্কে রঙিন প্রজাপতির মতো ফুল্লকুসুমিত শিশুমুখগুলি নবীন ভবিষ্যতে ঝলমল করবে। সরকারি স্কুলঘরগুলি ঝুলকালিমুক্ত, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য সরকারি বরাদ্দ অর্থ পাবে। মিড-ডে মিলে অন্তত সুতো দিয়ে কাটা অর্ধেক ভাগ করা ডিম পাওয়া যাবে। পথেঘাটে মেয়েরা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করতে চাইলে মাঝরাতে বাড়ি ফিরতে পারবে। তবে এ বছরের নববর্ষের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা, ক্ষুদ্র মানবক যেন তার মূর্খের স্পর্ধায়, পর্বতচূড়ার উচ্চতা পরিমাপ করতে না বসে। মনে রাখা দরকার, মগ্ন মৈনাকের প্রতি আঘাত যে বিপুল প্রত্যাঘাত তৈরি করবে, তার হাত থেকে সমগ্র মানব প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

সবুজ শক্তির দিশারি

১৭ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার পিন্নাপুরমে সংসদ সদস্যদের একটি পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল। বৈঠকে গ্রিনকো প্রকল্পের পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প (PSP) উন্নয়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছিল, যা বিশ্বের প্রথম এবং টেকসই শক্তির মডেল হিসেবে প্রশংসিত হয়। সেই মডেল তৈরি হয়েছে শিলিগুড়িতে উত্তম দাসের ওয়ার্কশপে। ইন্টিগ্রেটেড রিনিউয়েবল এনার্জি স্টোরেজ প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরা হয় ওয়ার্কিং মডেলের মাধ্যমে। সেই সভার মূল বিষয়বস্তু ছিল, ভারতজুড়ে পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উপর আলোচনা।

গান্ধিসাগর পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্পের মডেল পরিদর্শনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব ২২ নভেম্বর হায়দরাবাদে শীর্ষস্থানীয় সবুজ শক্তি কোম্পানি গ্রিনকো এনার্জিস কর্পোরেটের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। ডঃ যাদব মধ্যপ্রদেশের উদীয়মান সবুজ শক্তির কেন্দ্র হিসেবে সম্ভাবনা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এর আকর্ষণীয় নীতিমালা তুলে ধরেন। সামগ্রিকভাবে হায়দরাবাদে মুখ্যমন্ত্রীর ইন্টার‍্যাক্টিভ অধিবেশনে ৩৬,৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে, যার ফলে প্রায় ২৭,৮০০ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রিনকো গান্ধি সাগর পিএসপি হল ভারতের মধ্যপ্রদেশে একটি বিশাল পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্প। এর কাজ চলছে। উত্তম তাঁর ওয়ার্কশপে এই মডেলটিও তৈরি করেছেন। কাজ শেষ হলে এর মোট ক্ষমতা হবে ১৪৪০ মেগাওয়াট। যার মধ্যে নয়টি ২৪০ মেগাওয়াট এবং দুটো ১২০ মেগাওয়াট টারবাইন থাকবে। এটি সম্পন্ন হওয়ার পর বার্ষিক ৮,০০০ গিগাওয়াটেরও বেশি উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রোজেক্টের রূপরেখা মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, যা দেখে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায় ১৮০০ মেগাওয়াটের পান্নারি পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্ট মডেলের রূপরেখা তৈরির জন্য সবুজ সংকেত দেন।

এছাড়া, তাঁরই মডেলের ওপর তৈরি হয়েছে ছত্রিশগড় রাজ্য পাওয়ার কর্পোরেশনের ছত্রিশগড় ভাসমান সৌরচালিত পিএসপি প্রকল্প (৮০০ মেগাওয়াট) এবং কমলা এইচই প্রকল্প (১৭২০ মেগাওয়াট) এনএইচপিসি-অরুণাচলপ্রদেশ।

ভৈরবী সাইরাং রেলপ্রকল্পের মডেল দেখছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী।

অন্ধ্রপ্রদেশের পিন্নাপুরমে পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্টের মডেল দেখছেন মনোহরলাল খাট্টার।

গান্ধিসাগর পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্পের মডেল পরিদর্শনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

HAPPY new year

নব আনন্দে জাগো

নতুন বলে কিছু হয় না। পুরোনোই নতুনের ছদ্মবেশ পরে বারবার আবির্ভূত হয়। সব ভালোর বার্তা দেয়। লিখলেন **সঞ্জীবন দত্তরায়**

পুরোনো কালকে নতুন কাল বলে, 'হেথা হতে যাও পুরাতন/ হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে' পুরাতন কিন্তু সহজে বিদায় নিতে চায় না, সে চলে যেতে যেতে বার বার ফিরে চায়। হাজারো স্মৃতি তাকে ভারাক্রান্ত করে। ঝরে পড়া পাতার মতো তার চারপাশে স্মৃতিচিহ্নগুলি ছড়িয়ে বাতাসে তার দীর্ঘশ্বাস। নতুন কালের 'প্রথম দিনের সূর্য' যখন আকাশে সোনার ছবি আঁকছে পুরোনো কাল এখন তাতে বিষাদের ক্লান্ত ছায়া বিছিয়ে দেয়। সে যেন কিছুতেই বিদায় নিতে চায় না।

পুরোনো তো একদিন নতুন ছিল। ছিল তার 'শ্যামল যৌবনভার'। দখিনা বাতাস তাকে আন্দোলিত করত। তাকে ঘিরে ছিল কত গান, কত হাসি। আজ সে বিদায় নিচ্ছে। সে আজ জরতী, তার শরীর থেকে যৌবনের আবরণ একে একে খসে পড়েছে। আজ তার চতুর্দিকে বিশুদ্ধ মরু, দাবদগ্ধ মৃত তৃণভূমি। তবু সে থেকে যেতে চায়। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সবাই নতুনকে বরণে ব্যস্ত-'আয়রে নূতন, আয় সঙ্গে করে নিয়ে আয়/তোর মুখ গান'। তাকে সম্বোধন করে বলে, 'ফোটা নব ফুলচয়/ওঠা নবল কিশলয়/নবীন বসন্ত আয় নিয়ে'। আর পুরোনো নিয়ে বলে, 'যে যায় সে চলে যাক/ সব তার নিয়ে যাক/নাম তার যাক মুছে দিয়ে'।

আসলে নতুন বলে কিছু হয় না। পুরোনোই নতুনের ছদ্মবেশ পরে বারবার আবির্ভূত হয়। ছদ্মবেশ একটু সরে গেলে ভেতর থেকে পুরোনোই উঁকি দেয়। নতুন যতই পুরোনোকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করুক না কেন সেটা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুনের আড়ালে পুরোনো থেকেই যায়। পুরোনোকে অস্বীকার করলে নতুনের অস্তিত্বই দুর্বল হয়ে যায়।

সময় বহতা নদীর মতো। সেখানে নতুন বলে কিছু নেই। বর্তমান অস্তিত্বহীন। কালস্রোতে সব ভেসে চলেছে। আজ যা নতুন, কাল তা পুরোনো হয়ে যায়। থামা বলে কিছু নেই। ফরাসি দার্শনিক বের্গসঁর ভাষায়-'We change without ceasing and the state itself is nothing but change'. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়- 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি/সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।' বর্তমান বলে কিছু নেই। আছে শুধু অতীত ও ভবিষ্যৎ। অতীতকে তো আমরা চিনি, জানি। ভবিষ্যৎকে জানি না। জানি না ভবিষ্যতের গর্ভে কী লুকোনো আছে। তাই পুরোনো বছর যখন বিদায় নিচ্ছে আর নতুন বছর আসছে তখন সোনালি ভবিষ্যতের আশায় বর্ষবরণে মাতি।

পুরোনো-নতুনের সন্ধিক্ষণে পেছন ফিরে তাকাই। কী পেয়েছি আর কী পাইনি তার হিসেব মেলাতে বসি। কত কিছু করার ছিল, কিন্তু করে ওঠা হয়নি। অতৃপ্তির বেদনা মনকে ভারাক্রান্ত করে। নতুন বছরের দিকে তাই সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি। হয়তো নতুন সব অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবে। শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছেপূরণই নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষ ভালো থাকুক- এই প্রার্থনাও করি। সব ক্লেদ, মালিন্য মুছে যাক। সর্বপ্রকার বিভেদের অবসান ঘটুক। যুদ্ধহীন হোক পৃথিবী। 'বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি'। নতুন বছরের শুরুতে তাই কবির কথা দিয়ে শেষ করি-'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে/শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।'

বাংলাদেশের মমান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা মনকে ভারাক্রান্ত করে। আশা করছি মেঘ কেটে যাবে, নতুন ঊষার উদয় হবে। জয় হবে মানবতার, মনুষ্যত্বের।

আকাশকে মুঠি মুঠি খুশি উপহার

চারপাশে মন খারাপের সমাহার। নতুন মন ভালো কিছুর প্রত্যাশা করে। ভালো থেকো বলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চায়। লিখলেন **অমিতকুমার দে**

যে কোনও নতুনের গায়ে কী যেন একটা অপরূপ ঘ্রাণ লেগে থাকে! পহেলার ভাঁজ খুলে মনে হয় ঢুকে পড়ব একটা অলৌকিক বাগানে! ঠিক যেমনটা কোট-পরা, কথা-বলা সাদা খরগোশের পিছু নিতে নিতে অদ্ভুত গুহায় ঢুকে লুইস ক্যারলের 'অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর ছোট্ট মেয়েটি, অ্যালিস, বিরাট হলঘরের দরজার নীচ দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল এক অসম্ভব সুন্দর বাগানকে। পৌঁছাতে ইচ্ছে করছিল সেখানে, কিন্তু চাবি খুঁজে পাচ্ছিল না ছোট্ট দরজার। আবার এত ছোট দরজা দিয়ে সেখানে যাওয়াও সম্ভব ছিল না তার, হতে হত অনেক ছোট! আসলে কোথাও পৌঁছাতে হলে কখনও হয়তো আমাদের ছোট হতে হয়, কখনও বড় হতে হয়! কিন্তু সেই হওয়াটাই আমাদের হয়ে ওঠে না।

'এখন ক্রমশ শীত আসে, পাহাড়ের থেকে/সব পাখি, রাজহাঁস উড়ে চলে আসে/পান্নার মতন রোদ কুচি কুচি ঠোঁটে করে নিয়ে/হীরের মতন স্বপ্ন; বরফের বুক/পাহাড়কে ঘিরে থাকে; প্রজাপতিরাও/মৌমাছি ফুল-পাতাদের ভিড়ে/জলসায় যোগ দেয়; জলঢাকা নদীটির ঢেউ/হঠাত মায়াবী হয়;/আকাশকে তুলে দেয় মুঠি মুঠি খুশি উপহার' (জলঢাকা নদী/বেণু দত্ত রায়)।

আমরা যারা ক্রমাগত পুরাতন হচ্ছি, তাদের অনেক অনেক সহজ আনন্দ ছিল, জটিলতাবিহীন কল্পনা ছিল। ক্রমশ তা বিলুপ্ত হচ্ছে। এখন বছর শেষ করে কার্নিভালের জৌলুস, রকমারি কেক কাটাকাটি, পার্টি, সুরা, সোশ্যাল মিডিয়া আর বিস্তর নাচাগানার মধ্য দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে নতুন ঢুকে পড়ে মহাসমারোহে। পিকনিকে ডিজে বাজে চরাচর কাঁপিয়ে, রিসর্ট, হোমস্টে-তে কিছু গোপন আনন্দ উপহার দেয়! কিন্তু আমরা কেউ কেউ এখনও এমন নতুন বছরের শীতে হেঁটে বেড়াই গয়েরকাটার হাটে, সামচির সেই ভুটানি মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াই, যে 'এনেছিল সোনালি আপেল/ রূপবতী টমাটোর সাথে ছিল টলটলে মারুয়ার মদ/আহ্লাদী হাওয়ায় তার খুলে গেছে উলুঝুলু বুকের আঁচল/টিলেঢালা গায়ের কামিজ/দেহাতি রৌদ্রের আঁচে ভিজে ওঠে পাথুরে শরীর' (সামচির ভুটানি মেয়ে/তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'জীবনের বিচিত্র উৎসবে' সে হাজির ভুটানি কমলা নিয়ে। এখন সেই সান্তালাও আসল-নকলের ঘোরপ্যাঁচে আমাদের ঘুরপাক খাওয়ায়! মানুষেরাও কি আসল আছে? নইলে এখনও মানুষ 'মানুষ পোড়ানোর উৎসবে' শামিল? এখনও বাতাসে বারুদের পোড়া গন্ধ? আমাদের ঘরগেরস্থালির মধ্যে কী দ্রুত ঢুকে পড়ছে অবিশ্বাস, কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর মাঝখানে সীমান্তবর্তী দেওয়াল, সেটাও কাঁটাতারের! টেবিলের তলে টাকার চালাচালি বন্ধ হওয়া তো দূর অস্ত, বরঞ্চ দুর্নীতি ক্রমাগত বৃহৎ আকারে স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। এখনও জাতপাত নিয়ে হইহল্লা, রাজনৈতিক আর্তনাদ! অনৈতিক উপার্জনের আস্ফালন সততাকে ঢেকে দিচ্ছে কালো চাদরে। সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এই ডামাডোলে। দিনশেষে নামীদামি মিডিয়ায় চিলচিৎকারের অযথা আয়োজন শুধু!

তবুও নতুন ক্যালেন্ডার এলে আমরা পরিত্রাণের কথা ভাবি। অনুজ কেউ কখনও আকস্মিক প্রণাম করে ফেললে, ভালোবাসা জানালে বছরের প্রথম দিন এখনও মন থেকে বলতে ইচ্ছে করে– 'ভালো মানুষ হও, সত্যিকারের মানুষ হও। মানুষের দিকে হাত বাড়াও।'

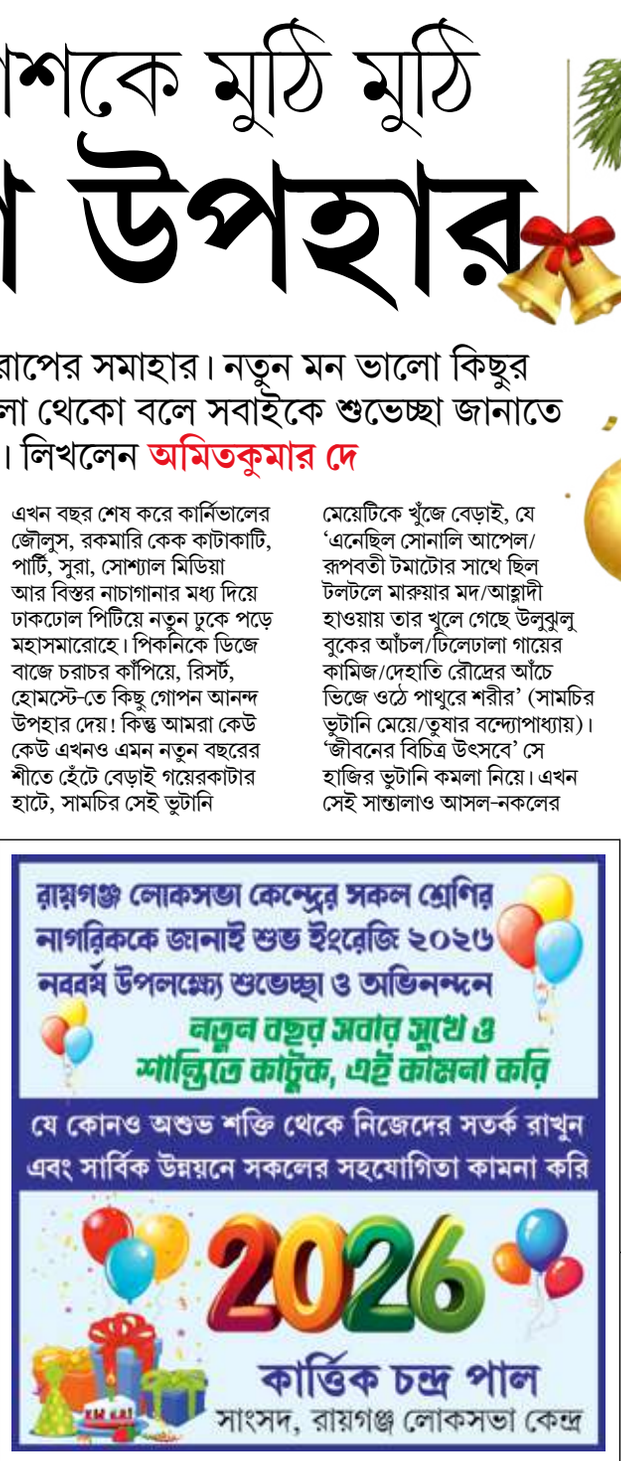

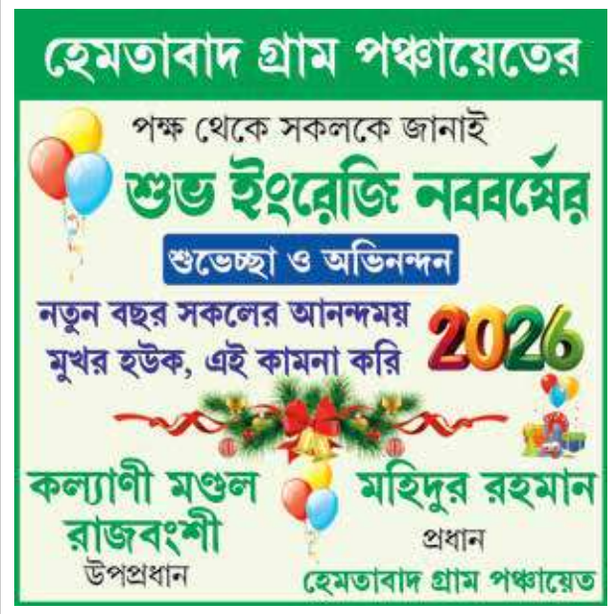

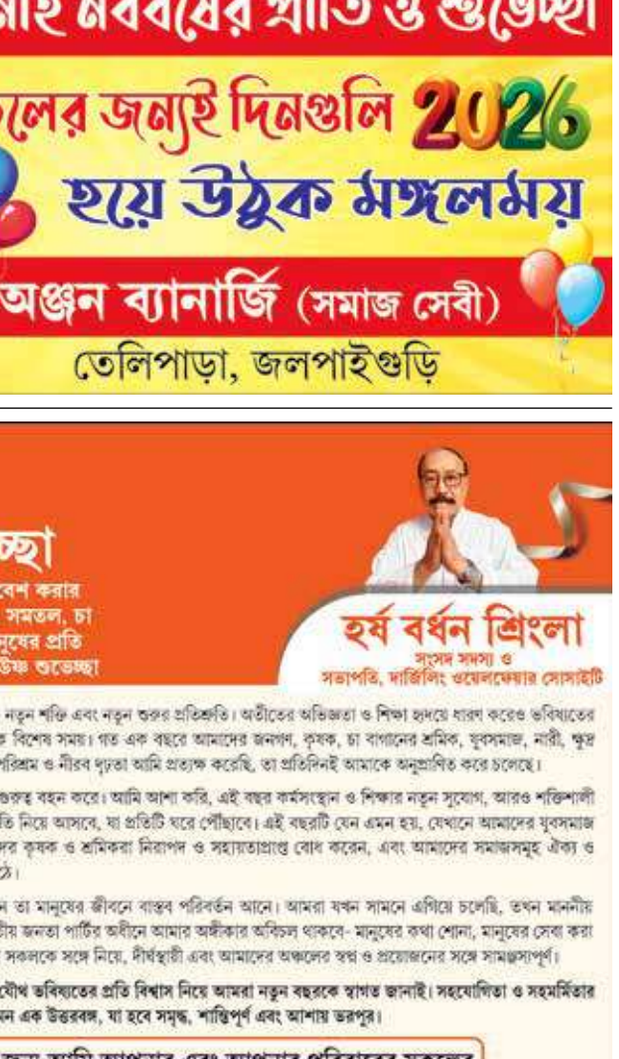

৯.৩ ওভারেই জয় বাংলার !

সামি-মুকেশদের দাপটে উড়ে গেল কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর-৬৩ (২০.৪ ওভারে)
বাংলা-৬৪/১ (৯.৩ ওভারে)

রাজকোট, ৩১ ডিসেম্বর : বিধ্বংসী মেজাজ অব্যাহত মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপদের। বাংলার পেস ত্রয়ীর দাপটে এদিন উড়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর। টসে জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রাজকোটের সানোসারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইশ গজে এরপর সামিদের একচ্ছত্র দাপট। যার সামনে মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে গেল ভূস্বর্গের দল।

সামি দুইটি উইকেট নিয়ে শুরুতে রিংটোন সেট করে দেন। এরপর আকাশ (৩২/৪) ও মুকেশরা (১৬/৪) প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন। ত্রয়ীর ধারালো যে পেস-সুইংয়ের কোনও উত্তর ছিল না পরস ডোগরার নেতৃত্বাধীন দলের কাছে। মাত্র দুইজন দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোন। সর্বোচ্চ ১৯ করেন পরস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনার শুভমান খাজোরিয়ার ১২।

শেষপর্যন্ত ২০.৪ ওভারে মাত্র ৬৩ রানেই গুটিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংস। জবাবে ১০ ওভারের (৯.৩) মধ্যেই ম্যাচে ইতি টেনে মূল্যবান ৪ পয়েন্টের

ফের ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হলেন মুকেশ কুমার।

সঙ্গে নিজেদের রান রেট একলাফে অনেকটা বাড়িয়ে নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা। ভূস্বর্গের উদীয়মান পেসার আকিব নবি দারের বলে অভিমন্যু (৪) আউট হওয়ার পর অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেটে বাকি কাজ সেরে নেন অভিষেক পোড়েল (৩০) ও সুদীপকুমার ঘরামি (২৫)।

২৪৩ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটে বিশাল জয়। ১০০ ওভারের ম্যাচ শেষ ৩০.১ ওভারেই! যার সুবাদে চতুর্থ ম্যাচে তৃতীয় জয়ের সুবাদে ১২ পয়েন্টের সঙ্গে রান রেটও

৪ উইকেট নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে ভাঙলেন আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার।

অনেকটা বাড়িয়ে নিল বাংলা। জম্মু ও কাশ্মীর বধের হাত ধরে গ্রুপ টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এলেন অভিমন্যুরা।

ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই ওপেনার কামরান ইকবালকে (০) আউট করে সুর বাঁধেন সামি। পরের ওভারে আকাশের শিকার মুরুগান অশ্বীন (০)। ইয়ের হাসানকে (১) আউট করে প্রতিপক্ষকে ৬/৩ করে দেন সামি। যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বদলে আরও তলিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীর। গত ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে বাংলাকে জয় এনে দিয়েছিলেন মুকেশ। এদিন সেখান থেকে শুরু করেন। সংগতে আকাশও।

আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংস শেষপর্যন্ত ধসে যায় ৬৩-তেই। অথচ, চলতি বিজয় হাজারেতে ভূস্বর্গের দল খারাপ খেলছে না। প্রথম তিন ম্যাচে জোড়া জয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এদিনের ভরাডুবিতে যে দৌড় থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীর। বাংলা সেখানে ঢুকে পড়ল গ্রুপ লিগের সেরা তিনে।

এদিকে, বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে সামির ধারাবাহিক সাফল্যে নতুন সমীকরণ ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলে। সূত্রের খবর, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পাশাপাশি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের ভাবনাতেও নাকি ঢুকে পড়তে পারেন বাংলার তারকা পেসার! বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, বোর্ডের ভাবনায় রয়েছেন। ওঁর মতো বোলারকে বাতিলের তালিকায় ফেলা সহজ নয়। শুধুমাত্র ফিটনেস ইস্যুটাই চিন্তার জায়গা। যদি নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে থাকেন, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কোমায় মার্টিন

ব্রিসবেন, ৩১ ডিসেম্বর : ক্রিকেটমহলের জন্য খারাপ খবর। কোমায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা ড্যামিয়েন মার্টিন। রিকি পন্টিংদের সতীর্থ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। খবর, মেনিনজাইটিসের কারণে ভর্তি আছেন ব্রিসবেনের হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। প্রাক্তন সতীর্থ ড্যারেন লেম্যান সমাজমাধ্যমে মার্টিনের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭টি টেস্ট খেলা ড্যামিয়েন মার্টিনের অসুস্থতার খবরে স্বভাবত বছর শেষে চিন্তায় অজি ক্রিকেটমহল। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট তার মধ্যেই আশার কথা শুনিয়ে বলেছেন, 'ড্যামিয়েনের জন্য সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবার শুভকামনাও রয়েছে ওর সঙ্গে।'

টাঙ্গের প্রশংসায় ব্রড ■ মাদক অভিযোগে স্বস্তি ইংল্যান্ডের

অজি ব্যাটিং কোচকে তোপ হেডেনের

মেলবোর্ন, ৩১ ডিসেম্বর : ১৪ বছর, ৫৪৬৮ দিন। লম্বা প্রতীক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইংল্যান্ড। মেলবোর্নের প্রতিকূল পিচের চ্যালেঞ্জ সামলাতে ব্যর্থ অজিরা। দুই ইনিংসে ১৫২ ও ১৩২ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এদিন যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং কোচ মাইকেল ডি ভেনুটোকে একহাত নিলেন ম্যাথু হেডেন।

এক ক্রিকেট পডকাস্টে কিংবদন্তি হেডেন বলেছেন, 'মেলবোর্ন টেস্টের দুই ইনিংসে অজি ব্যাটিং মানতে কষ্ট হচ্ছে। ১০ বা ৫০ মিলিমিটার ঘাস হোক, এই সব যুক্তিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নই আমি। আরও ভালো পারফরমেন্স আশা করেছিলাম। ট্রাভিস হেড, জেক ওয়েদারাল্ড, মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজা, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন— প্রত্যেকের টেকনিকেই গলদ। বরং আমাদের বোলাররা ভালো ব্যাটিং টেকনিক দেখিয়েছে।'

কোচকে এরপর কাঠগড়ায় তুলে হেডেন বলেছেন, 'ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনও ইস্যু নেই আমার। তবে আমি একেবারেই ওর সমর্থক নই। টেস্টে দলের ব্যাটিংয়ে কোনও উন্নতি চোখে পড়েনি। সবুজ উইকেট হোক বা উপমহাদেশ, ছবিটা এক। হয়তো আমরা সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দিচ্ছি, কিন্তু টেস্টে সাফল্য পেতে যে ব্যাটিং স্কিল জরুরি, তার অভাব পরিষ্কার।'

অপরদিকে টানা চতুর্থ অ্যাসেজ সিরিজ হারের হতাশার মধ্যে জোশ টাঙ্গকে নিয়ে উচ্চাশা পোষণ করলেন স্টুয়ার্ট ব্রড। মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক টাঙ্গকে নিয়ে ব্রডের মন্তব্য, 'ওকে বেশি করে খেলানো উচিত। মেলবোর্ন টেস্টে জয়ের নায়ক। শুরুর দিকে ওকে না খেলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হাতছাড়া করেছি আমরা। ফুল লেংথ ডেলিভারিতে অজি ব্যাটারদের পরীক্ষায় ফেলেছে। পারথ ও গাব্বায় খেলালে লাভবান হত ইংল্যান্ড।'

গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্সকে নিয়েও আশাবাদী ব্রড। অ্যাটকিনসনকে পরামর্শ দিলেন ফিটনেস, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আরও কাজ করতে। অপরদিকে কার্সকে নতুন বল নয়, পুরোনো বলে বেশি কার্যকর মনে করেন ব্রড। বলেছেন, 'অ্যাটকিনসনের হাতে দারুণ সব অস্ত্র রয়েছে। উবল সিম, সুইং আছে। দীর্ঘকায় চেহারা। ধারাবাহিকতা রয়েছে। তবে টেস্টের চ্যালেঞ্জ নিতে যে ফিটনেস, শরীরী ভাষা থাকা উচিত, তার অভাব রয়েছে। আর কার্স নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত সবসময়। বল হাতে সেটা করেও থাকে। তবে কোনওভাবে ও নতুন বলের বোলার নয়।' এদিকে, মাদক-বিতর্কে বেন স্টোকসদের ক্লিনচিট দিয়ে ইসিবি জানিয়েছে, যে অভিযোগ উঠেছে, তা ভীত্তিহীন। ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে তাই শৃঙ্খলাজনিত কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সরফরাজের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে জয় মুম্বইয়ের

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর : বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিধ্বংসী মেজাজে সরফরাজ খান।

বুধবার গোয়ার বিরুদ্ধে মুম্বই ৮ উইকেটে ৪৪৪ রান সংগ্রহ করে। যেখানে সরফরাজ একাই ৭৫ বলে ১৫৭ রানের দানবীয় ইনিংস খেলেন। মুম্বইয়ের এই ব্যাটারের ইনিংসটি ৯টি চার ও ১৪টি ছক্কায় সাজানো। জবাবে গোয়া ৯ উইকেটে ৩৫৭ রানের বেশি করতে পারেনি। গোয়ার হয়ে সেঞ্চুরি করেন অভিনব তেজরানা (১০০)। বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার (২৪)।

এদিন অপর ম্যাচে মহারাষ্ট্র ১২৯ রানে হারিয়েছে উত্তরাখণ্ডকে। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের (১২৪) শতরানের সুবাদে প্রথমে ৭ উইকেটে ৩৩১ রান সংগ্রহ করে

গোয়ার বিরুদ্ধে শতরানের পর সরফরাজ খান। মাঠেই দিলেন বুক ডনও।

মহারাষ্ট্র। জবাবে ৪৩.৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২০২ রানের বেশি করতে পারেনি উত্তরাখণ্ড।

পাশাপাশি অন্য ম্যাচে মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১৩২) ও দেবদত্ত পাডিক্কালের (১১৩) জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে পুদুচেরির বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে ৩৬৪ রান সংগ্রহ করে কর্ণাটক। জবাবে ৫০ ওভারে ২৯৬ রানে শেষ পুদুচেরির ইনিংস।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজক ম্যাচে ৩৭ রানে জয় পেয়েছে বরোদা। তিন ব্যাটার নিত্য পান্ডে (১২২), অমিত পাসি (১২৭) ও ক্রুণাল পান্ডিয়ার (১০৯) সেঞ্চুরিতে বরোদা প্রথমে ৪ উইকেটে ৪১৭ রানের বিশাল ইনিংস খাড়া করে। জবাবে অভিরথ রেড্ডি (১৩০) ও প্রজ্ঞায় রেড্ডি (১১৩) জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪৯.৫ ওভারে ৩৮০ রানের বেশি সংগ্রহ করতে পারেননি হায়দরাবাদ।

এদিকে, ঝাড়খণ্ড ৯ উইকেটে হারিয়েছে তামিলনাড়ুকে। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণী দলটি ২৪৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে দুই ওপেনার উৎকর্ষ সিং (অপরাজিত ১২৩) ও শিখর মোহনের (৯০) দাপটে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ঝাড়খণ্ড।

৩ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দল

৩ তারিখ হয়তো নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল নির্বাচন

নির্বাচন রয়েছে। তার আগে সরফরাজ, রুতুরাজ ও দেবদত্তর পারফরমেন্স চাপে ফেলে দিল নির্বাচকদের। একইসঙ্গে সুখবর শুভমান গিল ৩ ও ৬ জানুয়ারিতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাঞ্জাবের হয়ে জোড়া ম্যাচ খেলবেন। ওইদিন তাদের খেলা পড়েছে যথাক্রমে সিকিম ও গোয়ার সঙ্গে।

KHOSLA ELECTRONICS

YES YEAR END SALE

₹851 EMI STARTS* | 1 EMI OFF | 0 DOWNPAYMNENT* | Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | FREE GIFT

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Easy Finance by

"LATEST TECHNOLOGY QLED TV NOW @ LOWEST PRICE ONLY @ KHOSLA ELECTRONICS"

Upto 80% DISCOUNT

100 QLED ₹2,64,990 | UPTO 56% OFF

55 4K HD ₹29,990 | 75 QLED ₹59,990

LG SAMSUNG SONY XCA Haier LLOYD Hisense

UPTO 47% OFF

1.5 Ton 3* Inv EMI ₹1,999

1.5 Ton 5* Inv EMI ₹2,416

dyson AIR PURIFIER 400 sqft. coverage EUREKA FORBES Friends For Life

EMI ₹999

iPhone 17 @ ₹32,900* only

PRICE ₹82,900 EXCHANGE ₹45,000 CASHBACK ₹5,000

UPTO 41% OFF

600 Ltr. SBS EMI ₹2,525

330 Ltr. DD EMI ₹2,916

184 Ltr. SD EMI ₹1,208

UPTO 44% OFF

9 Kg. Front Load EMI ₹1,994

9 Kg. Top Load EMI ₹1,494

10 Ltr. Pay Only ₹851* FREE Installation with Kit

UPTO 58% OFF

Free Cutlery Set worth ₹899

UPTO 57% OFF

1400 Suc Auto Clean 60 cm Chimney Motion Sensor

FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹5,190

EMI ₹1,250

PARTY BOX LG SAMSUNG SONY boAt UPTO 67% OFF EMI ₹990

UPTO 32% OFF 25 Ltr. ₹6,990

UPTO 57% OFF HOT & COLD WATER EMI ₹2,042

UP TO ₹5,000 INSTANT DISCOUNT* SBI card

*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 23 Dec 2025 - 11 Jan 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 88 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*T & C Apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Any Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offers are not applicable with Samsung & Sony products.

Locate Your Nearest Khosla Store

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

কুন্টুস (অভিরূপ মজুমদার) : ২৪তম জন্মদিনে(৩১/১২/২০২৫) শুভাশীর্বাদ ও নতুন বছর ২০২৬-এর শুভেচ্ছা সঙ্গে সুস্বাস্থ্য ও শুভ কামনায় মা ও বাবা। - শিবানী ও অসীম মজুমদার।

বছরের শেষ ম্যাচেও গোল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছিলেন। বছরের শেষ ম্যাচেও গোল পেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

মঙ্গলবার বছরের শেষ ম্যাচে আল ইত্তিফাকের বিরুদ্ধে রোনাল্ডো গোল পেলেও আল নাসেরের বিজয়রথ কিন্তু থেমে গিয়েছে। ম্যাচটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সৌদি লিগে টানা দশ ম্যাচ জেতা নাসের এই প্রথম পয়েন্ট নষ্ট করেছে। যদিও ১১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান তারা ধরে রেখেছে।

এদিন আল ইত্তিফাকের হয়ে জোড়া গোল করেন জিওর্জিনিও উইনালডাম। আল নাসেরের হয়ে একটি গোল করেন রোনাল্ডো এবং অপর গোলটি আসে তারই স্বদেশীয় জোয়াও ফেলিক্সের কাছ থেকে। এই ম্যাচের পর ২০২৫ সালে মোট ৪৬ ম্যাচ খেলে ৪১ গোল করেছেন সিআর সেভেন। সব মিলিয়ে তাঁর কেরিয়ারে মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৫৭।

কয়েকদিন আগেই ক্রিশ্চিয়ানো জানিয়েছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। সেই লক্ষ্যে নতুন বছর শুরু করতে চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

আল নাসেরের দুই গোলস্কোরার জোয়াও ফেলিক্স ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

র‍্যাংকিং যুদ্ধে বুমরাহ-স্টার্ক

দুবাই, ৩১ ডিসেম্বর : আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাংকিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহ বনাম মিচেল স্টার্কের দ্বৈরথ। দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। এদিন প্রকাশিত তালিকাতেও এক নম্বরেই বুমরাহ। তবে চলতি অ্যাসেজে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সুবাদে বুমরাহর (৮৭৯) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন অজি তারকা স্টার্ক (৮৪৩)। দুইজনের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান ৩৬ পয়েন্ট।

সিডনিতে আসন্ন নিউ ইয়ার টেস্টে স্টার্কের সামনে সুযোগ থাকবে যে ব্যবধান আরও কমানোর। সেরা দশে অজিদেরই আধিপত্য। স্টার্ক ছাড়াও প্যাট কামিন্স (৪), স্কট বোল্যান্ড (৭), জোশ হ্যাজেলউড (৯), নাথান লায়োন (১০) জায়গা করে নিয়েছেন। অপরদিকে, বুমরাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভারতীয় বোলার নেই প্রথম দশে। মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা যথাক্রমে আছেন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্থানে।

ব্যাটিং বিভাগে প্রথম দুইয়ে দুই ইংল্যান্ড ব্যাটার জো রুট (৮৬৭ পয়েন্ট) ও হ্যারি ব্রুক (৮৪৬ পয়েন্ট)। ভারতীয়দের মধ্যে সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল (অষ্টম) এবং শুভমান গিল (দশম)।

ক্লাবগুলির অবস্থান স্পষ্ট করতে সময় একদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : আইএসএল হলেও ওড়িশা এফসি খেলবে কি না তা অনিশ্চিত। আরও দুই-একটি দলের অংশগ্রহণ নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার জেরেই এমন ভাবনা। সেখানে কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে সীমিত সামর্থ্য নিয়েই দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার পরিকল্পনা করছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এটাই পার্থক্য ক্লাব এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মধ্যে।

বুধবার আইএসএলের ক্লাবগুলোকে চিঠি পাঠিয়ে একদিনের মধ্যে লিগে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তিন সদস্যের কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ক্লাবগুলির হয়ে এএফসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে এআইএফএফ। সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে জানতে চাওয়া হয়, ন্যূনতম কতগুলি ম্যাচ খেললে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় স্লট পাওয়া সম্ভব হবে। জবাবে লিগ সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছে এএফসি। এদিকে, ২ জানুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রককেও ফেডারেশনের প্রস্তাব জানানো বাধ্যতামূলক। ৫ জানুয়ারি আবার আদালতে আইএসএল সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সব মিলিয়ে ফেডারেশনের হাতেও সময় কম। যে কারণে ক্লাবগুলোকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লিগ আয়োজনকে কেন্দ্র করে এতদিন ফেডারেশনের ওপর চাপ তৈরি করছিল ক্লাবগুলো। মাত্র একদিন সময় দিয়ে এবার তাদের পালটা চাপে ফেলে দিল এআইএফএফ।

ভারতীয়দের নিয়েই পরিকল্পনা মহমেডানের

সূত্রের খবর, লিগ খেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে দিচ্ছে মহমেডান। ট্রান্সফার ব্যান ওঠার পর নতুন-পুরোনো মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন ফুটবলারকে নথিভুক্ত করেছে তারা। তালিকায় কোনও বিদেশি নেই। অর্থাৎ একটা বিষয় স্পষ্ট, এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েই দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে মহমেডান। এর পিছনে কারণ দুইটি। এক তো আর্থিক সমস্যা। তাছাড়া গত মরশুমে ফুটবলারদের বেতন বকেয়া রাখার শাস্তিস্বরূপ ফের নির্বাসনের মুখে পড়ছে মহমেডান। ফলে শীতকালীন দলবদলের বাজারে নতুন করে কোনও ফুটবলারকে সই করাতে পারবে না তারা। অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবলাররাই এখন সাদা-কালোর ভরসা।

সহজ জয় ভিবজিওরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব ১০৩ রানে চূর্ণ করেছে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে টসে জিতে ভিবজিওর ৩৮.২ ওভারে ১৪৬ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা গোপাল বর্মন ৭৭ রান করেন। প্রণব দাস ১৮ ও অনুপ বর্মন ৩৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সুভাষ ১৯.৪

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন গোপাল বর্মন।

ওভারে ৪৩ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের ইনিংসে একমাত্র দুই অঙ্কের রান রাজেশ সিংয়ের (১২)। গোপাল ১৮ রানে ৬ উইকেট ফেলে দেন। উৎপল ঘোষ ১২ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। শুক্রবার হিন্দি হাইস্কুল মাঠে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব মুখোমুখি হবে ওয়াইএমএ-র। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে নামবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

বড় জয় দলসিংপাড়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে বুধবার আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে চূর্ণ করে সিকিমের ডেনজং বয়েজকে। মিলন মোড় মাঠে ৫৭ মিনিটে গোল করেন হেমরাজ ভুজেল। ম্যাচের সেরা বিনীত লোহারের জোড়া গোল এসেছে ৭৫ ও সংযোজিত সময়ের তৃতীয় মিনিটে। বাকি গোলটি ইয়ংতেন লামার (৮২ মিনিটে)। শুক্রবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মিলন মোড়ের সিএনএফএ মুখোমুখি হবে তরঙ্গবাড়ি এফসি-র।

ভিলার দৌড় থামাল আর্সেনাল

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ৩১ ডিসেম্বর : অপ্রতিরোধ্য অ্যাস্টন ভিলার দৌড় থামাল আর্সেনাল।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়। প্রিমিয়ার লিগে সংখ্যাটা ৮। সেই ভিলাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতল

ড্র ইউনাইটেড, চেলসির

গানাররা। অন্যদিকে লিগ টেবিলের 'লাস্ট বয়' উলভসের কাছে আটকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ড্র করল চেলসিও।

আর্সেনাল-ভিলা ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে একেবারেই আঁচ করা যায়নি পরের পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কী হতে চলেছে। ৪৮ মিনিটে ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালহায়েসের গোলে এগিয়ে যায় গানাররা। চার মিনিট পর দ্বিতীয় গোল মার্টিন জুবিমেন্ডির। দ্বিতীয়ার্ধে বেশিরভাগ সময়টাই বল রইল ভিলার অর্ধে। ৬৯ মিনিটে ৩-০ করেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ৭৮ মিনিটে লক্ষ্যভেদ গাব্রিয়েল জেসুসের। ম্যাচের শেষবেলায় একটি গোল শোধ করেন ভিলার ওলি ওয়াটকিন্স। এদিন ম্যাচ শেষে সাজঘরে ফেরার সময় আর্সেনাল সমর্থকদের বিরুপ শুনে মেজাজ হারান অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক এমি মার্টিনেজ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন তাঁর সতীর্থরা।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের একেবারে শেষে থাকা উলভসের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ২৭ মিনিটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জোশুয়া জির্কজি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে গোল শোধ করে উলভস। দ্বিতীয়ার্ধে সুযোগ নষ্টের বন্যা বওয়াল রুবেন অ্যামোরিমের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। চেলসি-বোর্নমাউথ ম্যাচ শেষ হল ২-২ গোলে। চারটি গোলই হল ম্যাচের প্রথমার্ধে। ব্লুজ ব্রিগেডের পক্ষে লক্ষ্যভেদ কোল পামার ও এঞ্জো ফার্নান্ডেজের।

চোট থেকে ফিরে গোল করে ঈশ্বর স্মরণ গ্যাব্রিয়েল জেসুসের। মাঠ ছেড়ে সাজঘরে ফেরার পথে আর্সেনাল সমর্থকদের সঙ্গে বচসায় এমি মার্টিনেজ।

প্রথম জয় বর্ধমানের

বোলপুর, ৩১ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে বুধবার বর্ধমান ব্লাস্টার্স ৪-১ গোলের বড় জয় পেয়েছে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। লিগে এটা তাদের প্রথম জয়। বোলপুর স্টেডিয়ামে ঘরোয়া দলকে ২ মিনিটে এগিয়ে দেন চিজোবা। ৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান গৌতম। ১৯ মিনিটে উজ্জ্বলের গোল হাওড়া-হুগলির ম্যাচে ফেরার আশা শেষ করে দেয়। ২৮ মিনিটে চিজোবা নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন। ৮০ মিনিটে হাওড়া-হুগলির সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন ফইজ। ৬ ম্যাচে বর্ধমানের পয়েন্ট এখন ৪। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে হাওড়া-হুগলি ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা রয়েছে তিন নম্বরে।

বিশ্বকাপের আগে চোট শাহিনের

মেলবোর্ন, ৩১ ডিসেম্বর : শাহিন শা আফ্রিদির চোট-ভাগ্য যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিগ ব্যাশ লিগের মাঝপথেই হাঁটুতে চোট পেয়ে ২০২৫-'২৬ মরশুম থেকে ছিটকে গেলেন এই পাকিস্তানি পেসার। চলতি টুর্নামেন্টে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে খেলছিলেন তিনি। কিন্তু চোট এতটাই গুরুতর যে, তাঁর বদলে নতুন বিদেশি ক্রিকেটারের খোঁজ শুরু করে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। টি২০ বিশ্বকাপের আগে শাহিনের এই চোট চিন্তায় ফেলেছে পাক ক্রিকেট বোর্ডকে। ইতিমধ্যে রিহ্যাবের জন্য তাঁকে দ্রুত দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে পাক বোর্ড। বিশ্বকাপের আগে শাহিন সুস্থ না হলে চাপ বাড়বে পাক দলের।

সন্তোষের গ্রুপ বিন্যাস

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার আসন্ন সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল। সন্তোষের আয়োজক অসম, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থানের সঙ্গে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাকে গ্রুপ 'এ'-তে রাখা হয়েছে। ২১ জানুয়ারি মূলপর্ব শুরুর দিনেই বাংলা নামছে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

বাবলাতলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে স্বস্তিকা যুবক সংঘ।

বাবলাতলায় চ্যাম্পিয়ন স্বস্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বাবলাতলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পানু দত্তমজুমদার, তাপসকুমার চক্রবর্তী, বিজয় ভৌমিক ও কোটি মুখোপাধ্যায় ট্রফি সিনিয়ারদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল স্বস্তিকা যুবক সংঘ। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে বুধবার ফাইনালে তারা ৫৫ রানে জিতেছে প্লেয়ার্স ইলেভেন পাটনার বিরুদ্ধে। প্রথমে স্বস্তিকা ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৪ রান করে। সায়ন মণ্ডল ৬৮ ও শেখ আজহারউদ্দিন ৪৮ রান করেন। সাগর শর্মার অবদান ৪১ রান। চন্দন লক্ষ্মণ কুমার ৩১ ও বিবেককুমার সিং ৫৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে প্লেয়ার্স ইলেভেন ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৯ রানে আটকে যায়। তাদের সর্বাধিক ৫০ রান শ্লোক কুমারের। ভূপিন্দার সিং ২৫ ও গৌরব কুমার ২৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটার ও বোলার যথাক্রমে অনিমেষ অঞ্জু কুজুর এবং চন্দন নির্বাচিত হয়েছেন। সেরা উইকেটরক্ষক অঙ্কিত সিং। সেরা ফিল্ডার ও ফাইনালের সেরার পুরস্কার আজহারউদ্দিনের দখলে গিয়েছে। সেরা ক্যাচের জন্য অক্ষয় সাইনি পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রতিশ্রুতিবান ক্রিকেটারের পুরস্কার উঠেছে আকাশ তরফদারের হাতে। প্রতিযোগিতার সেরা অনিমেষ। ফেয়ার প্লে ট্রফি অগ্রগামী সংঘ পেয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, বাবলাতলা অ্যাকাডেমির সভাপতি উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব সায়ন্তন চক্রবর্তী প্রমুখ। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে স্বস্তিকার প্রতিনিধি মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'সুপার ডিভিশন এবার আমাদের পারফরমেন্স ভালো হয়নি। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই প্রতিযোগিতায় আমাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি অগ্রগামীকে হারানো, সবশেষে চ্যাম্পিয়ন হওয়া - ক্লাবের জন্য নতুন বছরের উপহার।'

কোমায় মার্টিন

-খবর সতেরোর পাতায়

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে অজয় রাজবংশী।

সেমিফাইনালে বোস্টন অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : জাগরণী সংঘের মাস্টার প্রীতনাথ চ্যাম্পিয়ন গোল্ড কাপ, সাবিত্রীদেবী জাজোদিয়া রানার্স সিলভার কাপ ট্রফি ১১ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল নেপালের বোস্টন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। বুধবার সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে হারিয়েছে বিহার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে বিহার ২৪ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। আদভিত তিওয়ারির অবদান ২৩ রান। অভি কার্কি ১৫ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বোস্টন ৭ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অজয় রাজবংশী ৪৯ ও রিকেশ রাজ অংদাম্বে ১৫ রান রেখে এসেছে। আদভিত ২১ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে রিশিত রত্নও (২১/২)। বুধবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজকদের মুখোমুখি হবে কলকাতার খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব।